# বার্ষিক প্রতিবেদন
## ২০২১-২০২২

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

"স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে আমাদের ভাষা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।"

– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ বাংলা একাডেমিতে দেওয়া ভাষণ।

"আমাদের প্রত্যেক জেলায় বা মহকুমায় অতীতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো, সাহিত্যচর্চা হতো, সাহিত্য সম্মেলন হতো, সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হতো। এই চর্চা অনেকটা কমে গেছে। এটা আবার চালু করা দরকার।"

– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ বাংলা একাডেমির অমর একুশে বইমেলা এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণের অংশ বিশেষ।

# বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

**উপদেষ্টা**
**কে এম খালিদ** এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

**সার্বিক তত্ত্বাবধান**
মোঃ আবুল মনসুর
সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

**সম্পাদনা পরিষদ**

| | |
|---|---|
| জনাব হাসনা জাহান খানম, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | আহ্বায়ক |
| জনাব মোঃ আতাউর রহমান, যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| জনাব সুব্রত ভৌমিক, যুগ্মসচিব (সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-১), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| জনাব নাফরিজা শ্যামা, যুগ্মসচিব, (প্রত্নঃ ও জাদু), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| জনাব মিনার মনসুর, পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র | সদস্য |
| জনাব কাজী নুরুল ইসলাম, উপসচিব (সাংস্কৃতিক বিনিময়), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| জনাব আহমেদ শিবলী, উপসচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ড. আমিনুর রহমান সুলতান, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), বাংলা একাডেমি | সদস্য |
| জনাব রতন চন্দ্র পাল, প্রোগামার, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| জনাবা মোঃ আসাদুজ্জামান, উপসচিব (প্রশাসন-১), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | সদস্য সচিব |

**সহযোগিতায়**
মোঃ সুমন রহমান (প্রশাসনিক কর্মকর্তা), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সুমাইয়া আক্তার, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মোঃ সাইফুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি
আশরাফুজ্জামান (সুমন), বাংলা একাডেমি

**প্রচ্ছদ :** নূর নাহিয়ান

**প্রকাশকাল : ১৩ অক্টোবর ২০২২**

**মুদ্রণ : বাংলা একাডেমি প্রেস, ৩ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, ঢাকা ১০০০**

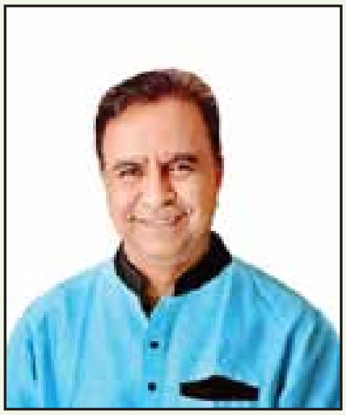

**প্রতিমন্ত্রী**
**সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়**
**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**

# বাণী

গৌরবময় ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী আমাদের এ বাংলাদেশ। ভৌগোলিক অবকাঠামো, অনন্য নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাঙালি জাতিসত্তাকে ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ করেছে। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গৌরবময় জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশে ১৯৭২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক একটি বিভাগ চালু করেছিলেন। ১৯৮৮ সালে গঠিত হয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের রূপকল্প নির্ধারণ করা হয়েছে সংস্কৃতিমনস্ক মেধাবী জাতি। দেশজ সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সমকালীন শিল্প ও সাহিত্য সংরক্ষণ, গবেষণা এবং উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির মানসিক বিকাশ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অভিলক্ষ্য। বাঙালি সংস্কৃতির যথাযথ পরিচর্যা, লালন, উন্নয়ন ও বিকাশে সর্বাত্মক সহযোগিতাকরণ, উপযুক্ত সংরক্ষণ এবং দেশে-বিদেশে ঐতিহ্যবাহী এ সংস্কৃতিকে তুলে ধরার মহান দায়িত্ব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত রয়েছে।

নবসৃষ্ট ‘বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট’ সহ সর্বমোট ১৮টি দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নৃতত্ত্ব, মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন শিল্প-সংস্কৃতি ইত্যাদির নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রদর্শন, প্রকাশনা ও উন্নয়ন, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ চিহ্নিতকরণ, উৎখনন, সংস্কার, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন, সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ, সরকারি-বেসরকারি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, ভাষা, শিল্প-সাহিত্য ও ঐতিহ্য বিষয়ক গবেষণা ও প্রকাশনা, জাতীয় দিবস ও উৎসবসমূহ উদ্‌যাপন এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের কাজ করে যাচ্ছে।

একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ, বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সে লক্ষ্য অর্জনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর এর মাধ্যমে গড়ে উঠছে সংস্কৃতি মনস্ক, মানবিক ও মেধাবী একটি প্রজন্ম যারা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার অন্যতম কারিগর।

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি এ প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**কে এম খালিদ এমপি**

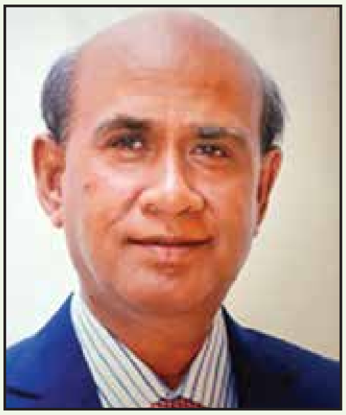

**সচিব**
**সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়**
**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**

# বাণী

একটি প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে বছরব্যাপী সে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করার প্রয়াস থাকে। সে প্রেক্ষিতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সকল দপ্তর/ সংস্থার বছরব্যাপী কার্যক্রমকে প্রামাণ্যকরণের নিমিত্তে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠেছে। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর/ সংস্থার সার্বিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় প্রকাশনাটির গুরুত্ব অনেকগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহীদ ও ২ লক্ষ নির্যাতিতা মা-বোনকে। পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেসা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের সকল শহীদানকে এবং জাতীয় চার নেতাকে।

দেশজ শিল্প-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসার, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা ও গবেষণা জোরদারকরণ এবং বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য, ইতিহাস ও চেতনার লালন-এ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশের আবহমান ঐতিহ্যের অনুসরণে সংস্কৃতি বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন/ পরিমার্জন ও প্রয়োগ করে থাকে। ৪টি অধস্তন অফিস এবং সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত ১৪টি স্বায়ত্তশাসিত/ সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মাধ্যমে মন্ত্রণালয় দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নৃতত্ত্ব, মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন শিল্প সংস্কৃতি ইত্যাদির নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রদর্শন, প্রকাশনা ও উন্নয়ন, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ চিহ্নিতকরণ, উৎখনন, সংস্কার, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন, সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ, সরকারি-বেসরকারি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, ভাষা, শিল্প-সাহিত্য ও ঐতিহ্য বিষয়ক গবেষণা ও প্রকাশনা, জাতীয় দিবস ও উৎসবসমূহ উদ্‌যাপন এবং বিভিন্ন দেশের সাথে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ভিশন ২০৪১ অনুযায়ী উন্নত বাংলাদেশের উপযোগী সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশজ সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সমকালীন শিল্প ও সাহিত্য সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির মানসিক বিকাশ এবং উৎকর্ষ সাধনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিবিড়ভাবে কাজ করছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মতো শ্রমসাধ্য কাজ যাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সফল হয়েছে তাদেরকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। নন্দিত এ প্রয়াস যেন তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি অবিচল থাকে এ আমার ঐকান্তিক প্রত্যাশা।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবুল মনসুর
সচিব

# মুখবন্ধ

সংস্কৃতিমনস্ক মেধাবী জাতি গঠনের রূপকল্প এবং দেশজ সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সমকালীন শিল্প ও সাহিত্য সংরক্ষণ এবং গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের অভিলক্ষ্য নিয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য প্রতিটি জাতির আত্মপরিচয়ের অন্যতম অনুষঙ্গ। আমাদের আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, রুচি, ব্যবহার্য বস্তুগত উপাদানসমূহ ইত্যাদিই সংস্কৃতি। সমাজের মানুষ হিসেবে আমরা প্রতিনিয়তই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বেড়ে উঠি। সংস্কৃতির কারণেই মানুষের ব্যক্তিজীবন এবং সমাজজীবন অন্যদের থেকে স্বতন্ত্রতা পায়। পৃথিবীর প্রত্যেক সমাজেরই নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। প্রতিটি সংস্কৃতিই রয়েছে আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য। মূলত প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিন্নতা এবং এর সাথে খাপ খাওয়ানোর ভিন্ন ভিন্ন কৌশল ও উপকরণের কারণে সমাজের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিজস্ব হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সংস্কৃতিও এর বাইরে নয়।

একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে সংস্কৃতিক গুরুত্ব অপরিসীম। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, চারু-কারু ও ললিত কলার সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রত্নতত্ত্ব, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, জাতীয় গ্রন্থাগার/গণগ্রন্থাগারের উন্নয়ন, একুশে ফেব্রুয়ারি দিবস উদযাপন, একুশে ফেব্রুয়ারি পুরস্কার (একুশে পদক) প্রদান, সংস্কৃতিসেবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান, সাহিত্যসেবী ও শিল্পী প্রমুখদের পেনশন প্রদান, বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন ও সাংস্কৃতিক দল বিনিময়ের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজসহ আরোও অন্যান্য কাজ এ মন্ত্রণালয় হতে সম্পাদিত হচ্ছে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের ওপর স্বচিত্র তথ্যাদি সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম ও পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

হাসনা জাহান খানম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
ও
সভাপতি
সম্পাদনা পরিষদ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

# সূচিপত্র


**প্রথম অধ্যায়**

**মন্ত্রণালয় পরিচিতি** ১৫

পটভূমি ১৭

রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ১৮

কৌশলগত ও আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ১৮

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত দায়িত্বাবলি ১৮

আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ১৮

মন্ত্রণালয়ের গঠন ও জনবল ১৯

আইন/বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন ২০

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ২১

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ২১-২৩

অডিট আপত্তি ২৩

**দ্বিতীয় অধ্যায়** ২৫

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি ২৭-৩০

**তৃতীয় অধ্যায়** **৩১**

সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম ৩৩

দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সাংস্কৃতিক বিনিময় ৩৩

সাংস্কৃতিক চুক্তি ৩৩

**চতুর্থ অধ্যায়** **৩৫**

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম ৩৭-৩৮

কোভিড ১৯ মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম ৩৮

**পঞ্চম অধ্যায়** **৩৯**

সহায়ক কার্যক্রম ৪১

বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র ৪১-৪২

বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র ৪২

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ৪২

| | |
|---|---|
| **ষষ্ঠ অধ্যায়** | **৪৩** |
| ফটো গ্যালারি | ৪৫-৬০ |
| | |
| **সপ্তম অধ্যায়** | **৬১** |
| আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য | ৬৩ |
| ইউনেস্কোর আওতাধীন বিশ্ব অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত বাংলাদেশের ঐতিহ্য | ৬৩-৬৯ |
| ইউনেস্কোর অপেক্ষমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় থাকা ৫টি পরিমেয় ঐতিহ্য | ৭০-৭২ |
| | |
| **অষ্টম অধ্যায়** | **৭৩** |
| মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ | ৭৫-১৪৮ |
| | |
| **নবম অধ্যায়** | **১৪৯** |
| **সুশাসন ও জবাবদিহিতা** | **১৪৯** |
| | |
| বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি | ১৫১ |
| জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল | ১৫১ |
| সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) | ১৫২-১৫৩ |
| অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা | ১৫৩-১৫৪ |
| তথ্য অধিকার | ১৫৪ |
| উদ্ভাবনী কার্যক্রম | ১৫৫ |
| বিভিন্ন ফোকাল পয়েন্ট ও ডেজিগনেটেড অফিসারদের তালিকা | ১৫৬ |
| সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ | ১৫৬ |
| ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা | ১৫৬ |

# প্রথম অধ্যায়

## মন্ত্রণালয় পরিচিতি

## ১. পটভূমি

সুপ্রাচীন গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক জনপদ এই বাংলাদেশ। হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে বাঙালি সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ও বৈচিত্রময়। সবুজ শ্যামল অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি এ দেশের মায়াবী প্রাকৃতিক পরিবেশ, বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও মতের মানুষের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ছাড়াও অসংখ্য লোকজ উৎসব এবং শিল্প সংস্কৃতির চর্চা এদেশের সংস্কৃতির অনন্য বৈশিষ্ট্য। জারি-সারি,ভাটিয়ালি,বাউল সংগিত, মুর্শিদি, ভাওয়াইয়া,গম্ভিরা,নাটক, যাত্রাপালা বাঙালি জাতিসত্ত্বাকে করেছে সমৃদ্ধ ও অলংকৃত। মাতৃভাষার জন্য বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ এসবই আমাদের গৌরবময় জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। সংস্কৃতির মাধ্যমেই বিবৃত হয়েছে বাঙালির আত্ম-পরিচয়। বাঙালি সংস্কৃতির যথাযথ পরিচর্যা, লালন, উন্নয়ন, গবেষণা ও সাবলীল বিকাশে সর্বাত্মক সহযোগিতা জুগিয়ে যাওয়া,এগুলোর উপযুক্ত সংরক্ষণ এবং দেশে-বিদেশে এগুলোকে তুলে ধরার মহান দায়িত্ব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। উদার মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, লোকজ ও সংস্কৃতির প্রসার, প্রত্ন ঐতিহ্য সংরক্ষণ, শিল্প ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রেও এ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে ১৯৭২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক একটি বিভাগ চালু করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে ১৯৮৮ সালে 'সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়' নামে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়।

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও দেশ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে দেশজ সংস্কৃতি বিকাশ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সচেষ্ট রয়েছে। এ মন্ত্রণালয় পরিমেয়, অপরিমেয় এবং জ্ঞানভিত্তিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও প্রচার করে থাকে। এ মন্ত্রণালয় দেশের আবহমান ঐতিহ্যের অনুসরণে সংস্কৃতি নীতিমালা প্রণয়ন /পরিমার্জন ও প্রয়োগ করে থাকে। ৪টি অধস্তন অফিস এবং সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত ১৭টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মাধ্যমে মন্ত্রণালয় দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নৃতত্ত্ব, মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন শিল্প সংস্কৃতি লালন, সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ চিহ্নিতকরণ, উৎখনন, সংস্কার, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন, সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের মেধাসত্ব সংরক্ষণ, সরকারি-বেসরকারি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, ভাষা, শিল্প-সাহিত্য ও ঐতিহ্য বিষয়ক গবেষণা ও প্রকাশনা, জাতীয় দিবস ও উৎসবসমূহ উদ্‌যাপন, বিভিন্ন মেলার আয়োজন এবং বিভিন্ন দেশের সাথে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের কাজ করে যাচ্ছে।

দেশের সকল উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারই এ মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হচ্ছে। বেসরকারি গ্রন্থাগারের বিস্তার এবং বিদ্যমান গ্রন্থাগারসমুহের উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মাধ্যমে বই ও অনুদান বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া এ মন্ত্রণালয় অস্বচ্ছল সংস্কৃতিকর্মীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং সংস্কৃতি অঙ্গনের বিভিন্ন ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করে থাকে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইউনেস্কো কনভেনশন-এর প্রয়োগ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি অন্যতম কাজ। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের সাথে এ পর্যন্ত বিশ্বের ৪৪টি দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। এ সকল চুক্তি(Cultural Agreement)/সমঝোতা স্মারক (MoU) ও বিনিময় কার্যক্রম (CEP)-এর নির্ধারিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার এবং বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হওয়ার বিষয়টি নিহিত রয়েছে। যেসকল দেশের সাথে এখনও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়নি সেসব দেশের সাথেও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের অনন্য সংস্কৃতিকে তুলে ধরার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

## ২. রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

**রূপকল্প (Mission)**

সংস্কৃতিমনস্ক মেধাবী জাতি।

**অভিলক্ষ্য (Vision)**

দেশজ সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সমকালীন শিল্প ও সাহিত্য সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির মানবিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন।

### কৌশলগত ও আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য

**কৌশলগত উদ্দেশ্য**

- দেশজ শিল্প-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসার
- জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা ও গবেষণা জোরদারকরণ
- বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য, ইতিহাস ও চেতনার লালন।

**আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য**

- কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন
- আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

### সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত দায়িত্বাবলি

- দেশের আবহমান ঐতিহ্যের অনুসরণে সংস্কৃতি বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন, পরিমার্জন ও প্রয়োগ
- সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নৃতত্ত্ব, মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন শিল্প সংস্কৃতি ইত্যাদির নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রদর্শন, প্রকাশনা ও উন্নয়ন
- জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, চারু-কারু ও ললিতকলার সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন
- প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ চিহ্নিতকরণ, খনন, সংস্কার, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন
- সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ
- সরকারি-বেসরকারি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, অনুদান প্রদান ও উন্নয়ন
- জাতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং চারুকলার বিকাশ ও উন্নয়নে সহায়তা প্রদান
- ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য একুশে পদক প্রদান
- অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের/প্রতিষ্ঠানকে অনুদান/আর্থিক সহায়তা প্রদান
- বিভিন্ন দেশের সাথে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ

### আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা

আওতাধীন ৪টি সরকারি অফিস এবং সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত ১৩টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মাধ্যমে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। নতুন করে ০৪টি দপ্তর কার্যক্রম শুরু করেছে।

**অধিদপ্তর**

- প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
- আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
- গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
- কপিরাইট অফিস

**স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা**

- বাংলা একাডেমি
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
- কবি নজরুল ইনস্টিটিউট
- জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা

- বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি, বিরিশিরি
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান
- কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কক্সবাজার
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি
- রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী
- মণিপুরি ললিতকলা একাডেমি, মৌলভীবাজার

**নতুন সংস্থা**

- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, হালুয়াঘাট
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, দিনাজপুর
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, নঁওগা
- বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট

## ৬. মন্ত্রণালয়ের গঠন ও জনবল

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য এ মন্ত্রণালয়ে ‘প্রশাসন’, ‘উন্নয়ন ও পরিকল্পনা', 'সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' এবং 'অতিরিক্ত সচিব' অনুবিভাগ রয়েছে। এ ৪টি অনুবিভাগের অধীনে ৮টি অধিশাখা রয়েছে এবং অধিশাখাসমূহের অধীনে ১৬টি শাখা রয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ে অনুমোদিত ১২৫ জন জনবলের বিপরীতে বর্তমানে ১০৪ জন কর্মরত রয়েছে।

| ক্রমিক নং | পদের নাম | অনুমোদিত পদ | কর্মরত | শূন্য পদ |
|---|---|---|---|---|
| ১. | সচিব | ০১টি | ০১টি | --- |
| ২. | অতিরিক্ত সচিব | ০১টি | ০১টি | ০০টি |
| ৩. | যুগ্মসচিব | ০৩টি | ০৩টি | ০০টি |
| ৪. | উপসচিব{উপপ্রধানসহ (৭+১)} | ০৮টি | ০৭টি | ০১টি |
| ৫. | সচিবের একান্ত সচিব | ০১টি | ০১টি | -- |
| ৬. | সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান | ১৬টি | ১৪টি | ০২টি |
| ৭. | সিস্টেম এনালিস্ট | ০১টি | ০১টি | ০০টি |
| ৮. | সহকারী মেইনটেনান্স ইঞ্জিনিয়ার | ০১টি | ০১টি | --- |
| ৯. | প্রোগ্রামার | ০১টি | ০১টি | --- |
| ১০. | সহকারী প্রোগ্রামার | ০১টি | -- | ০১টি |
| ১১. | হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | ০১টি | -- | ০১টি |
| ১২. | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | ১৪ টি | ১৩টি | ০১টি |
| ১৩. | ব্যক্তিগত কর্মকর্তা | ১৩ টি | ০৯টি | ০০টি |
| ১৪. | সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | ০১টি | ০১টি | -- |
| ১৫. | গবেষণা সহকারী | ০১টি | ০১টি | --- |
| ১৬. | হিসাবরক্ষক | ০১টি | ০১টি | --- |
| ১৭. | সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর | ০৮টি | ০৫টি | ০৩টি |
| ১৮. | কম্পিউটার অপারেটর | ০৩টি | ০২টি | ০১টি |
| ১৯. | ক্যাশিয়ার | ০১টি | ০১টি | ০০টি |
| ২০. | পরিসংখ্যান সহকারী | ০১টি | ০০টি | ০১টি |
| ২১. | ডাটা এন্ট্রি অপারেটর | ০১টি | -- | ০১টি |
| ২২. | অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ১৩টি | ১১টি | ০২টি |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২৩. | ক্যাশ সরকার | ০১টি | ০১টি | ..... |
| ২৪. | ফটোকপি অপারেটর (ডিএমও) | ০১টি | ০১টি | --- |
| ২৫. | বার্তাবাহক (মেসেঞ্জার/সাইকেল মেসেঞ্জার/বয় মেসেঞ্জার) | ০১টি | --- | ০১টি |
| ২৬. | অফিস সহায়ক (দপ্তরি ও এমএলএসএস) | ৩০টি | ২৫টি | ০৫টি |
| | **মোট** | **১২৫টি** | **১০৪টি** | **২১টি** |

## ৭. আইন/বিধি ও নীতিমালা

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সময়ে সময়ে আইনবলে বিভিন্ন সংস্থা সৃষ্টি হয়েছে। আইনে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিধিমালা/প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার নিম্নবর্ণিত ০২টি আইন ও ০৪টি নীতিমালা সংশোধন করা হয়েছে এবং ৬টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট/একাডেমির কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, প্রণয়ন করা হয়েছে। তালিকা নিম্নরূপঃ

১. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আইন, ২০২২
২. জাতীয় আরকাইভস আইন, ২০২১
৩. লোক ও কারুশিল্প পদক নীতিমালা
৪. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আজীবন সম্মাননা নীতিমালা
৫. লোক ও কারুশিল্প মিডিয়াকর্মী ফেলোশীপ নীতিমালা
৬. লোক ও কারুশিল্প উদ্যোক্তা নীতিমালা
৭. 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১
৮. 'মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি, মৌলভীবাজার এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১
৯. 'রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১
১০. 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১
১১. 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১
১২. 'কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কক্সবাজার এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১

**সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় প্রণীত বিধি/নীতিমালা সংশোধন**

প্রতিবেদনাধীন সময়ে নিম্নলিখিত বিধি/নীতিমালা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে :

| ক্রমিক | শিরোনাম | মন্তব্য |
|---|---|---|
| ১ | The Officers and Employees (Department of Archaeology and Museums) Recruitment Rules 1985 | হালনাগাদের কাজ চলমান রয়েছে |
| ২ | বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (কর্মকর্তা/কর্মচারী) প্রবিধানমালা, ১৯৯২ | হালনাগাদের কাজ চলমান রয়েছে |
| ৩ | জাতীয় সংস্কৃতি নীতি, ২০০৬ | হালনাগাদের কাজ চলমান রয়েছে |
| ৪ | বেসরকারি গ্রন্থাগারে অনুদান বরাদ্দ এবং বই নির্বাচন ও সরবরাহ সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২০ | হালনাগাদের কাজ চলমান রয়েছে |

## মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তাদেরকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিবেদনাধীন বছরে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ে যেসকল বিষয়াদির ওপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- নোটলিখন, নথি উপস্থাপন ও সারসংক্ষেপ লিখন
- ই-ফাইলিং ও ওয়েব পোর্টালে তথ্য ব্যবস্থাপনা
- নথি শ্রেণিকরণ, সংরক্ষণ ও বিনষ্টকরণ
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা
- সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি
- তথ্য অধিকার
- উদ্ভাবনী কার্যক্রম
- সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা ২০১৯
- সরকারি চাকরি আইন ২০১৮
- সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮
- করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ
- প্রবিধানমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত চেকলিস্ট
- বিভিন্ন রেজিস্ট্রার ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার
- সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা
- দাপ্তরিক কাজে উদ্ভাবন

## বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

### বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপিতে ১৭টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। উক্ত ১৭টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২১০ কোটি ৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং মোট ২০৬ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। যা বরাদ্দের ৯৮.২২% । প্রকল্পগুলির মধ্যে ১২টি প্রকল্প চলমান রয়েছে এবং ০৫ (পাঁচ)টি প্রকল্প ২০২১-২২ অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে (পৃথক পৃথক টেবিলে দেখানো হলো)।

### ২০২১-২২ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পসমূহ

| ক্রমিক | প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (মোট) বরাদ্দ *(লক্ষ টাকায়)* | জুন ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় |
|---|---|---|---|
| ১. | জাতীয় চিত্রশালা এবং জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্রের সম্প্রসারণ ও অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (১ম সংশোধিত)।<br>মেয়াদ: জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত | ১৭৫০.০০ | ১৭৫০.০০ |
| ২. | চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স স্থাপন (১ম সংশোধিত)। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত | ৬৫০০.০০ | ৬৪৫৮.০১ |
| ৩. | দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্প। মেয়াদ: জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত | ১৯১৫.০০ | ১৮৮৪.৩৬ |
| ৪. | সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহের অনলাইন সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)। মেয়াদ: জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত। | ১০০.০০ | ৯৭.০০ |

| ক্রমিক | প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (মোট) বরাদ্দ *(লক্ষ টাকায়)* | জুন ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় |
|---|---|---|---|
| ৫. | গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্প। মেয়াদ: মে ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৪। | ৭৮১.০০ | ৭৩৮.৭০ |
| ৬. | ১৯৭১ : গণহত্যা- নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘরের ভবন নির্মাণ। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত | ৮০০.০০ | ৭৮৮.৪৪ |
| ৭. | 'ঢাকাস্থ নজরুল ইনস্টিটিউটের নতুন ভবন নির্মাণ এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লায় বিদ্যমান ভবনের রিনোভেশন' শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত। | ৬০৪.০০ | ৫৫৫.৩৬ |
| ৮. | কপিরাইট ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)। মেয়াদ: জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত। | ১৬৪০.০০ | ১৬৩৪.১১ |
| ৯. | বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের জাদুঘর ভবনসহ অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত। | ২৫৩০.০০ | ২৫১২.৪৬ |
| ১০ | 'মোহনগঞ্জ উপজেলায় শৈলজারঞ্জন সংস্কৃতি কেন্দ্র নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। মেয়াদ: সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত। | ১০৫০.০০ | ১০৩৭.০০ |
| ১১. | গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত | ৪০০.০০ | ৩৭৫.০০ |
| ১২. | ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি অফিস কাম মাল্টি ফাংশনাল ভবন নির্মাণ। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২। | ৪০.০০ | ৮.৮৩ |

**গত ২০২১-২২ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ:**

| ক্রমিক | প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (মোট) বরাদ্দ *(লক্ষ টাকায়)* | জুন ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় |
|---|---|---|---|
| ১. | বিভাগীয় ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ মেয়াদ: মে ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০২১। | ২৩.০০ | ২৩.০০ |
| ২. | বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পাঁচটি প্রকল্পের ওপর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।<br>মেয়াদ: মে ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৪। | ৩৭৯.০০ | ৩৭৭.৫০ |
| ৩. | দেশের লাইব্রেরিসমূহে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন। | ১৭৫৬.০০ | ১৭৫১.৮০ |
| ৪. | মণিপুরী ললিতকলা একাডেমীর প্রশিক্ষণ সেন্টার, প্রশাসনিক ভবন ও গেস্ট হাউজ নিমার্ণ। | ৪০৫.০০ | ৩৬৮.২০ |
| ৫. | 'মরমি বাউল সাধক উকিল মুন্সি স্মৃতিকেন্দ্র নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | ৩৩০.০০ | ২৬৮.৪৩ |

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে 'বিভাগীয় ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি ভবন নির্মাণ' এবং 'কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমি ভবন নির্মাণ' শীর্ষক দুইটি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্প দু'টির আওতায় কুষ্টিয়া, খুলনা, জামালপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাবনা, মানিকগঞ্জ, মৌলভীবাজার এবং রংপুর এই ৮টি জেলা শিল্পকলা একাডেমি গত ১৩-০৪-২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে শুভ উদ্বোধন করেন।

**সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি**

**কল্যাণ অনুদান:** প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২১-২০২২) ৮ কোটি ৪৫ লক্ষ ৭৪ হাজার ৮০০ টাকা (২,৭০৩ জন-কে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় জিটুপি পদ্ধতিতে আইবাস প্রক্রিয়ায় প্রথম বারের

মতো ৪ কোটি ৪২ লক্ষ ১৮ হাজার ৮০০ টাকা নগদ/বিকাশ/ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা আর্থিক সহায়তা) প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে করোনার কারণে -১৯৯৩ জন অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীর বিভিন্ন হারে মোট ৮৭ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

**চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান ও থিয়েটারসমূহ:** ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১,৬২৭ টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন হারে মোট ৮ কোটি ৭৯ লক্ষ ৭১ হাজার ২০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে (এর মধ্যে ১৪১৩টি প্রতিষ্ঠান-কে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় জিটুপি পদ্ধতিতে আইবাস প্রক্রিয়ায় ইএফটির মাধ্যমে প্রথম বারের মতো অনুদান প্রদান করা হয়েছে)।

**বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট:** বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট এর তহবিলের অর্জিত মুনাফা হতে ৪৭৬ জন অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীকে বিভিন্ন হারে সর্বমোট ২৩,৮০,০০০/- (তেইশ লক্ষ আশি হাজার) টাকা এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

### গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের বেসরকারি গ্রন্থাগার সমূহের অনুকূলে অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে সর্বমোট ৪,৭০,০০,০০০/- (চার কোটি সত্তর লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে 'বেসরকারি গ্রন্থাগার অনুদান বরাদ্দ এবং বই নির্বাচন ও সরবরাহ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২০' অনুযায়ী ইএফটি এর মাধ্যমে ৮৭৬টি গ্রন্থাগারের অনুকূলে তিন ক্যাটাগরিতে ৪,৬৮,১১,০০০/- (চার কোটি আটষট্টি লক্ষ এগারো হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী/ সচিব মহোদয়ের জন্য সংরক্ষিত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ১০৬টি গ্রন্থাগারের অনুকূলে ৬৬,৮৫,০০০/- (ছেষট্টি লক্ষ পঁচাশি হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

## অডিট আপত্তির তথ্য

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় (সচিবালয়) ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মোট অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৩৯০ টি এবং জড়িত অর্থের পরিমাণ ১৪৭.৫৮৮৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে নিস্পত্তি হয়েছে ০৮টি।

| ক্রমিক নং | মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম | অডিট আপত্তি | | ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা | নিস্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি | | অনিস্পন্ন অডিট আপত্তি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১. | সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ৩০ | ২.৯৩৩৪ | ১৪ | ২ | ০.০০৮৯ | ২৮ | ২.৯২৪৫ |
| ২. | সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা | ৩৬০ | ১৪৪.৬৫৫৪ | ৮১ | ৬ | ০.৬৭৫১ | ৩৫৪ | ১৪৩.৯৮০৩ |
| মোট = | | ৩৯০ | ১৪৭.৫৮৮৮ | ৯৫ | ৮ | ০.৬৮৪০ | ৩৮২ | ১৪৬.৯০৪৮ |

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

## ১১. ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

**একুশে পদক ২০২২ প্রদান :** জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২৪ জন সুধীকে একুশে পদক-২০২২ প্রদান করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে পদকপ্রাপ্ত সুধীবৃন্দকে পদক, সম্মাননাপত্র ও চেক প্রদান করেন।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে পদকপ্রাপ্ত সুধীবৃন্দ

**ঐতিহাসিক ৭ই মাচ ২০২২ উদ্‌যাপন :** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক **১৯৭১** সালের ৭ই মার্চে প্রদত্ত ভাষণের দিনটিকে 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ' হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং দিবসটি উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন/পালন সংক্রান্ত পরিপত্রে 'ক' শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দিবসটি উদ্‌যাপনের উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। ৭ মার্চ ২০২২ তারিখ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ' দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন।

**জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২২ উদ্‌যাপনের জন্য বরাদ্দ প্রদান :** ঢাকাসহ সকল জেলা এবং উপজেলায় 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ' জাতীয় দিবস হিসেবে উদ্‌যাপনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ৬৪ টি জেলায় ১ লক্ষ ৫০ পঞ্চাশ হাজার টাকা করে সর্বমোট ৯৬,০০,০০০/- (ছিয়ানব্বই লক্ষ) টাকা এবং ৪৩২ টি উপজেলায় ৫০ হাজার টাকা করে সর্বমোট ২,১৬,০০,০০০/- (দুই কোটি ষোল লক্ষ) টাকা জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

**বাংলা নববর্ষ ১৪২৯ উদ্‌যাপন :** বাংলা নববর্ষ ১৪২৯ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলায় ৫০,০০০/- টাকা করে মোট ৩২,০০,০০০/-(বত্রিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এছাড়া সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে শুভেচ্ছা কার্ড বিতরণ ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়।

**বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন :** ২৫ বৈশাখ / ৮ মে ২০২২ তারিখে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে কবির স্মৃতি বিজড়িত কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর, নওগাঁর পতিসর এবং খুলনার দক্ষিণডিহি ও পিঠাভোগে জাতীয়ভাবে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এ ছাড়াও দেশের অন্যান্য জেলায় অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

**জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর ১২৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন :** ১১ জ্যৈষ্ঠ / ২৫ মে ২০২২ তারিখে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর ১২৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে কবির স্মৃতি বিজড়িত ময়মনসিংহের ত্রিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, মানিকগঞ্জ এবং চুয়াডাঙ্গায় জাতীয়ভাবে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এ ছাড়াও দেশের অন্যান্য জেলায় অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

**মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'সংস্কৃতি চর্চা' কার্যক্রম পরিচালনা :** মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সংস্কৃতিমনস্ক করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'সংস্কৃতি চর্চা' কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমের আওতায় জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৬৪টি জেলায় 'সংস্কৃতি চর্চা' কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে এবং তা চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৯১৪ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্কৃতি চর্চায় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষকগণ ও তবলা বাদকগণকে সম্মানী প্রদান করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এ কার্যক্রম ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে।

**বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ শেখ কামাল এর ৭২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন :** ০৫ আগস্ট ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ শেখ কামাল এর ৭২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি ডকুফিকশন নির্মাণ করে সকল সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়েছে।

**বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন :** ০৮ আগস্ট ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থায় আলোচনা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ পালন :** স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ পালন উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২২ আগস্ট ২০২১ তারিখ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়েছে।

**অমর একুশে বইমেলা-২০২২ :** ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে 'অমর একুশে বইমেলা-২০২২' অয়োজন করা হয়। তাছাড়া ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ হতে ০২ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ পর্যন্ত দেশব্যাপী ৬২টি জেলায় "বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা বইমেলা" আয়োজন করা হয়। গোপালগঞ্জ জেলায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে এ বইমেলা আয়োজন করা হয়।

**করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে জাদুঘর/প্রত্নস্থল পরিদর্শন :** করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে অধিদপ্তরের সকল জাদুঘর/প্রত্নস্থল দর্শনার্থীদের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। দর্শনার্থীদের স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নির্দেশনা ফলক সকল জাদুঘরে স্থাপন করা হয়। মাস্ক ছাড়া কোন দর্শনার্থীকে জাদুঘর/প্রত্নস্থলে প্রবেশ করতে দেয়া হয় নি। দর্শনার্থীদের হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত জীবানুমুক্ত করার ব্যবস্থা করাসহ প্রবেশের সময় নন-কন্ট্রাক ইনফ্রারেড থার্মোমিটার দিয়ে সকল দর্শনার্থীর শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করে ভেতরে প্রবেশ করানো হয়েছে।

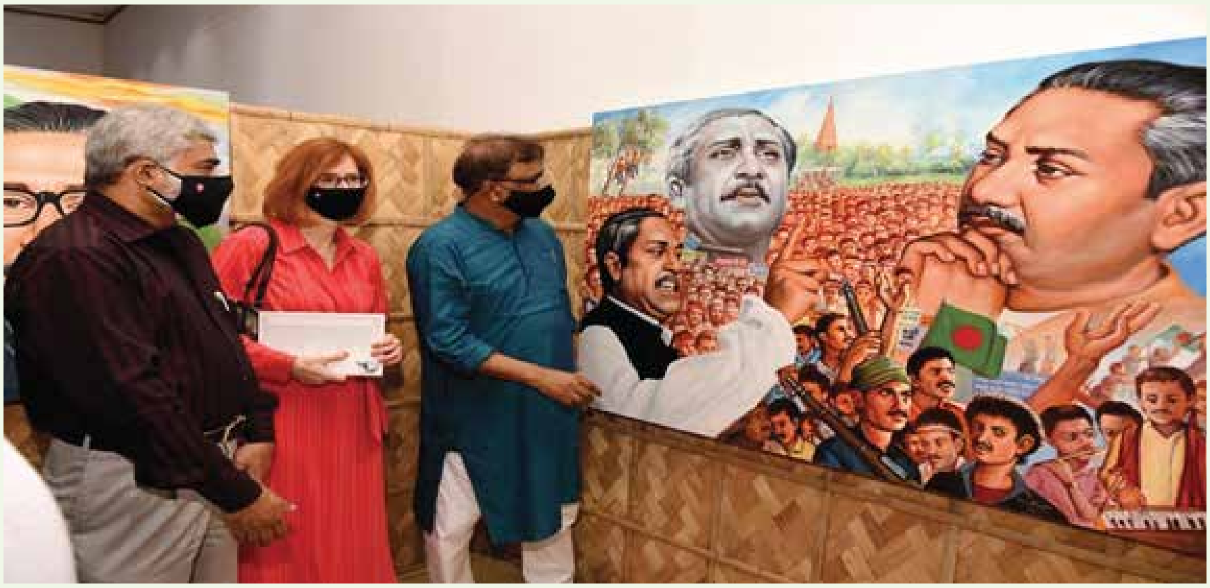

**বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্র ও আইন চিন্তা শীর্ষক সেমিনার আয়োজন :** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ পালন উপলক্ষ্যে ১৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে অনলাইনে "বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্র ও আইন চিন্তা" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিন উদ্‌যাপন :** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'পৃথিবী কন্যা আগাও, এগোচ্ছে বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনা সভা, Temporal Variation and Heterogeneity of Avifauna in the Bangladesh National Museum Premises শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়।

# তৃতীয় অধ্যায়

## সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম

## ১২.১ দ্বি-পাক্ষিক বহুপাক্ষিক সাংস্কৃতিক বিনিময়

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশের অভ্যন্তরে এবং বহির্বিশ্বে দেশীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন, বিকাশ ও বিস্তৃতিকল্পে বহুবিধ কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এ মন্ত্রণালয় বহির্বিশ্বের অন্যান্য দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক তথা সাংস্কৃতিক কর্মীদের এ দেশে আগমনের অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বিনিময় কার্যক্রমের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভিন্ন দেশে মোট ১৯টি সাংস্কৃতিক দল বিদেশে প্রেরণ করা হয়েছে।

## ১২.২ বিভিন্ন দেশের সাথে সাংস্কৃতিক চুক্তি

এ পর্যন্ত বিশ্বের ৪৪টি দেশের সাথে সাংস্কৃতিক চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। স্বাক্ষরিত চুক্তি/সমঝোতা স্মারকের আওতায় সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে। বিগত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৬ মার্চ ২০২২ তারিখ বাংলাদেশ ও গ্রীসের সাথে সাংস্কৃতিক বিনিয়ম কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে।

১৬ মার্চ ২০২২ গ্রীসের সাথে বাংলাদেশের চুক্তি স্বাক্ষর

# চতুর্থ অধ্যায়

## মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম
## ও
## কোভিড ১৯ মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম

## ১৩. ১ মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী মাহেন্দ্রক্ষণকে উপলক্ষ্য করে নতুন প্রজন্মসহ দেশবাসীকে জাতির পিতার আদর্শ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করার মহতী প্রয়াসে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ বিকাল ৪.০০টায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা হতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা শপথ পরিচালনা করেন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ শপথ গ্রহণের জন্য বিকাল ০৩.৩০ টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মাঠে সমবেত হন।
- স্বাধীনতা যুদ্ধে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার অবদান নিয়ে পাক্ষিক ১টি করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে ১৭-২৬ মার্চ ২০২২ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও লোকজ মেলা আয়োজন করা হয়।
- মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় ৬৪ জেলায় ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যা নিয়ে 'গণহত্যার পরিবেশ থিয়েটার' শিরোনামে বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- দেশব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তী মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আর্ন্তজাতিক পূর্ণদৈর্ঘ্য/ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন করা হয়।
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে নিয়ে ডকুমেন্টরি ও টিভিসি নির্মাণ করা হয়।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চিত্রকলা প্রদর্শনী, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিশেষ ডকুমেন্টরি ও টিভিসি নির্মাণ করা হয়।
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে সাংস্কৃতিক দল প্রেরণ করা হয়।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক জাতীয় কুইজ/রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত নিদর্শনসমূহ নিয়ে ডকুমেন্টরি ও টিভিসি নির্মাণ করা হয়।
- বাংলাদেশ, ভারত ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়।
- কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে "বিজয়ের উৎসব ২০২১" গত ১৭-২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৫দিনব্যাপী সমুদ্রের পাড়ে উন্মুক্ত মঞ্চে পর্যটন বিকাশে এবং পর্যটকদের বিনোদনের জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৬টা হতে রাত ১০টা পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সারাদেশ থেকে স্কুলের শিক্ষার্থী কর্তৃক পূরণকৃত তথ্যছক "আমার প্রস্তাব, আমার প্রত্যয়" ৫০০০০০ (পাঁচ লক্ষ) সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ২০-২২ জানুয়ারি ২০২২ জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ৭৫টি মৌলিক নতুন নৃত্য নিয়ে জাতীয় নৃত্য উৎসবের আয়োজন করা হয়।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় ও জাদুঘরসমূহে গাছের চারা রোপন করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান এবং ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে ১৭-২৬ মার্চ ২০২২ তারিখ দশ দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও লোকজ মেলার আয়োজন করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে ২০টি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর/ গ্রন্থাগারে মুজিব কর্ণার ও "মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু" গ্যালারি স্থাপন করা হয়েছে

- মুজিববর্ষ ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে একযোগে দেশের ৬৩টি জেলায় বইমেলা আয়োজন করা হয়েছে।
- মুজিববর্ষ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে শত গ্রন্থাগারে 'পড়ি বঙ্গবন্ধুর বই, সোনার মানুষ হই' শীর্ষক ধারাবাহিক পাঠ কার্যক্রমে দেশব্যাপী ১০০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০০০ শিক্ষার্থীকে নিয়ে তিনটি বিভাগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থ পাঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

## ১৩.২ কোভিড ১৯ মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম

বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম :

- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বিস্তার রোধে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মাস্ক পরিধান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজারসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।
- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন/দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সামাজিক দূরত্ব মেনে কার্যসম্পাদন নিশ্চিত করা হয়েছে।
- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিভিন্ন সময়ে আয়োজিত সভায় স্ব-শরীরে উপস্থিতির পরিবর্তে জুমের মাধ্যমে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- করোনাকালে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের শিল্পীদের মনোবল চাঙ্গা রাখার লক্ষ্যে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের শিল্পীদের পরিবেশনা নিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বিস্তার রোধে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

# পঞ্চম অধ্যায়

## সহায়ক কার্যক্রম

## ১৪. সহায়ক কার্যক্রম

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিবছর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সংস্কৃতি ও প্রত্নতত্ত্ব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুদান দিয়ে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো :

### ১৪.১ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে বিশেষ অনুদান খাত হতে ১.১০ (এক কোটি দশ লক্ষ) কোটি টাকা প্রদান করেছে। এ অর্থব্যয়ের মাধমে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ :

**ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি**

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বাড়িতে নিয়ে পড়ার সুযোগ তৈরি করার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি বাড়ির দোরগোড়ায় বই পৌছে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়। দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রম ও পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি সারা দেশে গড়ে তোলা হয়েছে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র 'দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্প' বাস্তবায়ন করছে। দেশের ৬৪টি জেলায় ৭৬টি গাড়ি লাইব্রেরি সুবিধা প্রদান করছে। মোট ৩,২০০টি স্পটে এই কর্মসূচিতে প্রায় ৪.৫ লক্ষ পাঠক বইপড়ার সুবিধা পাচ্ছে। সারাদেশে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির ৭০০টি সাংস্কৃতিক সংঘ প্রায় ১৪,৫০০ হাজার পাঁচশতটি বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির দৃষ্টিনন্দন গাড়িগুলো সাতটি আলাদা আকারের- এগুলোতে থাকে যথাক্রমে ৪০০০, ৬০০০, ৮০০০, ১১০০০, ১৮০০০ ও ২৬০০০ কপি বই। প্রতিটি লাইব্রেরি প্রতি সপ্তাহে শহর ও গ্রাম-এলাকার গড়ে ৪০-৪২টি এলাকায় গিয়ে আধঘণ্টা থেকে দুঘণ্টা পর্যন্ত সদস্যদের মধ্যে বই দেয়া-নেয়া করে। সপ্তাহের কোন নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে কোন গাড়ি কোন এলাকায় কোথায় যাবে তা আগে থেকেই ঠিক করা থাকে।

ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র এর পাঠকদের হাতে রুচিশীল বই পৌছে দেয়ার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বই মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মননশীল ও বৃত্তিমূলক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন এর অনন্য বৈশিষ্ট্য। দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রমের আওতায় বিপুল সংখ্যক স্কুল, কলেজ ও লাইব্রেরির সাংস্কৃতিক শাখাগুলোতে ব্যাপকভাবে আয়োজিত হয় বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের এ সকল কার্যক্রম সহায়তা বাবদ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

### আলোর ইশকুল

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে 'আলোর ইশকুল' একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় কিংবা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের জ্ঞানপিপাসু সহস্রাধিক জ্ঞানার্থী মানুষ নানামুখী উৎকর্ষধর্মী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। এই কার্যক্রমের ৮ম পর্বে ১৪টি কোর্স পরিচালিত হয়েছে। কোর্সগুলোর মধ্যে সাহিত্য, দর্শন, সমাজ, অর্থনীতি, ইতিহাস, নন্দনতত্ত্ব, ধ্রুপদী সংগীত, নৃত্য, চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র, নানা দেশের অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতি, গাছ-ফুল-নিসর্গ, ফটোগ্রাফি কোর্স ইত্যাদি বিষয়ের উচ্চতর পঠনপাঠন অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোট ২৬১টি ক্লাসের এই কোর্সগুলোতে প্রতিটি ক্ষেত্রের স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ পাঠদান/বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। কোর্সগুলোতে প্রায় ১১০০ সদস্য নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে উপকৃত হয়েছেন।

### বইপড়া কর্মসূচি

স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের বইপড়া কর্মসূচির পুরস্কার হিসেবে দেশের ৬৪টি জেলার ৩৬৩টি উপজেলার ১৬৫৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫০,৮২০ জন পাঠককে ৬২,৫০৮ কপি পুরস্কারের বই বিতরণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা তাদের শ্রেণি ও বয়স উপযোগী নির্বাচিত বই পাঠ করে থাকে। বছর শেষে মূল্যায়ন পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত পাঠকদের পুরস্কৃত করা হয়।

### ১৪.২ বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র

বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক শিল্পকলা বিষয়ক বিশেষায়িত গবেষণা ও রিসোর্স প্রতিষ্ঠান হলো বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র। বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে দেশি-বিদেশি গবেষকদের উপস্থিতিতে Colloquium on Mainamati for recognization as a World Heritage Site শীর্ষক একটি সভা আয়োজন করে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রতিষ্ঠানটিকে ১.২১ (এক কোটি একুশ লক্ষ) কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

### ১৪.৩ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ১৮৬০ সালের সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের অধীনে নিবন্ধিত একটি অরাজনৈতিক, বেসরকারি ও অলাভজনক সংস্থা। ১৯৫২ সালে এশিয়ার মানুষ ও প্রকৃতি বিষয়ে গবেষণার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এ সোসাইটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সোসাইটি পণ্ডিত ও গবেষকদের তাদের গবেষণাগ্রন্থ বা প্রবন্ধ সোসাইটি থেকে প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করে। দেশি ও বিদেশি পাঠকদের প্রয়োজনে সোসাইটির প্রকাশিত বহু খণ্ডের অধিকাংশ গ্রন্থ বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় এবং সিডি ও অনলাইন মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রতিষ্ঠানটিকে ২.৩৫ (দুই কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ) কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## ফটো গ্যালারি

২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ 'একুশে পদক' প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন

২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ 'একুশে পদক' প্রদান অনুষ্ঠান

৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ "অমর একুশে বইমেলা ২০২২" উদ্বোধন

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ "অমর একুশে বইমেলা ২০২২"

২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন  ২০২২ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি যোগদান

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন ২০২২

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ মাস-ব্যাপী লোক ও কারু শিল্প মেলা

১৬ মার্চ ২০২২ গ্রীসের সাথে বাংলাদেশের চুক্তি স্বাক্ষর

৫-৭ এপ্রিল ২০২২ লন্ডন বইমেলা

১০ এপ্রিল ২০২২ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত নিদর্শন প্রদর্শনী

১০ এপ্রিল ২০২২ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত নিদর্শন প্রদর্শনী

১৩ই এপ্রিল ২০২২ নবনির্মিত আটটি জেলা শিল্পকলা একাডেমি ভবনের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে নৃত্য প্রদর্শন

১৩ই এপ্রিল ২০২২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভার্চুয়ালি নবনির্মিত আটটি জেলা শিল্পকলা একাডেমি ভবনের শুভ উদ্বোধন

১৩ই এপ্রিল ২০২২ নবনির্মিত আটটি জেলা শিল্পকলা একাডেমি ভবনের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

পহেলা বৈশাখ ১৪২৯ উপলক্ষ্যে মঙ্গল শোভাযাত্রা

পহেলা বৈশাখ ১৪২৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রমনার বটমূলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

১৯ এপ্রিল ২০২২, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা

২৮ এপ্রিল দেশব্যাপী অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবী এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে জিটুপি পদ্ধতিতে অনুদান প্রদানের শুভ উদ্বোধন

২৫ শে বৈশাখ ১৪২৯/০৮ মে ২০২২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

১৩-১৪ মে, ২০২২ কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিদর্শন

১৩-১৪ মে, ২০২২ কক্সবাজার রামু বৌদ্ধ মন্দির পরিদর্শন

১৮ই মে ২০২২ আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা

২৫ শে মে ২০২২/১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ মাইগভ র‍্যাপিড ডিজিটাইজেশন পদ্ধতিতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাইজড সেবাসমূহের উদ্বোধন অনুষ্ঠান

১২ অক্টোবর ২০২১ রয়্যালটি হস্তান্তর অনুষ্ঠান

২০ অক্টোবর ২০২১, জার্মানি ফ্রাঙ্কফুর্টে ৭৩তম আন্তর্জাতিক বইমেলায় বাংলাদেশ স্টলের উদ্বোধন

২২ ডিসেম্বর ২০২১ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর রচনা অবলম্বনে
বাঁশরী প্রযোজিত ডকুফিল্ম “রাজবন্দীর জবানবন্দী”-র প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠান

২ জানুয়ারী ২০২২ বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা বইমেলা সমাপনী অনুষ্ঠান

২ জানুয়ারী ২০২২ দেশব্যাপী বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা বইমেলা উপলক্ষ্যে প্রেস কনফারেন্স

১৮-২০ জানুয়ারি ২০২২ জেলাপ্রশাসক সম্মেলন

# সপ্তম অধ্যায়

## আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

## ১৬. আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে যথাযথভাবে তুলে ধরার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের চারটি অপরিমেয় (Intangible) ঐতিহ্য এবং দুইটি পরিমেয় (Tangible) ঐতিহ্য ইউনেস্কোর (UNESCO) আওতাধীন বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পেয়েছে।

**১৬.১ অপরিমেয় (intangible) ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে :**

- বাংলাদেশের সিলেটের ঐতিহ্যবাহী শীতলপাটির বুনন শিল্প (Traditional art of Shital Pati weaving of Sylhet), ২০১৭
- মঙ্গল শোভাযাত্রা (Mangal Shobhajatra on Pahela Baishakh), ২০১৬
- জামদানি বুনন (Traditional art of Jamdani weaving), ২০১৩
- বাউল গান (Baul songs), ২০০৮

**১৬.২ পরিমেয় (tangible) ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে :**

- ঐতিহাসিক মসজিদের শহর বাগেরহাট (Historic Mosque City of Bagerhat), ১৯৮৫
- পাহাড়পুর বিহার (Ruins of the Buddhist Vihara at Paharpur), ১৯৮৫

**১৬.৩ বাংলাদেশের আরও পাঁচটি পরিমেয় ঐতিহ্য (tangible heritage) ইউনেস্কোর অপেক্ষমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় রয়েছে :**

- মহাস্থানগড়, বগুড়া (Mahansthangarh and its Environs), ১৯৯৯
- লালমাই-ময়নামতি, কুমিল্লা (The Lalmai-Mainamati Group of Monuments), ১৯৯৯
- লালবাগ কেল্লা, ঢাকা (Lalbagh Fort), ১৯৯৯
- হলুদ বিহার, নওগাঁ (Halud Vihara), ১৯৯৯
- জগদ্দল বিহার, নওগাঁ (Jaggadala Vihara), ১৯৯৯

### ১৬.১ ইউনেস্কোর (UNESCO) আওতাধীন বিশ্ব অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত বাংলাদেশের ঐতিহ্য

### ১৬.১.১ বাংলাদেশের সিলেটের ঐতিহ্যবাহী শীতলপাটির বুনন শিল্প

বাংলাদেশের আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক অনন্য নিদর্শন শীতলপাটি। বাঙালির গৃহসজ্জা ও দৈনন্দিন গৃহকাজে এটি এক ঐতিহ্যবাহী পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক উপাদান। লোকশিল্পের এই উপাদানটি মুর্তা গাছের ‘বেতি’ (বেত) থেকে কারিগরের বিশেষ বুননকৌশলে শিল্পরূপ পায়।

শীতলপাটি

**শীতলপাটি**

বাংলাদেশের শীতলপাটির ঐতিহ্যবাহী অঞ্চল হিসেবে বৃহত্তর সিলেট অগ্রগণ্য। এ অঞ্চলের শীতলপাটি এখন আর শুধু বাংলাদেশের ঐতিহ্য নয়, স্বীকৃতি পেয়েছে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে। শীতলপাটিতে সাধারণত নকশা তুলে আকর্ষণীয় করা হয়ে থাকে। তাই এর অপর নাম নকশি পাটি। নকশি কাঁথার মতো শীতলপাটিতেও গাছ, লতাপাতা, পশুপাখির অবয়ব, জ্যামিতিক নকশা, মসজিদের চূড়া, পালকি, নৌকা, কাঁকই, হাতি ইত্যাদি মোটিফ ফুটিয়ে তোলা হয়। পাটি তৈরিতে সুতা, বেত, নলখাগড়া, হোগলা, বাঁশের বেতি, তালপাতা ও হাতির দাঁতের ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে বর্তমানে সুতা, বেত ও হোগলার পাটিই বহুল ব্যবহৃত। সিলেট, কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলায় মুর্তা গাছের মসৃণ বেতি দিয়ে তৈরি পাটির নাম শীতলপাটি। ফরিদপুর ও পাবনা জেলায় নলখাগড়া দিয়ে তৈরি পাটির নাম তালাইপাটি। বাঁশ ও তালপাতা দিয়ে যে চাটাইপাটি তৈরি হয় তাতে নকশা করা হয় না। নকশি পাটিতে বুটি একটি সাধারণ মোটিফ।

শীতলপাটি তৈরির প্রধান উপকরণ মুর্তা গাছ, আঞ্চলিকভাবে কোথাও কোথাও এই পাটিকে তাই মুর্তার পাটিও বলা হয়ে থাকে। তবে, শীতলপাটির উপাদান মুর্তা গাছকেও অঞ্চলভেদে নানা নামে অভিহিত করা হয়, যেমনঃ-মোস্তাক, পাটিপাতা, পাটিবেত, পাইতারা প্রভৃতি। এ গাছ বাংলাদেশের সিলেট, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেনী ও চট্টগ্রামের জলাশয়ের ধারে জন্মে। তবে বর্তমানে এর দ্বারা তৈরি শীতলপাটি সিলেট ও নোয়াখালী জেলায় অনেকটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। মুর্তা গাছের একটি কাণ্ড থেকে সাত/আটটি নরম বেতি বের করা যায়। এগুলি রোদে শুকিয়ে পাকাপোক্ত ও চকচকে করার জন্য তেঁতুল ও কাউপাতা দিয়ে সেদ্ধ করা হয়। অনেক সময় ভাতের মাড়ও ব্যবহার করা হয়। নকশা তোলার জন্য ব্যবহৃত বেতিতে রং দিয়ে সেগুলি রঙিন করা হয়। জমিনে ব্যবহৃত বেতিতে রঙের প্রয়োজন হয় না। মুর্তা গাছের পাটি যেমন আরামদায়ক ও স্বাস্থ্যসম্মত, তেমনি দৃষ্টিনন্দন। মুর্তা পাটির বুননপদ্ধতি প্রধানত দুই ধরনের। প্রথমে জমিনের 'জো' তুলে তাতে রঙিন বেতি দিয়ে নকল তোলা হয়। পরে জমিন তৈরি হলে তার চতুর্দিকে অন্য রঙের বেতি দিয়ে 'মুড়ি' দেওয়া হয়। প্রতিটি পাটির বুননপদ্ধতি অত্যন্ত শিল্পসম্মত। এ পাটি কয়েক ধরনের হয়ে থাকে: নামাজের পাটি সাধারণত প্রস্থে সাড়ে তিন হাত ও দৈর্ঘ্যে সাড়ে চার হাত হয়ে থাকে। এ পাটি মসজিদ, ফুললতা, লতাপাতা ও বর্ডার নকশায় সমৃদ্ধ। বিছানা চাটাই প্রস্থে পাঁচ হাত ও দৈর্ঘ্যে ছয় হাত হয়ে থাকে। এটি সিলেটি জো, ফুলতোলা নকশা, চারকোনা নকশা ও তেছরি নকশায় অলংকৃত। আসন পাটি দুধরনের হয়ে থাকে; একটি প্রস্থে তিন হাত ও দৈর্ঘ্যে চার হাত এবং অন্যটি প্রস্থে দেড় হাত ও দৈর্ঘ্যে দুই হাত। মেহেদি পাতা, চিরা-জো, তারা-জো, লতাপাতা এবং ফুলতোলা নকশা ছাড়াও শিল্পীরা অনেক সময় নিজের নাম, সন্তানের নাম, মা-বাবা ও ভাইবোনের নাম বুননের মাধ্যমে তুলে থাকেন। পাটিতে নকশার বুননপদ্ধতি অনেকটা জামদানি নকশার অনুরূপ।

বেতের পাটি সর্বাধিক সমাদৃত। এ পাটি তৈরির জন্য প্রথমে সবুজ বেত কেটে সোডার পানি দিয়ে ধুয়ে শুকানো হয়। তারপর পাতলা করে চিরে সেদ্ধ করে পুনরায় শুকানো হয়। শুকানোর পর বেতিগুলিকে প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত করে পাটি বোনা হয়। প্রধান বুননের বেতি এক রঙের হলে পাড়ের বেতি অন্য রঙের হয়ে থাকে। বেশির ভাগ পাটিতেই বৃক্ষ, লতা, পশুপাখি, জ্যামিতিক নকশা ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলা হয়। নকশাগুলি সাধারণত পাটির মধ্যবর্তী অংশে আয়তাকার ক্ষেত্রের মধ্যে করা হয় এবং চতুর্দিকে থাকে নানান ধরনের বর্ডার নকশা। অনেক সময় বৃত্তাকৃতির নকশার মধ্যে পদ্মসদৃশ নকশাও করা হয়। কোনো কোনো পাটিতে চৌপাট থাকে, যেখানে সমান চারটি চতুর্ভুজ ও চারটি সমান খালি জায়গা থাকে। বেতের পাটিই শীতলপাটি নামে পরিচিত এবং এর জনপ্রিয়তাই সর্বাধিক। এ পাটি সাধারণত শয্যা তৈরি, শস্য শুকানো, বিভিন্ন দ্রব্য ঢেকে রাখা, নামাজ পড়া ইত্যাদি কাজের জন্য তৈরি করা হয়। পাটি তৈরির কাজে সাধারণত মহিলারা জড়িত থাকেন। তারা গৃহকর্মের অবসরে বিভিন্ন ধরনের পাটি তৈরি করে সাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছে। বর্তমানে বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ৮০০০ মানুষ এ পাটি তৈরির কাজে নিয়োজিত।

গত ২০১৭ সালে বাংলাদেশের সিলেটের ঐতিহ্যবাহী শীতলপাটির বুনন শিল্পকে ইউনেস্কো The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity-এর অন্তর্ভুক্ত করে।

### ১৬.১.২ মঙ্গল শোভাযাত্রা

UNESCO (ইউনেস্কো) ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর বাংলাদেশের মঙ্গল শোভাযাত্রাকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবা'য় অনুষ্ঠিত ২৮শে নভেম্বর থেকে ২রা ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক পর্ষদ (INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE) কর্তৃক অনুমোদিত হয়। গত শতকের ৮০'র দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের উদ্যোগে পহেলা বৈশাখে এই মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন শুরু হয়। ইউনেস্কোর বিবেচনায় এই মঙ্গল শোভাযাত্রা বাংলাদেশের মানুষের সাহস আর অশুভের বিরুদ্ধে গর্বিত লড়াই আর ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার প্রতীকী রূপ। মঙ্গল শোভাযাত্রাকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ পরিচয় নির্বিশেষে সবার অংশগ্রহণকেও UNESCO (ইউনেস্কো) বিবেচনায় নেয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত মঙ্গল শোভাযাত্রা

### ১৬.১.৩ জামদানি বুনন

প্রাচীনকালে তাঁত বুনন প্রক্রিয়ায় কার্পাস তুলার সুতা দিয়ে মসলিন নামে সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরি হতো এবং মসলিনের ওপর যে জ্যামিতিক নকশাদার বা বুটিদার বস্ত্র বোনা হতো তারই নাম জামদানি। সাধারণত সুতা কাটার ওপর নির্ভর করত জামদানি মসলিনের সূক্ষ্মতা। সুতা কাটার উপযুক্ত সময় ভোরবেলা। কেননা তখন বাতাসের আর্দ্রতা বেশি থাকে। সুতা কাটার জন্য তাঁতিদের প্রয়োজন হতো টাকু, বাঁশের ঝুড়ি, শঙ্খ ও পাথরের বাটি। মাড় হিসেবে সাধারণত খই, ভাত বা বার্লি ব্যবহার করা হতো। জামদানি তৈরির আগে তাঁতিরা সুতায় মাড় ও রং করে নিতেন। রং হিসেবে বনজ ফলফুল-লতাপাতার রং ব্যবহার করা হতো। ভালো জামদানির জন্য ২০০ থেকে ২৫০ নম্বরের (Count) সুতা ব্যবহৃত হতো।

আজকাল তাঁতিরা বাজার থেকে নির্ধারিত কাউন্টের সুতা কিনে জামদানি তৈরি করেন এবং প্রাকৃতিক রঙের পাশাপাশি কৃত্রিম রং ব্যবহার করে থাকেন। জামদানি তৈরির ক্ষেত্রে প্রতি তাঁতে দুজন তাঁতি পাশাপাশি বসে কাজ করেন। দুটি সুচাকৃতি বাঁশের কাঠিতে নকশার সুতা জড়ানো থাকে। প্রয়োজনীয় স্থানে সুচ দুটি দিয়ে পরিমিত টানায়

সুতার মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে রঙিন সুতা চালিয়ে দেওয়া হয়। এরপর পাশের সুতার মাকু একজন তাঁতি এক পাশ থেকে অন্য তাঁতির কাছে দিলে তা সেদিক থেকে বের করে দেওয়া হয়। এভাবে তাঁতে রেখে জামদানি নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। জমিনের সুতার তুলনায় নকশার সুতা মোটা হওয়ায় নকশাসমূহ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। জামদানি তৈরির প্রথম দিকে ধূসর জমিনে জাম নকশা করা হতো। পরবর্তীকালে ধূসর রং ছাড়াও অন্য রঙের জমিনে নকশা তোলা হতো। ষাটের দশকে জমিনে লাল সুতার নকশা করা জামদানি অত্যন্ত সমাদৃত হয়। ইংল্যান্ডের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়ামে সাদা জমিনে সাদা সুতার কাজের সুন্দর জামদানি সংরক্ষিত আছে।

সুতার পর সুতা নিয়ে যত্ন করে বোনা হয় জামদানি

## ১৬.১.৪ বাউল গান

বাউল সম্প্রদায়ের গান বাউল গান। বাংলা লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ অংশ। বাউলরা তাদের দর্শন ও মতামত বাউল গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে থাকেন। সতেরো শতকে জন্ম নিলেও লালন সাঁইয়ের গানের মাধ্যমেই উনিশ শতক থেকে বাউল গান মূলত ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন শুরু করে। লালন শাহই শ্রেষ্ঠ বাউল গান রচয়িতা। ধারণা করা হয় তিনি প্রায় দু'হাজারের মতো গান রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বাউল গান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন যা তাঁর রচনাতে লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত বাউলেরা যে সংগীত পরিবেশন করে তাকে বাউল গান বলে। বাউল গান বাউল সম্প্রদায়ের সাধনসংগীত। বাউল গান এক প্রকার লোকসংগীত। এ গানের উদ্ভব সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য জানা যায় না। অনুমান করা হয় যে, খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতক কিংবা তার আগে থেকেই বাংলায় এ গানের প্রচলন ছিল। বাউল গানের প্রবক্তাদের মধ্যে লালন শাহ, পাঞ্জু শাহ, সিরাজ শাহ এবং দুদ্দু শাহ প্রধান। এঁদের ও অন্যান্য বাউল সাধকের রচিত গান গ্রামাঞ্চলে 'ভাবগান' বা 'ভাবসংগীত' নামে পরিচিত। কেউ কেউ এসব গানকে 'শব্দগান' ও 'ধুয়া' গান নামেও অভিহিত করেন।

বাউল গান সাধারণত দুই প্রকারঃ দৈন্য ও প্রবর্ত। এ থেকে সৃষ্টি হয়েছে 'রাগ দৈন্য' ও 'রাগ প্রবর্ত'। এই 'রাগ' অবশ্য শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগ নয়, ভজন-সাধনের রাগ। বাউল সম্রাট লালনের মাধ্যমেই বাউল গান সর্বসাধারণের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একেবারেই প্রচারবিমুখ লালন সাঁই তাঁর দীর্ঘ সংগীত জীবনে অসংখ্য বাউল গান সৃষ্টি করেন যা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এমনকি বর্তমান তরুণ প্রজন্মের কাছেও লালনের গান আধুনিকতার প্রতীক হিসেবেই সমাদর পেয়ে আসছে। মাটি, মানুষ, প্রকৃতি, জীবনবোধ, ধর্ম, প্রেম এবং দেশের কথাই বেশির ভাগ সময় উঠে

এসেছে লালনের গানে। লালনের গানের সংখ্যার তেমন কোনো প্রামাণিক দলিল নেই। তবে তাঁর সৃষ্ট সব গান সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। লালন সাঁই'র গান উপমহাদেশ ছাড়িয়ে সারা পৃথিবীতেই প্রশংসিত হয়েছে ব্যাপকভাবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরেই লালনের গান আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রবেশ করে। রবীন্দ্রনাথ লালনের গান সংগ্রহ করে ১৯২২ সালে ভারতীয় পত্রিকার হারামণি শাখায় চারভাগে ২০টি গান প্রকাশ করেন। লালন সাঁই'র বাউল গানে উৎসাহী ও অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেকে রবীন্দ্র-বাউল হিসেবে পরিচয় দিতেন স্বয়ং বিশ্বকবি।

বাউল গান

লালনের গানের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উপমহাদেশে অসংখ্য বাউলের আবির্ভাব ঘটে, যারা পরবর্তীকালে বেশ ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বাউল গানকে সর্বোচ্চ অবস্থানে নিয়ে যেতে লালন সাঁই'র ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। তাঁর মৃত্যুর ১২৫ বছর পরও বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি লালন সাঁই'র গানের চেতনায়। এখনও তরুণ প্রজন্ম উদ্বুদ্ধ হয় কিংবদন্তি এ বাউলের গানের মায়ায়। যে মায়ার টানে লালনের গান আজ পর্যন্ত তরুণ প্রজন্মের কণ্ঠে লালিত হয়ে আসছে দারুণভাবে। এমনই অমূল্য গানের ভাণ্ডার বাউল গানের এ সম্রাট রেখে গেছেন, যার মাধ্যমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের হৃদয় আলোকিত হয়ে চলেছে। বাউল গানের আরেক কিংবদন্তি শাহ আবদুল করিমের গান ভাটি অঞ্চলের মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ-প্রেম-ভালোবাসার পাশাপাশি সকল অন্যায়, অবিচার, কুসংস্কার আর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কথা বলে। তিনি তাঁর গানের অনুপ্রেরণা পেয়েছেন প্রখ্যাত বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহ, পাঞ্জু শাহ এবং দুদ্দু শাহ-এর দর্শন থেকে। তিনি আধ্যাত্মিক ও বাউল গানের দীক্ষা লাভ করেছেন কামাল উদ্দিন, সাধক রশিদ উদ্দিন, শাহ ইব্রাহীম মাস্তান বকশ-এর কাছ থেকে। তিনি শরিয়তি, মারফতি, নবুয়ত, বেলায়াসহ সবধরনের বাউল গান এবং গানের অন্যান্য শাখার চর্চাও করেছেন। বাংলার বাউল গান এখন বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। এ স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা UNESCO (ইউনেস্কো)। বিগত ২০০৮ সালে বাংলাদেশের বাউল গানকে UNESCO (ইউনেস্কো) The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity-এর অন্তর্ভুক্ত করে।

### ১৬.২ ইউনেস্কোর আওতাধীন বিশ্ব পরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত বাংলাদেশের ঐতিহ্য

#### ১৬.২.১ পাহাড়পুর বিহার, নওগাঁ

পালবংশের দ্বিতীয় রাজা শ্রী ধর্ম পাল দেব অষ্টম শতকের শেষের দিকে বা নবম শতকে এই বিহার তৈরি করেছিলেন। বিগত ১৮৭৯ সালে স্যার কানিংহাম এই বিশাল কীর্তি আবিষ্কার করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে UNESCO (ইউনেস্কো) এটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের মর্যাদা দেয়। পাহাড়পুরকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বৌদ্ধবিহার বলা যেতে পারে। আয়তনে এর সাথে ভারতের নালন্দা মহাবিহারের তুলনা হতে পারে। এটি ৩০০ বছর ধরে বৌদ্ধদের অতি বিখ্যাত ধর্মচর্চা কেন্দ্র ছিল। শুধু উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকেই নয় চীন, তিব্বত, মিয়ানমার (তদানীন্তন ব্রহ্মদেশ), মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধরা এখানে ধর্মচর্চা ও ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে আসতেন। খ্রিষ্টীয় দশম শতকে বিহারের আচার্য ছিলেন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

পাহাড়পুর বিহার, নওগাঁ

### ১৬.২.২ ষাট গম্বুজ মসজিদ, ঐতিহাসিক মসজিদের শহর বাগেরহাট

দেশের প্রাচীন জনপথগুলোর মধ্যে বাগেরহাট অন্যতম। খানজাহান আমলে নির্মিত ইসলামি স্থাপত্য-রীতির মসজিদগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে ইউনেস্কো ১৯৮৫ সালে বাগেরহাটকে ঐতিহাসিক মসজিদের শহর হিসেবে ঘোষণা করে এবং ৩২১তম বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত করে। এর মধ্যে বাগেরহাটের ১৭টি স্থাপনাকে তালিকাভুক্ত করা হয়, যার ১০টিই মসজিদ। মসজিদগুলো হলো বিশ্ব-ঐতিহ্য ষাট গম্বুজ মসজিদ, বিবি বেগুনি মসজিদ, চুনাখোলা মসজিদ, নয় গম্বুজ মসজিদ, জিন্দাপীরের মসজিদ, দশ গম্বুজ মসজিদ, রণবিজয়পুর মসজিদ, রেজা খোদা মসজিদ, সিংগাইর মসজিদ ও এক গম্বুজ মসজিদ। বাগেরহাট শহরের আশপাশ জুড়ে রয়েছে এ মসজিদগুলো। এছাড়া খানজাহান আলী (রহ.)-এর সমাধি, পীর আলী তাহেরের সমাধি, জিন্দাপীরের সমাধি, সাবেক ডাঙ্গা প্রার্থনাকক্ষ, খানজাহান আলী (রহ.)-এর বসতভিটা, বড়ো আদিনা ডিবি, খানজাহানের তৈরি প্রাচীন রাস্তাকেও বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত করা হয়।

ষাট গম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট

ষাট গম্বুজ মসজিদ বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত। বিগত ১৫ শতকের দিকে খান জাহান আলী এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। প্রত্নস্থানটি ১৯৮৫ সালে UNESCO (ইউনেস্কো) ঘোষিত বিশ্বঐতিহ্য কেন্দ্র হিসেবে ঘোষিত হয়। এ এলাকায় বেশকিছু মসজিদ, স্থাপনা, সমাধি, পুকুর ও ঢিবি পাওয়া গেছে। ষাট গম্বুজ মসজিদ এদের মধ্যে অন্যতম। মসজিদটিতে ৮১টি গম্বুজ রয়েছে। মসজিদ এলাকায় ছোটো আকৃতির একটি জাদুঘর রয়েছে। মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে বাইরের দিকে প্রায় ১৬০ ফুট ও ভিতরের দিকে প্রায় ১৪৩ ফুট লম্বা, পূর্ব-পশ্চিমে বাইরের দিকে প্রায় ১০৪ ফুট ও ভিতরের দিকে প্রায় ৮৮ ফুট চওড়া এবং দেয়ালগুলো প্রায় ৮.৫ ফুট পুরু।

জিন্দাপীর মসজিদ, বাগেরহাট

সাবেক ডাঙ্গা পুরাকীর্তি, বাগেরহাট

জনশ্রুতি আছে যে, হযরত খানজাহান (রহ.) ষাট গম্বুজ মসজিদ নির্মাণের জন্য সমুদয় পাথর সুদূর চট্টগ্রাম, মতান্তরে ভারতের উড়িষ্যার রাজমহল থেকে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাবলে জলপথে ভাসিয়ে এনেছিলেন। ইমারতটির গঠন বৈচিত্র্যে তুঘলক স্থাপত্যের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ বিশাল মসজিদের চতুর্দিকে প্রাচীর ৮ ফুট চওড়া, এর চার কোণে চারটি মিনার আছে। দক্ষিণ দিকের মিনারের শীর্ষে কুঠিরের নাম রোশনাই কুঠির এবং এ মিনারে ওপরে উঠার সিঁড়ি আছে। মসজিদটি ছোটো ইট দিয়ে তৈরি, এর দৈর্ঘ্য ১৬০ ফুট, প্রস্থ ১০৮ ফুট, উচ্চতা ২২ ফুট। মসজিদের সম্মুখ দিকের মধ্যস্থলে একটি বড়ো খিলান এবং তার দুই পাশে পাঁচটি করে ছোটো খিলান আছে। মসজিদের পশ্চিম দিকে প্রধান মেহরাবের পাশে একটি দরজাসহ মোট ২৬টি দরজা আছে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর পুরাকীর্তি হিসেবে সংরক্ষণের জন্য এ ঐতিহাসিক মসজিদ এবং খানজাহান (রহ.)-এর মাজার শরীফের রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

### ১৬.৩ ইউনেস্কোর অপেক্ষমাণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় থাকা ৫টি পরিমেয় ঐতিহ্য

#### ১৬.৩.১ মহাস্থানগড়, বগুড়া

'মহাস্থান' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিখ্যাত স্থান। কেউ কেউ মনে করেন যে, স্থানটির আসল নাম 'মহাস্নান'। প্রাচীন পুন্ড্রনগর আজ মহাস্থানগড়ের ভূ-গর্ভে প্রোথিত। এ স্থান বাংলাদেশের সর্বপ্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ। প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য থেকে জানা যায় যে, খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতক থেকে খ্রিষ্টীয় ১৫শ শতকের মধ্যে এই নগর এক সমৃদ্ধশালী জনপদরূপে গড়ে উঠেছিল। করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরের এই প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান বগুড়া জেলার এক গৌরবোজ্জল কীর্তি।

The Ancient Monument Preservation Act-১৯০৪ অনুযায়ী ১৯১৯ সালে প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গনগরী ও এর শহরতলির ৪০টি প্রাচীন ঢিবিকে ''সংরক্ষিত পুরাকীর্তি'' হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

মহাস্থানগড়, বগুড়া

#### ১৬.৩.২ লালমাই-ময়নামতি, কুমিল্লা

যে কোনো দেশ ও জাতির গৌরবময় পরিচয় চোখের সামনে বাস্তব করে তোলে কালের সাক্ষী হয়ে নীরবে জেগে থাকা প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব ও প্রত্নস্থাপনা। খ্রিষ্টপূর্ব ৫ শতক থেকে ৬ শতক আর ইতিহাস পরিবর্তনে যে সকল প্রত্নস্থান কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি প্রত্নস্থান। আর এই গৌরবময় জনপদটির নীরব সাক্ষী হয়ে রয়েছে লালমাই পাহাড়, শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, কোটিলা মুড়া, ইটাখোলা মুড়া, রূপবান মুড়া, চন্ডী মন্দিরসহ ৫৪টি ঢিবি ও বৌদ্ধ বিহার।

ময়নামতি-লালমাই পাহাড়, কুমিল্লা

১৯৮৯ সালের এপ্রিলে, ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে লালমাই পাহাড়ে কয়েকদফা প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালানো হয়। এই অনুসন্ধানে এখানে ১১টি প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলো হচ্ছেঃ লালমাই-১, লালমাই-২, লিলা মুড়া ও টক্কা মুড়া, মহরম আলীর বাড়ি, টিপরা মুড়া, আঁদার মুড়া, মাইদার মুড়া, মেম্বোরের খিল, মেহের কুরের মুড়া, টক্কা মুড়া-২ ও সরদারের পাহাড়ে প্রত্নক্ষেত্রে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলি কাঠের ফসিল। এগুলো হচ্ছে কাটারি(৩টি), হাত কুঠার (৬টি), মাংস কাটার ভারি ছুরি (৪টি), কাঠ চাঁছার যন্ত্র (১২টি), বাটালি ১টি, ছুরি ২টি, ছুরির ফলা (৪৬টি), চাঁছলি (৯৮টি), সূচ্যগ্র যন্ত্র (৫০টি), ছিদ্র করার যন্ত্র (৯টি), খোদাই করার যন্ত্র (৪টি), ব্যবহৃত পাতলা কাঠের টুকরা (১২৪টি),কাঠের পাতলা টুকরো (৩৩টি), পাতলা ফালি (৪৩টি) এবং ২০০৪ সালের এক অনুসন্ধানে প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির ১৭১টি হাতিয়ার পাওয়া গেছে; যা ঢাকা-ময়নামতি জাদুঘর ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নিজস্ব সংগ্রহে রয়েছে। লালমাই পাহাড়ে এতগুলো হাতিয়ার প্রাপ্তি দেখে ধারণা করা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক সময়ে এই অঞ্চলে হাতিয়ার তৈরির কারখানা ছিল। আর তা যদি সত্যিই হয়ে থাকে তাহলে এই দেশের ইতিহাস লিখতে হবে আরো ৩,৫০০ বছর পূর্ব থেকে।

### ১৬.৩.৩ লালবাগ কেল্লা, ঢাকা

প্রথমে এই কেল্লার নাম ছিল কেল্লা আওরঙ্গবাদ। এই কেল্লার নকশা করেন শাহ আজম। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব-এর ৩য় পুত্র আজম শাহ ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার সুবেদারের বাসস্থান হিসেবে এ দুর্গের নির্মাণকাজ শুরু করেন। মাত্র এক বছর পরেই দুর্গের নির্মাণকাজ শেষ হবার আগেই মারাঠা বিদ্রোহ দমনের জন্য সম্রাট আওরঙ্গজেব তাকে দিল্লি ডেকে পাঠান। এসময় একটি মসজিদ ও দরবার হল নির্মাণের পর দুর্গ নির্মাণের কাজ থেমে যায়। নবাব শায়েস্তা খাঁ ১৬৮০ সালে ঢাকায় এসে পুনরায় দুর্গের নির্মাণকাজ শুরু করেন। তবে শায়েস্তা খানের কন্যা পরী বিবির মৃত্যুর পর এ দুর্গ অপয়া মনে করা হয় এবং শায়েস্তা খান ১৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দে এর নির্মাণ বন্ধ করে দেন। এই পরী বিবির সাথে শাহজাদা আজম শাহের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। পরী বিবিকে দরবার হল এবং মসজিদের ঠিক মাঝখানে সমাহিত করা হয়। শায়েস্তা খাঁ দরবার হলে বসে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। বিগত ১৬৮৮ সালে শায়েস্তা খাঁ অবসর নিয়ে আগ্রা চলে যাবার সময় দুর্গের মালিকানা উত্তরাধিকারীদের দান করে যান। শায়েস্তা খাঁ ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর নানা কারণে লালবাগ দুর্গের গুরুত্ব কমতে থাকে। বিগত ১৮৪৪ সালে ঢাকা কমিটি নামে একটি আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান দুর্গের উন্নয়ন কাজ শুরু করে। এ সময় দুর্গটি লালবাগ দুর্গ নামে পরিচিতি লাভ করে। বিগত ১৯১০ সালে লালবাগ দুর্গের প্রাচীর সংরক্ষিত স্থাপত্য হিসেবে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে আনা হয়। অবশেষে নির্মাণের ৩০০ বছর পর গত শতকের আশির দশকে লালবাগ দুর্গের যথাসম্ভব সংস্কার করে এর আগের রূপ ফিরিয়ে আনা হয় এবং দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এখানকার স্থাপনার অন্তর্গত পরীবিবির সমাধি বেশ উল্লেখযোগ্য। এটি মোগল আমলের একটি চমৎকার নিদর্শন।

লালবাগ কেল্লা, ঢাকা

### ১৮.৩.৪ হলুদ বিহার, নওগাঁ

পাহাড়পুর বৌদ্ধ মঠ হতে পনেরো কিলোমিটার দক্ষিণে, মহাস্থান হতে পঞ্চাশ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে এবং নওগাঁ জেলা শহর হতে আঠারো কিলোমিটার উত্তরে বদলগাছি উপজেলার বিলাসবাড়ি ইউনিয়নে তুলসীগঙ্গা এবং যমুনা নদীর মাঝখানে অবস্থিত হলুদবিহার গ্রামে অনেকগুলি বিক্ষিপ্ত প্রাচীন ঢিবি আছে। এ নিদর্শনগুলি এক বিশাল এলাকা জুড়ে বিদ্যমান। কিন্তু এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে অনধিকার প্রবেশ ঘটেছে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা বেশকিছু নিদর্শন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। স্থানীয়ভাবে দ্বীপগঞ্জ নামে পরিচিত সম্পূর্ণ গ্রামটিতে প্রচুর পুরোনো ইট, ভাঙা মৃন্ময় পাত্রাদির টুকরা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক ধ্বংসাবশেষ অগোছালোভাবে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। এ পুরোনো ঢিবিগুলি এবং গ্রামের নাম থেকে ধারণা করা যায় যে, এখানে প্রাচীন বৌদ্ধ বসতির নিদর্শন রয়েছে।

হলুদ বিহার, নওগাঁ

### ১৬.৩.৫ জগদ্দল বিহার, নওগাঁ

জগদ্দল বিহার, নওগাঁ

জগদ্দল বিহার বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার এক অতি প্রাচীন নিদর্শন। নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট থানার জয়পুর-ধামুইরহাট সড়কের উত্তর দিকে অবস্থিত এই প্রাচীন কীর্তি। বর্তমানে স্থানীয় জনগণ এটিকে বটকৃষ্ণ রায় নামক একজন জমিদারের বাড়ির ধ্বংসাবশেষ বলে মনে করেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে রাজা রামপাল গৌড় রাজ্য পুনরুদ্ধারের পর রামাবতী নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। আইন-ই-আকবর রচয়িতা আবুল ফজল এ স্থানটিকে রামাবতী বলে উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন বাংলার ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে রামাবতীর উল্লেখ আছে। রাজা রামপালের পুত্র মদনপালের তাম্র শাসনেও রামাবতী নগরীর উল্লেখ আছে। দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন যে, এই রামাবতী নগরে রাজা রামপাল জগদ্দল মহাবিহারের প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিক রামপ্রাণগুপ্ত জগদ্দল বিহার দিনাজপুরে অবস্থিত বলে উল্লেখ করেছেন। রামপ্রাণগুপ্তের জগদ্দল বিহার যে নওগাঁ জেলার আলোচ্য বিহার তা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ পূর্বে এ জেলা দিনাজপুর জেলার অংশ ছিল। একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা রামপাল এই মন্দির নির্মাণ করেন বলে নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙ্গালীর ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

# অষ্টম অধ্যায়

## মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যক্রম

## প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

### প্রশাসনিক কার্যক্রম

দেশের গৌরবময় জাতীয় ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সভ্যতার নিদর্শনসমূহের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ, অনুসন্ধান, খনন, সংগ্রহ, প্রত্নবস্তুর নিবন্ধীকরণ, সংস্কার-সংরক্ষণ ও প্রদর্শন এবং তদসংক্রান্ত গবেষণা ও প্রকাশনামূলক কার্যাবলির জন্য ১৮৬১ সালে ব্রিটিশ ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ সৃষ্টির পর হতে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। দেশব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সংরক্ষিত ৫১৭টি প্রাচীন নিদর্শন ও ৩১টি প্রত্নস্থল ও জাদুঘরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে মাত্র ৫০৪ টি পদ রয়েছে। ৩১ টি প্রত্নস্থল ও জাদুঘরে প্রবেশ মূল্য দিয়ে দেশি-বিদেশি দর্শনার্থী ও পর্যটকগণ পরিদর্শন করেন। যা সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে এবং দেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে পরিচিত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, নওগাঁ

ষাটগম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট

### ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রধান অর্জনসমূহ

- ৬টি প্রত্নস্থলে উৎখনন কার্যক্রম সম্পন্ন করে তার প্রাথমিক খনন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ৬টি উপজেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে জরিপ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ৫৬৫টি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন (Antiquities) সংগ্রহ ও চিহ্নিত করা হয়েছে;
- ৫টি প্রদর্শনী ও ১১টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে;
- স্থাপত্যিক সংস্কার-সংরক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন ও পূর্ববর্তী ৪টি ডকুমেন্টেশন এবং ৪টি স্থাবর / অস্থাবর প্রত্নসম্পদের রাসায়নিক সংস্কার-সংরক্ষণ করা হয়েছে;
- ৫৭০টি সংগৃহীত গবেষণামূলক গ্রন্থ এবং ১০টি প্রকাশিত গ্রন্থ/ ফোল্ডার/ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রত্নবার্তা বর্ষ ৬ সংখ্যা-১ ও ২ রয়েছে;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে ২০টি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর/ গ্রন্থাগারে মুজিব কর্নার ও "মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু গ্যালারী স্থাপন করা হয়েছে;
- পর্যটক আকর্ষণীয় ০৩টি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ৩৫টি প্রত্নস্থলে প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার, সংরক্ষণ, মেরামত, নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং রাসায়নিক পরিচর্যার কাজ রাজস্ব বাজেট এর আওতায় সম্পন্ন করা হয়েছে;
- মোট দর্শনার্থী ৩৫,৯৯,৫৫০ জন, বিনাটিকেটে ২০,৫৭,৬৯৩ জন এবং এখাতে রাজস্ব আয় টাকা-৭,২০,৯৭,৯০৭।

## ১. প্রশাসনিক

✪ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের উদ্যোগে প্রতিবেদিত সময়ে পুরাকীর্তির সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ, এপিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ইনোভেশন ও সেবা সহজীকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কর্মচারী শৃঙ্খলা ও দাপ্তরিক শিষ্টাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ, অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, দাপ্তরিক যোগাযোগ ও সচিবালয় নির্দেশমালা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, সরকারি ক্রয় ও সংগ্রহ পদ্ধতি, বাজেট ও অডিট বিষয়, ICT Development, ইনোভেশন, তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ সহ গণকর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত হাজিরা) অধ্যাদেশ ১৯৮২ ও সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮, ই-মেইল অগ্রসর ব্যবস্থাপনা, দাপ্তরিক কাজে উদ্ভাবন, ই-ফাইলিং, এছাড়া ও ওয়েব পোর্টালে তথ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়সমূহের উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে সকল স্তরের কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

✪ গত ২৭ জুন, ২০২২খ্রি. বেলা ১২.৩০ ঘটিকায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার কক্ষে "UNESCO Training and Capacity Building Program"এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ আবুল মনসুর, প্রধান অতিথি এবং মিস বিয়াট্রিস খালদুন, হেড অব অফিস এবং ইউনেস্কো বাংলাদেশের প্রতিনিধি, বিশেষ অতিথি (ভার্চুয়ালি সংযুক্ত) হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব রতন চন্দ্র পণ্ডিত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উক্ত ট্রেনিং প্রোগ্রামের জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক পরামর্শকগণ ও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন), জনাব মাইনুর রহিমসহ অধিদপ্তরের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মকর্তারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ সরকার এবং ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টার যৌথভাবে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর অর্থায়ন করছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, বাংলাদেশ জাতীয় কমিশন, ইউনেস্কো; ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ থেকে ৩০ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে।

UNESCO Training and Capacity Building program এ অনলাইনে বক্তব্য প্রদান করছেন প্রশিক্ষক, জনাব শরিফ সাম্‌স ইমন

"UNESCO Training and Capacity Building Program" উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

### আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে যোগদান

ইউনেস্কোর ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের অংশগ্রহণে গত ২৪-২৬ নভেম্বর ২০২১ তারিখ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে "TWENTY-THIRD SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF STATES PARTIES TO THE CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE" শীষক অধিবেশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণকারী ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট দলের নেতৃত্ব দেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মো: আবুল মনসুর। ইউনেস্কোতে নিয়োজিত বাংলাদেশের প্রতিনিধি ও ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত খন্দকার মোহাম্মদ তালহা, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তররে মহাপরিচালকসহ খুলনার আঞ্চলিক পরিচালক অংশগ্রহণ করেন। অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনসহ বিবিধ কর্মকাণ্ডে যথাযথভাবে যোগদান করেন।

23 GENERAL ASSEMBLY তে যোগদানকালে ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের বিবিধ কর্মকান্ডের খন্ডচিত্র

## করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় গৃহীত কর্মসূচি

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণের বিদ্যমান ৩য় ঢেউ মোকাবেলায় বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সরকারের জারিকৃত নির্দেশনা বাস্তবায়ন সর্বস্তরে নিশ্চিত করা হয়েছে।

সকল জাদুঘরসমূহে দর্শনার্থীদের স্বাস্থ্যবিধি ও শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নির্দেশনা ফলক সকল জাদুঘরসমূহে স্থাপন করা হয়েছে। মাস্কসহ দর্শনার্থীকে জাদুঘর / প্রত্নস্থলে প্রবেশ করতে দেয়া হয়। হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত জীবানুমুক্ত করার ব্যবস্থা করাসহ প্রবেশের সময় নন-কন্ট্রাক ইনফ্রারেড থার্মোমিটার দিয়ে সকল দর্শনার্থীর শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করে ভেতরে প্রবেশ করানো হচ্ছে।

## বিভিন্ন দিবস উদযাপন

- ১৫ আগস্ট, ২০২১ তারিখে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬ তম শাহাদত বার্ষিকীতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছাসহ সকল শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।এ সময় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সকল গ্রেডের কর্মচারি উপস্থিত ছিলেন।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর কনিষ্ঠ পুত্র এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট ভাই শহিদ শেখ রাসেলের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮ অক্টোবর ২০২১ সারাদেশব্যাপী 'শেখ রাসেল দিবস পালন করা হয়।
- ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তরফ থেকে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ জাতীয় বুদ্ধিজীবী স্মৃতি সৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলিতে অংশগ্রহণ করেন।
- ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তরফ থেকে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলিতে অংশগ্রহণ করেন।
- ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তরফ থেকে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।
- ২১ ফেব্রুয়ারি ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস উপলক্ষে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় এবং অধীন জাদুঘর/ সাইট সমূহে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত এবং শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। এছাড়াও চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং সকলের জন্য বিনা টিকিটে জাদুঘর ও প্রত্নস্থলে প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়।
- ১৭ মার্চ ২০২১ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সকল গ্রেডের কর্মচারীগণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশত বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।
- ২৬ মার্চ ২০২২ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সকল গ্রেডের কর্মচারীগণ আন্তজার্তিক মাতৃভাষা ও মহান শহিদ দিবসে সকল ভাষা শহিদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিতে অংশগ্রহণ করেন।

## প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখার কার্যক্রম

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন শাখা সমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এই শাখা বিভিন্ন দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন করেছে। যা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হল।

## প্রত্নবস্তু শনাক্ত করণ

উদ্ধারকৃত আলমতগুলো, প্রত্নসম্পদ কি না এ বিষয়ে প্রত্নতত্ত্ব শনাক্তকরণ কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

প্রত্নবস্তু' শনাক্তকরণ কমিটির সভা

## প্রত্নবস্তু গ্রহণ

আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক উদ্ধারকৃত নিদর্শন বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে এবং বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উন্মোচিত নিদর্শন সংশ্লিষ্ট গবেষকের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিকট থেকে প্রত্নসম্পদ গ্রহণ

## প্রত্ন বস্তুর রাসায়নিক পরিচর্যা

- অধিদপ্তরের প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা হতে প্রাপ্ত ১৩৯টি প্রাচীন ধাতব মুদ্রার রাসায়নিক পরিচর্যা কাজ সম্পন্ন করা হয়।
- বালিয়াটি প্রাসাদ জাদুঘরের ৫০টি প্রত্ন বস্তুর রাসায়নিক পরিচর্যা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- পুঠিয়া রাজবাড়ি জাদুঘরের ০১টি লোহার আলমারি, ০৩টি লোহার সিন্দুক ও ০১টি ব্রোঞ্জের মূর্তির রাসায়নিক পরিচর্যা কাজ অকুস্থলে সম্পন্ন করা হয়।

মুদ্রা, রাসায়নিক পরিচর্যার পূর্বে

মুদ্রা,রাসায়নিক পরিচর্যার পরে

**প্রদর্শনী আয়োজন**

**প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখার প্রত্নসম্পদ স্টোর থেকে নির্বাচিত সংরক্ষিত ৪০টি পোড়ামাটির নিদর্শনের প্রদর্শনী আয়োজন**

- ১৮ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা কর্তৃক প্রদর্শনী কেন্দ্রে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সংরক্ষিত ৪০টি পোড়ামাটির নিদর্শনের দিনব্যাপী প্রদর্শনী অধিদপ্তরের প্রদর্শনী কক্ষে আয়োজন করা হয়। এ প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবুল মনসুর। এ সময় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন।
- বিগত ০৭/০৪/২০২২খ্রি. তারিখ বিকাল ২ ঘটিকায় ঢাকা আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলায় এগার সিন্দুর গ্রামে অবস্থিত শাহ-গরীবুল্লাহর মাজার ঢিবিতে উৎখননে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর প্রদর্শনী-২০২২ আয়োজিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। এছাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যান পাকুন্দিয়া কিশোরগঞ্জসহ ঢাকা বিভাগীয় আঞ্চলিক পরিচালক জনাব রাখী রায়; সহকারী পরিচালক, জনাব মোঃ গোলাম ফেরদৌস ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন।
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অংশ হিসেবে রাজশাহী ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের উদ্যোগে মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর চত্বরে "বৈরাগীর ভিটা প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন থেকে প্রাপ্ত প্রত্ন বস্তু প্রদর্শনীর'র আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রদর্শনী প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক উদ্বোধন করেন। এ সময় রাজশাহী ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয় এবং নিয়ন্ত্রণাধীন জাদুঘরসমূহের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।
- ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ খানজাহান (র.) এর বসত ভিটাঢিবি প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট মহোদয়। এ সময় স্থানীয় চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমকর্মী এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয় খুলনা ও বাগেরহাটের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রত্নবস্তুর প্রদর্শনীটি ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়।
- ২০ মে ২০২২, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ, কুমিল্লা কর্তৃক দিনব্যাপী প্রত্নবস্তু প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। এ সময় ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের আঞ্চলিক পরিচালক রাখী রায়, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের আঞ্চলিক পরিচালক আফরোজা খান মিতা, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের আঞ্চলিক পরিচালক ড. মোছা: নাহিদ সুলতানা এবং চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের আঞ্চলিক পরিচালক এ কে এম সাইফুর রহমানসহ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যালয় থেকে আগত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রত্নসম্পদ স্টোর থেকে নির্বাচিত সংরক্ষিত ৪০টি পোড়ামাটি নিদর্শনের প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ আবুল মনসুর

## প্রকাশনা শাখার কার্যক্রম

### প্রকাশনা ও মুদ্রণ

প্রতিবেদিত সময়ে প্রকাশনা শাখা থেকে ডেস্ক ক্যালেন্ডার, একপাতার ওয়াল ক্যালেন্ডার, বিশ্ব ঐতিহ্য প্রত্নস্থলের ছবি সংবলিত ক্রেস্ট, পহেলা বৈশাখ এর শুভেচ্ছা কার্ড ও খাম, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১, গোপালগঞ্জ জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিবেদন, কক্সবাজার জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিবেদন, কপিলমুণি ঢিবির খননের পোস্টার, প্রত্ন বার্তা বর্ষ-৬, সংখ্যা-১, ২,৩ মুদ্রণ করা হয়েছে। Updating the Tentative List of Bangladesh Project প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে UNESCO অফিসে প্রেরণ ও এ সম্পর্কিত একটি প্রকাশনা মুদ্রণ করা হয়েছে।

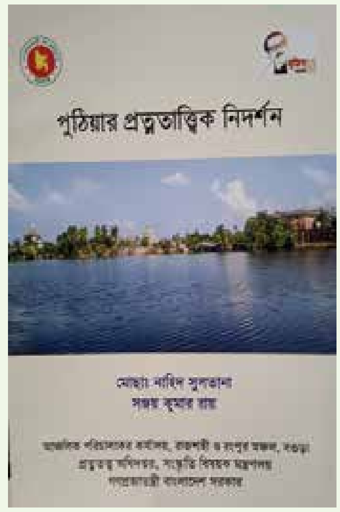


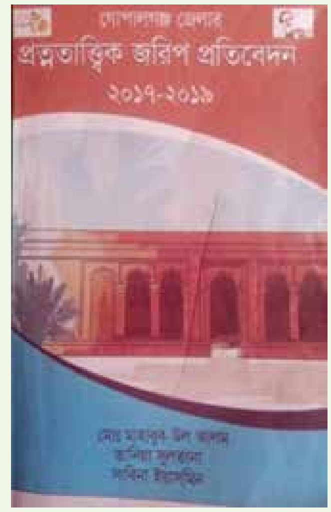


### সেমিনার

অনলাইনে জুম মিটিং এর মাধ্যমে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রত্নস্থাপনার সংরক্ষণ ঘোষণা পদ্ধতি বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এছাড়া অত্র দপ্তর কর্তৃক ২০/০৪/২০২২ তারিখে পুরাকীর্তি সংস্কার ও সংরক্ষণে স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের প্রয়োজনীয়তা, ২৩/০৫/২০২২ তারিখে প্রত্নতত্ত্বে মূর্তি তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা, ২৫/০৫/২০২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ এবং ০৭/০৬/২০২২ তারিখে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

প্রত্নতত্ত্বে মূর্তি তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করেন অধ্যাপক মোকাম্মেল এইচ ভূঁইয়া

শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণকারী

✪ গত ৩০ মে, ২০২২ তারিখে লালবাগ দুর্গস্থ হাম্মাম খানার সংস্কার-সংরক্ষণ সংক্রান্ত খসড়া পরিকল্পনা (Conservation Plan) উপস্থাপন শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব সাবিহা পারভীন (অতিরিক্ত সচিব)

সেমিনারে বিশিষ্ট অংশীজনের আলোকচিত্র

**স্মরণসভা**

অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ০১/০৩/২০২২ খ্রি. বাংলাদেশের প্রথিতযশা প্রত্নতত্ত্ববিদ মরহুম অধ্যাপক ড. এম হারুনুর রশীদের ৯৭তম জন্মবার্ষিকী এবং ১৯/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে ইতিহাসবিদ মরহুম অধ্যাপক আবুল ফয়েজ সালাহ্উদ্দীন আহমদের ৯৮তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে অধিদপ্তরের সকল গ্রেডের কর্মচারীদের সমন্বয়ে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

মরহুম অধ্যাপক ড. এম হারুন-উর-রশিদ এর ৯৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব এ জে এম আব্দুল্যাহেল বাকী, যুগ্মসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ইতিহাসবিদ মরহুম অধ্যাপক আবুল ফয়েজ সালাহ্উদ্দীন আহ্মদের ৯৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন অধ্যাপক এ কে এম শাহনাওয়াজ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

**মেলায় অংশগ্রহণ**

বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত অমর একুশে বইমেলা ২০২২, ৪৫তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বই মেলা ২০২২ ও গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় লোকজ মেলায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর অংশগ্রহণ করে।

অমর একুশে বইমেলায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি

৪৫তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের স্টল পরিদর্শন করছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি

অমর একুশে বইমেলায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের স্টলে মহাপরিচালকসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ

৪৫তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় পরিদর্শন করেছেন সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ আবুল মনসুর

**প্রত্নতাত্ত্বিক খনন**

- ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ধারাবাহিকতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ঢাকা আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও দিক নির্দেশনায় কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়ায় খনন কাজ পরিচালনা করা হয়।
- ২০২১-২০২২অর্থবছরে রাজশাহী ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীনে বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার মহাস্থান গড় দুর্গনগরীর অভ্যন্তরে বৈরাগীর ভিটা প্রত্নস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন কাজ পরিচালনা করা হয়।
- বাগেরহাট জেলায় খান জাহান আলী (র.) এর বসত ভিটা প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে শুরু হয়ে ৫মার্চ ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়েছে। খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার রেজাক পুর গ্রামে অবস্থিত কপিল মুনি ঢিবিতে ১২ মার্চ ২০২২ তারিখ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং ২৩ এপ্রিল ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ সমাপ্ত হয়েছে।
- ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ, কুমিল্লার প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও অনুসন্ধান দল কর্তৃক কুমিল্লার শালবন বিহারের অভ্যন্তরে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করে তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়।
- প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ, কুমিল্লার প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও অনুসন্ধান দল কর্তৃক ৬ এপ্রিল, ২০২২ তারিখ কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলাস্থ পাঁচ থুবীর মন্তের (মহন্তের) মুড়া প্রত্নস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করে তা প্রাক্কলিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়।

ঢাকা আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়ের অধীনে কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার এগার সিন্দুর গ্রামে অবস্থিত শাহ গরীবুল্লাহর মাজার ঢিবিতে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ

রাজশাহী ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীনে বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার মহাস্থানগড় দুর্গনগরীর অভ্যন্তরে বৈরাগীর ভিটা প্রত্নস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ

বাগেরহাট জেলায় খান জাহান (র.) এর বসতভিটায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব রতন চন্দ্র পন্ডিতের কুমিল্লার পাঁচথুবীর মন্তের (মহন্তের) মুড়ায় পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যক্রম পরিদর্শন

**প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান**

- ✪ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক বিগত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি জেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ঢাকা বিভাগীয় আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন ও অষ্ট্র গ্রাম উপজেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ জরিপ ও অনুসন্ধান এর মাধ্যমে কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলায় আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে মৌলভী বাড়ি জামে মসজিদ, অষ্টগ্রাম জমিদার বাড়ি, ডোর জ্যাম্ব মন্দির, রামকৃষ্ণ গোসাঁই আঁখড়া, শ্রী শ্রী রাধা মোহনজীউ মন্দির, শেখের হাট জামে মসজিদ, দিল্লীর আখড়া, কৈরাল আখড়া, নয়াবাদ আখড়া, মালিকের দরগা, গোলুধের আখড়াসহ ৫৬টি পুরাকীর্তি প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়।
- ✪ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে রাজশাহী ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীনে গাঁজেলার মহাদেবপুর ও পোরশা উপজেলায় অনুসন্ধানমূলক জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়।
- ✪ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করে প্রাথমিকভাবে ১৬৩টি প্রত্নস্থল শনাক্ত করা হয়েছে।

- ✪ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনার অনুসন্ধান ও জরিপ টিম খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় জরিপ ও অনুসন্ধান কাজ সম্পন্ন করেছে। অনুসন্ধান ও জরিপে কয়রা উপজেলার ২২টি প্রত্নস্থল পাওয়া গিয়েছে।
- ✪ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় (চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ), কুমিল্লা কতৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও বরুড়া উপজেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান সম্পন্ন করা হয়েছে।

কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলায় আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে মৌলভী বাড়ি জামে মসজিদ

নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার কাচাইল তাজিয়া ইউনিয়ন জরিপকালীন আলোকচিত্র

বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলার আলম খাঁ ঢিবি

কুমিল্লা জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধানের ডকুমেন্টেশন কাজ

## পরিদর্শন

- ✪ রাজশাহী ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলার পুঠিয়া রাজবাড়ি জাদুঘরে টিকেট চালুকরণের শুভ উদ্বোধন করেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক।
- ✪ বাংলাদেশ-ভারত ৫ম সাংস্কৃতিক মিলনমেলা উপলক্ষ্যে ডাক, টেলি যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি পুঠিয়া রাজবাড়ি জাদুঘর পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। উল্লেখ্য, এ সময় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব রতন চন্দ্র পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন।
- ✪ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে বাগেরহাট জাদুঘর এবং ঐতিহাসিক ষাট

গম্বুজ মসজিদ, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা এবং খুলনা বিভাগীয় জাদুঘর, বাগেরহাট ও খুলনা জেলায় চলমান "বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা বইমেলা" এর বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

- ২০ মে ২০২২, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় (চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ), কুমিল্লা কর্তৃক দিনব্যাপী প্রত্নতাত্ত্বিক খনন বিষয়ক সেমিনার আয়োজন করা হয়। আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি ও মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক।

ইদ্রাকপুরদুর্গ মুন্সিগঞ্জ "টিকিট চালুকরণ"শুভ উদ্বোধন করেন সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ আবুল মনসুর

বাংলাদেশ-ভারত ৫ম সাংস্কৃতিক মিলনমেলা উপলক্ষ্যে ভারতের মাননীয় মন্ত্রী এর পুঠিয়া রাজবাড়ি পরিদর্শন

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খুলনা বিভাগীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন

প্রত্নতাত্ত্বিক খনন বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে ফুল দিয়ে বরণ করছেন আঞ্চলিক পরিচালক, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ, কুমিল্লা

## আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

### ভূমিকা

জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্যসংশ্লিষ্ট উপাদান এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংরক্ষণের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে ''আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর'' প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য ০৪ (চার) একর জমি বরাদ্দ করা হয়। ১৯৮৫ সালে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় গ্রন্থাগার ভবন নির্মিত হয়। ২০০১ সালে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় আরকাইভস ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ২০০৬ সালে ভবন নির্মাণ ১ম পর্যায় এবং ২০১২ সালে জাতীয় আরকাইভস ভবন নির্মাণ ২য় পর্যায় সমাপ্ত হয়। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র এবং পণ্ডিত, কবি-সাহিত্যিক ও গবেষকদের মূল্যবান সৃষ্টিকর্ম ইত্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং পাঠক/গবেষক ও নাগরিকদের তথ্য সেবাদানের কাজ করে এ অধিদপ্তর। উল্লিখিত দায়িত্বপালনের মাধ্যমে অধিদপ্তরাধীন জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার মূলত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৩ ও ২৪ অনুচ্ছেদে বিধৃত চেতনাকেই সমুন্নত করে। সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয়ে ইতিহাস-ঐতিহ্য সচেতন ও জ্ঞানভিত্তিক জাতি গঠনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর ।

### রূপকল্প (Vision)

ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতন বুদ্ধিবৃত্তিক এবং জ্ঞানভিত্তিক জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে নতুন প্রজন্মকে সংরক্ষিত তথ্য ও জ্ঞান সরবরাহ করা।

### অভিলক্ষ্য (Mission)

আরকাইভাল ডকুমেন্টস ও মৌলিক প্রকাশনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সেবার মাধ্যমে ইতিহাস সচেতন ও জ্ঞানভিত্তিক নতুন প্রজন্ম গঠন।

### আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

আরকাইভাল ডকুমেন্টস ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রকাশনার সমন্বয়ে জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার সমৃদ্ধকরণ;
আরকাইভাল ডকুমেন্টস এবং সংগৃহীত পুস্তক ও প্রকাশনার প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ;
আরকাইভাল ডকুমেন্টস এবং সংরক্ষিত পুস্তক ও প্রকাশনা ডিজিটাইজেশন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

### সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;

শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;

ই-গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;

অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;

তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

### অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলি

- বাংলাদেশে প্রকাশিত সকল নতুন, সৃজনশীল ও মৌলিক প্রকাশনা এবং বিশ্বমানের সর্বশেষ প্রকাশনা সামগ্রী সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় সংগ্রহশালা গড়ে তোলা;

- ✪ জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী মূল্য সম্পন্ন নথিপত্র ও সরকারি প্রকাশনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণপূর্বক কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগারকে সমৃদ্ধ করা;
- ✪ বাংলাদেশ সংক্রান্ত দলিলপত্রের মূল বা সেকেন্ডারি কপি বিদেশি আরকাইভস ও অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা;
- ✪ অধিদপ্তরে সংগৃহীত তথ্যসামগ্রী ও নথিপত্রের আইনগত রক্ষক (Custodian) এর দায়িত্ব পালন করা;
- ✪ দুস্প্রাপ্য ও মূল্যবান তথ্যসামগ্রী মাইক্রোফিল্ম প্রক্রিয়ায় দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণ করা;
- ✪ যুগোপযোগী তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য ও জ্ঞানসামগ্রী এবং আরকাইভাল ডকুমেন্টস সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা;
- ✪ তথ্য সামগ্রীর অটোমেশন ও ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা;
- ✪ প্রচলিত আইন ও বিধি সাপেক্ষে পাঠক, গবেষক, প্রশাসক ও তথ্যানুসন্ধানকারীকে তথ্য ও রেফারেন্স সেবা প্রদান করা;
- ✪ আরকাইভস ও লাইব্রেরি সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে প্রয়োজনে পরামর্শ প্রদান করা;
- ✪ বাৎসরিক ভিত্তিতে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশ করা;
- ✪ বার্ষিক প্রতিবেদনসহ অন্যান্য প্রকাশনা নিয়মিত প্রকাশ করা;
- ✪ লেখক ও প্রকাশকদের ISBN প্রদান করা;
- ✪ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা;
- ✪ পেশাগত দক্ষতা অর্জন ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ, মতবিনিময় ও অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা;
- ✪ সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সময় সময় প্রদর্শনীর আয়োজন ও অন্যান্য প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং
- ✪ আধুনিক গ্রন্থাগার ও নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান করা ।

### ২০২১-২২ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলি

অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম দুটি উইং, জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। নিম্নে জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগারে ২০২১-২২ অর্থবছরের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের ধারাবাহিক চিত্র উপস্থাপন করা হলো:

### জাতীয় আরকাইভসের কর্মকাণ্ড

#### রেকর্ড সংগ্রহ ও বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ

সরকারের কেন্দ্রীয় নথি সংরক্ষণাগার হিসেবে আরকাইভাল রেকর্ডস সংগ্রহের মাধ্যমে জাতীয় আরকাইভস মূলত দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকেই সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২১-২২ অনুযায়ী ঐতিহাসিক নথিপত্র/দলিলাদি সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯৫০টি। জাতীয় আরকাইভস আইন পাশ হওয়ায় আইনের ধারাবলে নথিপত্র স্থানান্তরের বিষয়ে প্রচার প্রচারণা অধিক হওয়ায় এবং সরাসরি যোগাযোগের কারণে ১,৪০৮ টি নথিপত্র সংগৃহীত হয়েছে।

#### রেকর্ডরুম পরিদর্শন এবং নথি ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা

নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে আরকাইভস প্রতিনিধি দল দেশের বিভিন্ন জেলা কালেক্টরেট রেকর্ডরুমের নথিপত্র যাচাই-বাছাই, মূল্যায়ন করে থাকেন। কিন্তু করোনা মহামারীর কারণে ২৫ বছরের অধিক পুরাতন ''ক'' শ্রেণির নথি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথি জাতীয় আরকাইভসে স্থানান্তরের জন্য জেলা প্রশাসনের নথি, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট জেলায় অবস্থিত বিভিন্ন সরকারি অফিসের সাথে ''নথি ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ'' বিষয়ে অনলাইনে সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা।

### গবেষণা ও তথ্যসেবা

মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে গবেষণা ও উদ্ভাবনের বিকল্প নেই। ইতিহাস অনুসন্ধান ও সত্য উৎঘাটনে জাতীয় আরকাইভস হলো গবেষণার প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত ও উপকরণের কেন্দ্রস্থল। জাতীয় আরকাইভস থেকে দেশি-বিদেশি গবেষক, প্রশাসক, ইতিহাসবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, শিক্ষক, উচ্চতর শিক্ষার গবেষক, শিক্ষার্থী, নানা শ্রেণি-পেশার সাধারণ মানুষকে গবেষণা সেবা ও রেফারেন্স সেবা প্রদান করা হয়।

### ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রদত্ত সেবার পরিমাণ

| ক্রমিক নং | সেবার নাম | সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১. | গবেষণা ও তথ্যসেবা | ১,২৪১ জন | |

### জাতীয় আরকাইভস পরিদর্শন

জ্ঞান আহরণ ও তথ্যের প্রয়োজনে শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দেশি-বিদেশি প্রতিনিধিবর্গ আরকাইভস পরিদর্শন করেন। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৪৯ জন দর্শনার্থী জাতীয় আরকাইভস পরিদর্শন করেন।

### ডিজিটাইজেশন

তথ্যের স্থায়ী সংরক্ষণ ও অনলাইন তথ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ আরকাইভাল ডকুমেন্টস স্ক্যানিং করে সার্ভারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জাতীয় আরকাইভসের ডিজিটাইজেশনের জন্য ১,২৬,৩৯৫টি নথিপত্রের ইমেজ স্ক্যান করা হয়েছে ।

### আরকাইভাল রেকর্ডস প্রক্রিয়াকরণ

সংগৃহীত নথিপত্র বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সংরক্ষণাগারে সংগৃহীত বিভিন্ন জেলা কালেক্টরেট রেকর্ডরুমসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত নথিপত্রসমূহের মধ্যে ৪০,২৫৭ ভলিউম/বান্ডিল/নথি সামগ্রিক প্রক্রিয়াকরণপূর্বক (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, শ্রেণিকরণ, বর্ণনাকরণ, তালিকাকরণ, ক্যাটালগিং ইত্যাদি) সংরক্ষণাগারে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ক্যাটালগকৃত তালিকা রেজিস্ট্রারে এন্ট্রি করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াকরণকৃত নথিপত্র হতে গবেষকদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

### আরকাইভাল রেকর্ডস বাঁধাই ও মেরামত

আবহাওয়া ও জলবায়ু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কাগজের অম্লতা এবং আর্দ্রতা ও তাপমাত্রাজনিত কারণে নথিপত্র দুর্বল হয়ে যায়। এজন্য নিয়মিত আরকাইভাল সামগ্রী বাঁধাই, মেরামত ও পরিশোধন করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়েছে–

| ক্রমিক নং | বাঁধাই ও মেরামত | সংখ্যা/ভলিউম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১. | সংবাদপত্র, গেজেট ও অন্যান্য ডকুমেন্টস বাঁধাই | ১,২৪১ টি | ৫৩১ভলিউম |

### পরামর্শ সেবা

জাতীয় আরকাইভসের কার্যাবলির মধ্যে অন্যতম একটি কাজ হলো বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে আরকাইভস প্রতিষ্ঠা ও নথিপত্র সংরক্ষণ বিষয়ে পরামর্শ সেবা প্রদান করা। এ কার্যক্রমের আওতায় গত অর্থবছরে নিম্নলিখিত ০৫ টি প্রতিষ্ঠান/কার্যালয়কে পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়–

- বাংলাদেশ পুলিশ স্পেশাল ব্রাঞ্চ
- বাংলাদেশ পুলিশ সি আই ডি
- UNESCO জাতীয় কমিশন
- গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
- মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়

**আরকাইভস ও নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ**

২০২১-২০২২ অর্থবছরে অধিদপ্তরাধীন বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থা, প্রতিষ্ঠানের কর্মরত প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা এবং নথি ব্যাবস্থাপনার সঙ্গে জনবলকে ''অ্যাডভান্সড আরকাইভাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট'' শীর্ষক ১০দিন ব্যাপী মোট দু'টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

| ক্র.নং | প্রশিক্ষণের শিরোনাম | প্রশিক্ষণের মেয়াদ | অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১. | 'অ্যাডভান্সড আরকাইভাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট' | ১০তম ব্যাচ<br>১৯-৩০ ডিসেম্বর, ২০২১ | ৩০ জন | |
| ২। | 'অ্যাডভান্সড আরকাইভাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট' | ১১তম ব্যাচ<br>২৯ মে হতে ০৮ জুন, ২০২২ | ২১ জন | |
| | | সর্বমোট | ৫১ জন | |

**জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মকাণ্ড:**

**বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি (BNB) প্রকাশ**

বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রত্যেক বছর বিভিন্ন ধরনের বই-পুস্তক/গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয় এবং সংগৃহীত পুস্তকাদির সমন্বয়ে সংগ্রহের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন, প্রকাশ, বিতরণ এবং এগুলোর স্থায়ী সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হয়। এটি জাতীয় গ্রন্থাগারের মৌলিক দায়িত্ব।

ইতিমধ্যে ২০১৯ সালে বাংলাদেশে প্রকাশিত ও জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক সংগৃহীত পুস্তকাদির গ্রন্থপঞ্জিগত তথ্যাদির সমন্বয়ে বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি-২০১৯ প্রকাশ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি-২০২০ এর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শেষে বিজি প্রেসে মুদ্রণের অপেক্ষায় রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি-২০২১ প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**বই সংযোজন (Accession)**

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) তে বই সংযোজনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬০০০টি। ২০২১-২২ অর্থবছরে বই সংযোজন করা হয়েছে ৪৫,১৫৯টি অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩৯,১৫৯টি বেশি বা ৭.৫৩ গুণ বেশি। ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ব্যাকলক কার্যক্রম শেষ করার কারণে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি সংযোজন সম্ভব হয়েছে।

**বইয়ের শ্রেণিকরণ নম্বর প্রদান**

২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) তে বইয়ে শ্রেণিকরণ নম্বর প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৫০০টি। কিন্তু অর্জিত হয়েছে ১৬,১৬৫টি, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৮,৬৬৫টি বা ৪৬.৩৯%বেশি। ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ব্যাকলগ কার্যক্রম শেষ করার কারণে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি শ্রেণিকরণ নম্বর প্রদান সম্ভব হয়েছে।

**নতুন প্রকাশনা সংগ্রহ**

বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার নিজস্ব উদ্যোগে, অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ কপিরাইট আইন, ২০০০

(সংশোধিত-২০০৫) এর আওতায় দেশে প্রকাশিত মৌলিক ও সৃজনশীল পুস্তক সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে। কপিরাইট আইন অনুযায়ী দেশে প্রকাশিত পুস্তকের ০১(এক) কপি জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা প্রদান বাধ্যতামূলক। এর আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৬,১১৮ টি নতুন প্রকাশনা সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়েছে। এ অর্থবছরে APA-তে নতুন ও মৌলিক প্রকাশনা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫,৫০০টি। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৬১৮টি বা ১১.২৪% বেশি সংগ্রহ করা হয়েছে।

**নতুন বই ক্রয়**

২০২১-২২ অর্থবছরে অধিদপ্তরের নিজস্ব অর্থে গবেষণাধর্মী দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ক্যাটাগরির মোট ২৮টি ইংরেজি ও ১৯৪টি বাংলা নতুন বই/গ্রন্থ মোট ৮৩,৩৮৬/- (তিরাশি হাজার তিনশত ছিয়াশি) টাকায় ক্রয় করা হয়েছে,যা জাতীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে।

**বই ও পত্র-পত্রিকার বিবলিওগ্রাফিক ডাটা এন্ট্রি**

বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার সংগৃহীত ও সংরক্ষিত গ্রন্থ/পুস্তকের তথ্যাবলী KOHA Integrated Library Management সফটওয়্যারে সংরক্ষণ করে। এ অর্থবছরে এ প্রতিবেদন প্রণয়নকাল পর্যন্ত ১৫,৬৬৪টির তথ্য-উপাত্ত/ ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে, যদি ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২১-২২ অনুযায়ী তথ্যসামগ্রী ডাটা এন্ট্রির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৫০০টি। এ হিসেবে তথ্য-ধারণ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১০৮.৮৫% বা ৮,১৬৪টি বেশি ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে। মূলত একটি ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে সকল ব্যাকলক দূর করার কার্যক্রম বাস্তায়নের কারণে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অধিক ডাটা এন্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে।

**ডিজিটাইজেশন**

তথ্যসামগ্রীর দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণ এবং অনলাইন তথ্য ও গবেষণা সেবাদানের লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জাতীয় গ্রন্থাগারের মোট ১,৪২,০৯৯টি তথ্য সামগ্রীর ইমেজ স্ক্যানিং সম্পন্ন করা হয়েছে ।

**ISBN প্রদান**

বাংলাদেশের লেখক ও প্রকাশকদেরকে প্রকাশিতব্য বইয়ের জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৬০০০টি ISBN প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। কিন্তু ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অনুযায়ী ৯,৬২২ টি ISBN বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩,৬২২টি বা ৬০.৩৭% বেশি।

**পরিদর্শন**

নিয়মিত ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে গবেষক শিক্ষার্থীগণ জাতীয়গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে থাকেন। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এরূপ ১৭৫জন ব্যক্তি জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন।

**ভ্রমণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি**

জেলা পর্যায়ে ভ্রমণের মাধ্যমে কপিরাইট আইনে জাতীয় গ্রন্থাগারে নতুন প্রকাশনা জমাদান, ISBN নম্বর গ্রহণ, পাঠক ও গবেষক সেবা প্রদান এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কে স্টেকহোল্ডার তথা লেখক, গবেষক ও প্রকাশকদের সাথে সভা ও সচেতনেতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। কিন্তু ২০২১-২০২২ অর্থবছরে করোনা মহামারীর কারনে তা সম্ভব হয়নি।

**আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য ও চাঁদা প্রদান**

জাতীয় গ্রন্থাগার I nternational ISBN Authority, IFLA, CDNLAO, ACCU ইত্যাদি সংস্থার সদস্য হিসেবেতাদের সঙ্গে পেশাগত কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। নিয়মিত ভিত্তিতে ISBN ও IFLA এর বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় আরকাইভস দু'টি আন্তর্জাতিক সংস্থা যথাক্রমে International Council on Archives (ICA) এবং South West Asia Regional Branch of International Council on Archives (SWARBICA) এর সদস্য হিসেবে পেশাগত দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছে এবং ICA ও SWARBICA এর বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করা হয়েছে।

**পেশাগত প্রশক্ষণ প্রদান**

দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে হাতে কলমে ১০দিন করে দুই দফায় ২০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়-

| ক্র.নং | প্রশিক্ষণের শিরোনাম | প্রশিক্ষণের মেয়াদ | অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১. | 'ডিজিটাল/আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বেসিক কোর্স' | ১০তম ব্যাচ<br>১৯-৩০ ডিসেম্বর, ২০২১ | ২৪ জন | |
| ২। | 'ডিজিটাল/আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বেসিক কোর্স' | ১১তম ব্যাচ<br>২৯ মে হতে ০৮ জুন, ২০২২ | ২৫ জন | |
| | | সর্বমোট | ৪৯ জন | |

**বাঁধাই ও মেরামত**

জাতীয় গ্রন্থাগারে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত বিভিন্ন পুরাতন বই, পত্রপত্রিকা, গেজেট ও অন্যান্য সামগ্রী অনেক সময় ভঙ্গুর, দুর্বল ও পুনঃ সংরক্ষণের অযোগ্য হয়ে পড়ে। ফলে সেগুলো পুনঃসংরক্ষণ বা বাঁধাই করতে হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এরূপ বাঁধাই সম্পন্ন করা হয়েছে, যা নিম্নরুপ-

| ক্র.নং | বাঁধাই ও মেরামত | সংখ্যা/ভলিউম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১. | বই, গেজেট ও সংবাদপত্র বাঁধাই | ৫০৫ ভলিউম | |

**গবেষণা/রেফারেন্স ও পাঠক সেবা প্রদান**

২০২১-২০২২ অর্থবছরে জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক গবেষণা, রেফারেন্সও পাঠক সেবার পরিসংখ্যানগত তথ্য নিম্নরূপ:

| ক্র.নং | গবেষণা, রেফারেন্স ও পাঠক সেবা | সংখ্যা/পরিমাণ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১. | পাঠক ও গবেষক সেবা | মোট ১৪,২৭৪ জন | |

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২১-২২ অনুযায়ী গবেষণা, রেফারেন্স ও পাঠক সেবার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০,৭৫০ জন। অর্জিত হয়েছে ১৫,৫১৫ জন, যা লক্ষ্যমাত্রার ১৪৪.৩৩%। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৪৪.৩৩% বা ৪,৭৬৫ জন বেশি গবেষক/পাঠক আগমন করেছেন।

**ইন্টারনেট ও তথ্যসেবা প্রদান**

অধিদপ্তরের দুই ভবনের পাঠক ও গবেষকগণ বিনামূল্যে Wi-Fi নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য অনুসন্ধান, ই-মেইল, ওয়েব সাইট সার্চিং ও ব্রাউজিং প্রভৃতি সুবিধা গ্রহণ করে থাকেন ।

**অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকাণ্ড**

**অধিদপ্তর কর্তৃক রাজস্ব আয়**

জাতীয় আরকাইভসের সদস্য ফি, ফটোকপি ফি, স্ক্যানিং ফি ও ক্যামেরার সাহায্যে ছবি উঠানোর ফি বাবদ এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের সদস্য ফি, ফটোকপি সেবাদান ফি, স্ক্যানিং ফি, ক্যামেরার সাহায্যে ছবি উঠানোর ফি এবং অডিটোরিয়াম ভাড়া প্রভৃতি বাবদ মোট=৮,৬৬,৫১৭/-(আট লক্ষ ছেষট্টি হাজার পাঁচশত সতের) টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে, যা ব্যাংক চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

### অধিদপ্তরের আইন ও নিয়োগবিধি প্রণয়ন

‘বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস আইন, ২০২১’ পাশ হয়েছে। এছাড়া জাতীয় গ্রন্থাগারআইন, ২০২২ প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নবসৃষ্ট (৪১টি+৫টি)=৪৬টি পদসহ অধিদপ্তরের জন্য অনুমোদিত মোট ১৪৪টি পদের সমন্বয়ে নিয়োগবিধি প্রণয়নপূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও কেবিনেট কমিটির অনুমোদনের পর পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

### সাংগঠনিক কাঠামো (টিওএন্ডই)

১৯৮৩ সালে এনাম কমিটির পর অধিদপ্তরের কোনো টিওএণ্ডই আপগ্রেড হয়নি। ১৯৮৩ সালে ৪৮টি পদের টিওএণ্ডই অনুমোদন হয়েছে। পরবর্তীতে অনেক পদ সৃষ্টি হয়েছে এবং সময়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, গাড়ি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ সকল যন্ত্রপাতি, গাড়ি ও সরঞ্জামাদিসহ ১৪৪টি পদের সমন্বয়ে অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো (টিওএণ্ডই) আপগ্রেডপূর্বক অনুমোদনের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

### অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান

ই-ফাইলিং, নথি লিখন ও উপস্থাপন প্রক্রিয়া, এসিআর অনুশাসনমালা, ছুটিবিধি, নিয়মিত উপস্থিতি বিধি,শৃঙ্খলা ও আপিল বিধি, ওয়েবসাইট সংশোধন ও হালনাগাদকরণ ও বাধাঁই কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ে মোট ২৩ জনঘণ্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সরকারি কর্মচারীদের ভূমিকা সংক্রান্ত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ

ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের দিনব্যাপী কর্মশালা

### সেমিনার/ওয়ার্কশপ

অধিদপ্তরে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত সেমিনার/ওয়ার্কশপ-এর সংখ্যা নিম্নরুপ-

| ক্র.নং | সেমিনার/ওয়ার্কশপ এর সংখ্যা | | অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১. | সেমিনার : ০৪ টি<br>ওয়ার্কশপ : ০৩ টি | মোট : ০৭ টি | ৬০০ জন | |

### জাতীয় দিবস পালন/উদযাপন

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, মহান বিজয় দিবস, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জাতীয় শোক দিবস, জাতীয় শিশু দিবসসহ প্রতিটি জাতীয় দিবস সরকারের নির্দেশনানুযায়ী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন/উদ্‌যাপন করা হয়।

**আন্তর্জাতিক আরকাইভস সপ্তাহ উদযাপন**

আন্তর্জাতিক আরকাইভস দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর গত ০৯ জুন, ২০২২ তারিখ "Archives are you" শীর্ষক প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর এক সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ আবুল মনসুর। সভায় সভাপতিত্ব করেন আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রফেসর ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ। এছাড়া ৬-১২ই জুন আন্তর্জাতিক আরকাইভস সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় আরকাইভস ভবনের নীচতলায় দুষ্প্রাপ্য আরকাইভাল ডকুমেন্টস এর সমন্বয়ে সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ৯ই জুন আরকাইভস দিবসের প্রাক্কালে ফেস্টুন ও বেলুন উড়িয়ে দিবসের উদ্বোধন করা হয়।

**২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা**

- অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটটিকে তথ্যসমৃদ্ধ সেবাবান্ধব ওয়েবসাইটে রূপান্তর করা;
- ব্যাকলগের উত্তরণ ঘটিয়ে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি নিয়মিত প্রকাশ করা;
- জাতীয় গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করা;
- অধিদপ্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক টেকনিক্যাল পদ সৃজন;
- নতুন পদের সমন্বয়ে নিয়োগবিধি প্রণয়নপূর্বক শূন্যপদ পূরণ;
- অনুমোদিত ১৪৪টি পদ এবং যন্ত্রপাতি ও গাড়ির সমন্বয়ে সাংগঠনিক কাঠমো (টিওএন্ডই) অনুমোদন;
- আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরকে KPI জোনের অন্তর্ভুক্তকরণ;
- জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার এর তথ্যসামগ্রীর অনলাইনভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ প্রণয়ন করা;
- একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকল্পের মাধ্যমে অধিদপ্তরের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডকে অটোমেশন ও ডিজিটাইজেশন করা।
- জাতীয় আরকাইভসের সংগৃহীত সকল নথিপত্রের ক্যাটালগ সম্পন্নকরণপূর্বক ব্যাকলগ দূরীকরণ।

## গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি বিভাগের অধীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় 'বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি'র যাত্রা শুরু হয়। ১৯৭৮ সালে এটি শাহবাগস্থ বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে এটিকে অধিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশের সকল সরকারি গণগ্রন্থাগার পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ওপর অর্পিত। এ অধিদপ্তর দেশব্যাপী ৭১ টি সরকারি গণগ্রন্থাগারের মাধ্যমে সর্বস্তরের পাঠকদের পাঠকসেবা প্রদান, অর্জিত শিক্ষার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, জীবনব্যাপী স্ব-শিক্ষার সুবিধা প্রদান, সামাজিক চেতনা ও মূল্যবোধের বিকাশ, অপসংস্কৃতির বিপরীতে সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ সৃষ্টি এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন তথা দেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে গুরত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে।

**গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অধীন সরকারি গণগ্রন্থাগারের সংখ্যা**

সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার : ০১টি (ঢাকা)
বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার : ০৭টি (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, রংপুর ও সিলেট)
জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার : ৫৬টি (বিভাগীয় জেলা সদর বাদে বাকি জেলা সদরে)
উপজেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার : ০২টি (জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও বকশিগঞ্জ উপজেলা)
শাখা গণগ্রন্থাগার : ০৪টি (ঢাকায় ২টি, ময়মনসিংহ ১টি ও রাজশাহীতে ১টি)
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি-সৌধ বিশেষ সরকারি গণগ্রন্থাগার : ০১টি (টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ )

**রূপকল্প (Vision)**

জ্ঞানমনস্ক আলোকিত সমাজ

**অভিলক্ষ্য (Mission)**

দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে বিজ্ঞান ও আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক সুবিধাদি-সম্বলিত সময়-সাশ্রয়ী পাঠকসেবা ও তথ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় বিকশিত ও সমৃদ্ধকরণ।

**কার্যাবলি**

১। বিদ্যমান গণগ্রন্থাগার সমূহের জন্য পাঠক-চাহিদা মোতাবেক পাঠসামগ্রী সংগ্রহ, বিন্যাস, সংরক্ষণ ও বিতরণ;
২। জাতীয় দিবস সমূহে আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন;
৩। রচনা, বইপাঠ, ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন;
৪। বরেণ্য কবি, সাহিত্যিকদের জীবন ও কর্মের উপর আলোচনা সভা;
৫। পাঠকসেবা ও তথ্যসেবা;
৬। গবেষণা ও রেফারেন্স সেবা;
৭। ইন্টারনেট সেবা;
৮। মিলনায়তন ও সেমিনার হল ভাড়া;
৯। কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

**২০২১-২০২২ অর্থবছরে আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহ:**

**i) জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন:** ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ থেকে দেশব্যাপী জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন শুরু হয়েছে। এরপর থেকে প্রতিবছরই গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরসহ তার অধীন সারাদেশের বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় গ্রন্থাগারসমূহে বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনার সাথে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন করা হয়ে থাকে। এ বছর ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২-এ বিদ্যমান করোনা পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্বাস্থ্যবিধি বজায় রেখে ঢাকাসহ সারাদেশে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদ্যাপন করা হয়। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর চত্বরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ,এমপি দিবসটির শুভউদ্বোধন করেন। আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি।

ii) **জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন**

নিম্নোক্ত ৬টি জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে রচনা, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে:

- ২১ ফেব্রুয়ারি, মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস;
- ১৭ মার্চ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস;
- ২৬ মার্চ, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস;
- পহেলা বৈশাখ: বাংলা নববর্ষ;
- ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস;
- ১৬ ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস।

**iii) বঙ্গবন্ধু বইমেলা:** মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সহযোগিতায়, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের বাস্তবায়নে গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে ০২ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) দিনব্যাপী সারাদেশে 'বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা' বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

**৭১ টি সরকারি গণ গ্রন্থাগারের পুস্তক ও পাঠকের সংখ্যা (২০২১-২২):**

i) পাঠক সংখ্যা: ৮,১১,১৬৭ জন

ii) অন্তর্ভুক্তি রেজিস্টার অনুযায়ী পুস্তক সংখ্যা: ৩০,৩২,৫০০টি

iii) রাজস্ব বাজেটে ক্রয়কৃত পুস্তক সংখ্যা- ৯৪,০০০টি

**সদ্য সমাপ্ত প্রকল্প (দেশের লাইব্রেরি সমূহে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন প্রকল্প):**

সদ্য সমাপ্ত এ প্রকল্পটির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবন ও কর্মকে শিশু কিশোরসহ সর্ব সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য দেশের ১০০০টি সরকারি-বেসরকারি গণগ্রন্থাগারে 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রন্থাগারে প্রায় ২০০টি করে পুস্তক সরবরাহ করা হয়েছে।

**চলমান প্রকল্পসমূহ**

- গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্প:
  মেয়াদ কাল: মে, ২০২১-ডিসেম্বর, ২০২৪
  প্রকল্প ব্যয়: ৫২,৪২৫.১৫ লক্ষ টাকা।
- চট্টগ্রাম মুসলিম ইন্সটিটিউট ও সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প:
  মেয়াদ কাল: জানুয়ারি, ২০১৭-জুন, ২০২১
  প্রকল্প ব্যয়: ২৩,২৯১.৬৬ লক্ষ টাকা।
- দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্প:
  মেয়াদ কাল: জুলাই,২০১৮-ডিসেম্বর,২০২৪
  প্রকল্প ব্যয়: ১১১৯০.১১ লক্ষটাকা
- সরকারি গণগ্রন্থাগার সমূহে অনলাইন সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প:
  মেয়াদ কাল: জুলাই, ২০২০-জুন, ২০২২
  প্রকল্প ব্যয়: ৪,৪৯০.৬১ লক্ষ টাকা
- শেখ লুৎফর রহমান গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র, গোপালগঞ্জ:
  মেয়াদ কাল: জানুয়ারি, ২০২২-ডিসেম্বর, ২০২৩
  প্রকল্প ব্যয়: ২৪২৪.৭০ লক্ষ টাকা

**ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**

- বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার সংস্কার ও পুন:নির্মাণ বিশেষত: রাজশাহী, খুলনা, রংপুর এবং ময়মনসিংহ-গনগ্রন্থাগারের অধিকতর উন্নয়ন।
- জেলা পর্যায়ের ৫০টি গ্রন্থাগার ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ; গণগ্রন্থাগার ভবনসমূহে মাল্টিপারপাস হলের একুইস্টিক্স ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- নতুনসৃষ্ট ৩৬৬টি পদে জনবল নিয়োগ করাসহ গণগ্রন্থাগারকে সকল সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

**সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ**

- পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী বই সরবরাহ করা এবং আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি-সম্বলিত তথ্যসেবা প্রদানের অপ্রতুলতা;
- পুস্তকের সংখ্যা-স্বল্পতা;
- স্বল্প পরিসরের পাঠকক্ষ;
- অনলাইন লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকে মাঠপর্যায়ের গণগ্রন্থাগারে সম্প্রসারিত করা;
- ২০২০ সালের শুরু থেকে বিশ্বব্যাপী করোনা সংক্রমণের প্রভাবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো গ্রন্থাগার সেবাও ব্যাহত হয়। ফলে করোনাত্তোর পরিস্থিতিতে সেবা পূর্ণমাত্রায় পুনরুদ্ধার করা বিশেষ চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

## কপিরাইট অফিস

কপিরাইট অফিসের কার্যাবলী কপিরাইট আইন-২০০০ (২০০৫ সালে সংশোধিত) অনুযায়ী পরিচালিত হয়। কপিরাইট হচ্ছে সৃজনশীল ব্যক্তিবর্গের সৃষ্টকর্মের উপর তাঁদের অধিকার। কপিরাইট আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে নির্মাতা/রচয়িতাদের সৃজনশীল কর্মসমূহের স্বত্বের সুরক্ষা প্রদান করা হয়। সৃজনশীল ব্যক্তিবর্গের মেধাশক্তির সুরক্ষা, সৃজনশীল কর্মে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি এবং সার্বিকভাবে কপিরাইট সংক্রান্ত পাইরেসি রোধকরণের মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন সাধনই কপিরাইট আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বস্তুত:পক্ষে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সাহিত্য, কম্পিউটার সফট্ওয়্যার, মোবাইল অ্যাপস, কম্পিউটার গেইম, সঙ্গীত, রেকর্ড (অডিও-ভিডিও), ই-মেইল, ওয়েবসাইট, ইলেকট্রনিক যোগাযোগসহ অন্য কোন মাধ্যম, বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচার, চলচ্চিত্র, নাটক, স্থাপত্য নকশা, কার্টুন, চার্ট, ফটোগ্রাফ, বিজ্ঞাপন (ভিডিও, অডিও, পোস্টার, বিলবোর্ডসহ অন্যান্য), স্লোগান, থিম সং (Theme Song), ফেসবুক পেজ (Facebook Page), এবং বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্মসহ ইত্যাদি সৃজনশীল কর্মের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

### কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের সাধারণ সুবিধা

- নৈতিকভাবে আবহমানকাল ধরে মেধাসম্পদের প্রণেতা হিসেবে আইনগত স্বীকৃতি;
- উত্তরাধিকার সূত্রে মালিকানার স্বত্ব নিশ্চিত হয়;
- মেধাসম্পদ বিভিন্ন পন্থায় উৎপাদন, বিক্রয়, বাজারজাতকরণ, লাইসেন্স প্রদান এবং জনসম্মুখে প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকার;
- মেধাসম্পদের কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সনদ যে কোন আদালতে মালিকানা সংক্রান্ত উদ্ভূত জটিলতার ক্ষেত্রে প্রমাণক হিসেবে কার্যকর;
- একক স্বত্বাধিকারের কপিরাইট রেজিস্ট্রিকৃত পণ্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র বা বিজ্ঞাপন আহবান কিংবা দরপত্রের প্রয়োজনীয় জামানত দাখিল করার প্রয়োজন হয় না; ফলে একক স্বত্বাধিকারী একমাত্র দরপত্রদাতা হিসেবে সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহে পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করেন (পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস, ২০০৮ ধারা ৭৬);
- কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সনদ মেধাসম্পদ এর অবৈধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক, ফৌজদারি ও দেওয়ানী আদালতে আইনগত প্রতিকার লাভে সহায়ক হয়;
- বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ইউটিউভসহ বিভিন্ন ডিজিটাল মিডিয়ায় সংগীত, নাটক, চলচ্চিত্র, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদি আপলোড অথবা অভিযোগ দাখিলের ক্ষেত্রে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সনদ মালিকানা স্বত্বের প্রমাণক হিসেবে দাখিল করা যায়;
- প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি/ স্বকীয়তা তথা সুনাম (Goodwill) কে সুরক্ষা প্রদান;
- বাংলাদেশ বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার সদস্য হওয়ায় কপিরাইট সনদ বিশ্বের যে কোন দেশে উক্ত দেশের প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ও নৈতিক অধিকার সংরক্ষণ করে।

### কপিরাইট অফিসের প্রধান কার্যাবলী

ক) কপিরাইট সংক্রান্ত কর্মের রেজিষ্ট্রেশন ও সনদপত্র প্রদান;

খ) কপিরাইট সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্ভুত বিরোধসমূহ নিস্পত্তিকরণ;

গ) বিদেশী ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ/পুনঃ প্রকাশের লাইসেন্স প্রদান;

ঘ) সম্প্রচার সংক্রান্ত বিদেশী কর্মের বাংলায় অনুবাদ করার লাইসেন্স প্রদান;

ঙ) কপিরাইট রেজিস্ট্রিকৃত কর্মের অবৈধ কপি আমদানি বন্ধকরণ;

চ) সাহিত্যকর্ম/নাট্যকর্মের অনুবাদ, প্রকাশ কিংবা পুনরুৎপাদন এর লাইসেন্স প্রদান;

ছ) কপিরাইট সমিতি/ Collective Management Organaization (CMO) নিবন্ধন;

জ) কপিরাইট সংক্রান্ত রেজিস্ট্রিকৃত কর্মের নমুনা সংরক্ষণ;

ঝ) কপিরাইট সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে সময়ে সময়ে পরামর্শ প্রদান;

ঞ) ইনোভেশন বা সৃজনশীল কার্যক্রমকে প্রনোদনা ও উৎসাহ প্রদান।

**২০২১-২০২২ অর্থবছরের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি**

- কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩০০৭টি আবেদন পাওয়া গিয়েছে এবং ২৮০১টি সনদপত্র ইস্যু করা হয়েছে।
- মেধাস্বত্বের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সরকার কর্তৃক ৫৬০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের জন্য একটি ১৪ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যা ২০২৩ সনের ৩০ জুনের মধ্যে সম্পন্ন হবে। এটি হবে বুদ্ধিবৃত্তিক মেধাসম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও নিজস্ব সংস্থার একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও ঠিকানা, যা Cultural Hub হিসেবে পরিনত হবে।
- দীর্ঘ ০৩ বছর ধরে সকল অংশীজন, সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠন ও কপিরাইট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন দেশের আইন পর্যালোচনাক্রমে নতুন কপিরাইট আইন প্রণয়নের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে;
- কপিরাইট অফিসে ই-ফাইলিং কার্যক্রম আপগ্রেড করা হয়েছে;
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও পঠন প্রতিবন্ধীদের বই পাঠের সংকট দূর করতে মারাকাশ ট্রিটি বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষর ও অনুসমর্থনের প্রস্তাব গত ২০ জুন ২০২২ তারিখ মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- কপিরাইট আইনের ৫৭ ধারা অনুসারে প্রথম বারের মতো কপিরাইট মেধাস্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রেশন ফরম প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তদনুসারে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

**২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা**

- অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন;
- কপিরাইট আইন, রেজিস্ট্রেশন ও পাইরেসি সংক্রান্ত স্টেক হোল্ডারদের মাঝে প্রচার জোরদারকরণ;
- নতুন কপিরাইট আইন প্রণয়ন;
- কপিরাইট ভবন নির্মাণ প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন;
- কপিরাইট সমিতিকে সক্রিয় করা;
- ১১ টি শূন্য পদ পূরণ ও কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- নিয়োগ বিধি সংশোধন;
- নতুন পদ সৃজন;
- রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্যের ডাটাবেইজ তৈরি;
- ওয়েব সাইট হালনাগাদকরণ;

**২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার ও কর্মশালার ছবি**

- বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস ও সফটওয়্যার সেবামূলক প্রতিষ্ঠান মাষ্টার একাডেমির যৌথ উদ্যোগে "মায়ের ভাষায় কম্পিউটার প্রোগ্রামিং" -শীর্ষক সেমিনার গত ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।
- বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস কর্তৃক আয়োজিত সংগীতের ক্ষেত্রে অনলাইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হতে অর্জিত অর্থ স্বত্বাধিকারী ও অংশীজনের মাঝে বিভাজন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন - শীর্ষক সেমিনার গত ১২ অক্টোবর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।
- আন্তর্জাতিক কপিরাইট দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস কর্তৃক আয়োজিত "মেধাসম্পদ সুরক্ষায় কপিরাইটের গুরুত্ব" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাঙালি জাতিসত্তা ও মাতৃভাষার অধিকারের উপর শুরু হয় আক্রমণ। ১৯৪৮ সালে রেসকোর্স ময়দানে এক বক্তৃতায় পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা"। তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত ছাত্ররা চিৎকার করে বলেন No, No সে মুহূর্তেই রোপিত হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার বীজ। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী ইশতেহারের ১৬ ধারায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা, উন্নয়ন, প্রচার ও প্রসারের জন্য বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। যার ফলশ্রুতিতে যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে। বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠা বাঙালি জাতিসত্তা, নিজস্ব রাষ্ট্রগঠন ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যার মূল লক্ষ্য হলো দেশজ সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সমকালীন শিল্প ও সাহিত্য সংরক্ষণ এবং গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন।

## ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলা একাডেমির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

### গ্রন্থ প্রকাশ

১. আমার দেখা নয়াচীন : শেখ মুজিবুর রহমান
২. বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব : কী ও কেন : হারুন-অর-রশিদ
৩. বঙ্গবন্ধুর আন্দোলন কৌশল ও হরতাল : অজয় দাশগুপ্ত
৪. রাজনীতিতে হাতেখড়ি ও কলকাতায় শেখ মুজিব : নূহ-উল-আলম লেনিন
৫. বঙ্গবন্ধুর বীরগাথা : সৈয়দ শামসুল হক
৬. Ballad of Our Hero, Bangabandhu : Syed Shamsul Haq
৭. বঙ্গবন্ধু ও ভাষা-আন্দোলন : এম আবদুল আলীম
৮. উপন্যাসে বঙ্গবন্ধু : মিল্টন বিশ্বাস
৯. বঙ্গবন্ধুর কারাজীবন : দিব্যদ্যুতি সরকার
১০. বঙ্গবন্ধুর জীবনকথা : সুব্রত বড়ুয়া
১১. সংগ্রামী নায়ক বঙ্গবন্ধু : আসাদ চৌধুরী
১২. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু : শাহ্জাহান কিবরিয়া
১৩. ডাকটিকিট ও মুদ্রায় বঙ্গবন্ধু : মোহাম্মদ আলী খান
১৪. বঙ্গবন্ধু ও চলচ্চিত্র : অনুপম হায়াৎ
১৫. মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলা একাডেমি : পিয়াস মজিদ
১৬. বঙ্গবন্ধু গণপরিষদ সংবিধান : জালাল ফিরোজ
১৭. শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ : সম্পা. মিনার মনসুর ও দিলওয়ার চৌধুরী
১৮. ৭ই মার্চের ভাষণ কেন বিশ্ব-ঐতিহ্য সম্পদ : বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ : হারুন-অর-রশিদ
১৯. বঙ্গবন্ধু ও চা-শিল্প : আবুল কাসেম
২০. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ : সম্পা. শামসুজ্জামান খান
২১. স্বাধীনতার পথে বঙ্গবন্ধু : পরিপ্রেক্ষিত ১৯৭০-এর নির্বাচন : মুর্শিদা বিন্তে রহমান
২২. সাধক কবিদের রচনায় বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনীতি : সাইমন জাকারিয়া
২৩. বঙ্গবন্ধুর সমবায়-ভাবনা : সমীর কুমার বিশ্বাস
২৪. বঙ্গবন্ধু ও সংবাদপত্র : ছয়দফা থেকে গণঅভ্যুত্থান : কামরুল হক
২৫. বঙ্গবন্ধু নানা বর্ণে নানা রেখায় : সম্পা. শামসুজ্জামান খান
২৬. বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক উন্নয়নদর্শন : জাতীয়করণনীতি এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : আবুল কাসেম
২৭. রেণু থেকে বঙ্গমাতা : নাছিমা বেগম

২৮. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত ছড়া : সম্পা. হাবীবুল্লাহ সিরাজী
২৯. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা : সম্পা. হাবীবুল্লাহ সিরাজী
৩০. সাকিন টুঙ্গীপাড়া : খালেক বিন জয়েনউদদীন
৩১. বঙ্গবন্ধুর সংস্কৃতি-ভাবনা : সাজেদুল আউয়াল
৩২. বঙ্গবন্ধু ও অসাম্প্রদায়িকতা : সুভাষ সিংহ রায়
৩৩. ব্যাংক ও বিমা খাতে বঙ্গবন্ধুর অবদান : মাহফুজুর রহমান
৩৪. বঙ্গবন্ধু : আদর্শের সুবর্ণ রেখা : সৌমিত্র শেখর
৩৫. Bangabandhu and Turbulent Bangladesh : Dr. Nuran nabi
৩৬. New China 1952 : Sheikh Mujibur Rahman
৩৭. বঙ্গবন্ধু বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি : আবু মো. দেলোয়ার হোসেন
৩৮. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গল্প : হাবীবুল্লাহ সিরাজী
৩৯. শত ভাস্কর্য ও মুরালে বঙ্গবন্ধু : মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক
৪০. ছোটোদের বঙ্গমাতা : আনোয়ারা সৈয়দ হক
৪১. বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বঙ্গবন্ধু : সাহেদ মন্তাজ
৪২. বঙ্গবন্ধু ও নারী পুনর্বাসন : রঞ্জনা বিশ্বাস
৪৩. বঙ্গবন্ধু ও বাংলা ভাষা : স্বরোচিষ সরকার
৪৪. বঙ্গবন্ধু ও মুজিবনগর : রফিকুর রশীদ
৪৫. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে বঙ্গবন্ধু : আমিনুর রহমান সুলতান
৪৬. বঙ্গবন্ধুর নামে প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা : বীরেন মুখার্জী
৪৭. বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি চেতনা : তানভীর আহমেদ সিডনী
৪৮. চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু : মাহবুবুল হক
৪৯. বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ : বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু : আবুল মোমেন
৫০. BANGABANDHU IN BENGALI POETRY : Suresh Ranjan Basak
৫১. Bangabandhu and the Changing Face of Bangladesh : আবদুল মান্নান
৫২. The Making of Mujib : রাশিদ আসকারী
৫৩. ছোটোগল্পে বঙ্গবন্ধু : আরজুমন্দ আরা বানু
৫৪. ৭ই মার্চের ভাষণ : একটি জাতির কথামালা : শিরীণ আখতার
৫৫. বঙ্গবন্ধু ও ১৫ই আগস্ট প্রসঙ্গ : স্বপন দেব
৫৬. নাট্যকলায় বঙ্গবন্ধু
৫৭. বঙ্গবন্ধু ও সার্বভৌমত্ব অর্জনের সংগ্রাম : অরুণ কুমার গোস্বামী
৫৮. বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ : উত্তরণের অভিযাত্রা : হরিদাস ঠাকুর
৫৯. প্রাকৃতিক ও মানবিক বিপর্যয়ে বঙ্গবন্ধু : মোশাররফ হোসেন
৬০. বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ রাষ্ট্র : আবু সাঈদ খান
৬১. বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি : মোহাম্মদ সেলিম
৬২. পূর্ববঙ্গে ১৯৫০-এর দাঙ্গা: ড. মুনতাসির মামুন
৬৩. বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে দেশজ উপকরণ ও নির্মাণ-রীতি: ড. রোজিনা পারভীন
৬৪. পদার্থবিজ্ঞানে সংকট: সুব্রত বড়ুয়া
৬৫. ভগ্নদূত: ভার্গব বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৬. The Bangla Academy journal

**পত্রিকা প্রকাশ :** 'উত্তরাধিকার পত্রিকা'র ৩টি, 'ধানশালিকের দেশ পত্রিকা'র ৩টি, বাংলা একাডেমির সামগ্রিক কার্যক্রমের দলিল হিসেবে ত্রৈমাসিক 'বাংলা একাডেমি বার্তা'র ৪টি, The Bangla Academy Journal-এর ১টি, বাংলা একাডেমি ফোকলোর পত্রিকা'র ২টি, বিজ্ঞান পত্রিকা'র ২টি, বাংলা একাডেমি অনুবাদ পত্রিকা'র ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

**অমর একুশে বইমেলা :** প্রতি বছরের মতো অমর একুশে বইমেলা ২০২২-এর আয়োজন করা হয়। তবে কোভিড-১৯ এর কারণে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৭মার্চ ২০২২ পর্যন্ত এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ভার্চুয়ালি অমর একুশে বইমেলা উদ্বোধন করেন। মেলা প্রতিদিন বেলা ৩:০০টা থেকে রাত ৮:৩০টা ও ছুটির দিন সকাল ১১:০০টা থেকে রাত ৮:৩০টা পর্যন্ত এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল ৮:০০টা থেকে রাত ৮:৩০টা পর্যন্ত চলে।

এ বছর ৫১৭টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৮৩৭ ইউনিটের স্টল এবং ৩৪টি প্যাভিলিয়ন বরাদ্দ দেয়া হয়। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ছাড়া স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, লিটল ম্যাগাজিন, মিডিয়া ও সামাজিক সংগঠনসমূহ মেলায় অংশগ্রহণ করে। গ্রন্থমেলায় এবার জমাপ্রাপ্ত তালিকা অনুসারে আনুমানিক ২৬৪০টি নতুন বই প্রকাশিত হয়।

বইমেলায় সর্বাধিক মানসম্মত গ্রন্থ প্রকাশের জন্য 'চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার' এবং সেরা গ্রন্থের জন্য 'মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হয়। সর্বাধিক মানসম্মত শিশুতোষ বই প্রকাশের জন্য 'রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা সম্ভব হয়নি। তবে, অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে নান্দনিক অঙ্গসজ্জার জন্য 'শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে।

**বিক্রয় ও বিপণন :** বাংলা একাডেমির বিক্রয় ও বিপণন উপবিভাগ একাডেমি প্রকাশিত বই ও পত্রিকা বিক্রয় এবং বিপণনের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে। ঢাকাসহ সারাদেশে একাডেমির বই ও পত্রিকা বিক্রয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়।

**দেশের অভ্যন্তরে গ্রন্থমেলা :** বই বিপণনের লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি এবং বিভিন্ন জেলা প্রশাসন কর্তৃক বছরজুড়ে বিভিন্ন জেলায় বইমেলা আয়োজিত হয়। বাংলা একাডেমি প্রতিটি বইমেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

**বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার**

১. বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে দেশি ও বিদেশি মোট ৫৫০ কপি বই সংগৃহীত হয়েছে।
২. গ্রন্থাগারে ১৫টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং ৫টি সাময়িকী সংরক্ষণ করা হয়েছে।
৩. বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে মোট ৩৮৪ জনকে পাঠক সেবা প্রদান করা হয়েছে।
৪. ইতোমধ্যে বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের আওতায় গ্রন্থাগারের জন্য ওয়েব পেজ তৈরি, গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার 'কোহা' স্থাপন; দুস্প্রাপ্য বই, পুথি ও সাময়িকীর নব্বই হাজার পৃষ্ঠা 'ই-বুকে' রূপান্তরিত করে গ্রন্থাগারের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার আধুনিকায়নের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রস্তাবনা (ডিপিপি) অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন।
৫. গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বিগত এক হাজার মাসের পুরানো দৈনিক পত্রিকাগুলো বাঁধাই করে ব্যবহারোপযোগী করা হচ্ছে, যা চলমান।

**নববর্ষ উদ্‌যাপন :** প্রতিবেদনাধীন বছরে বাংলা একাডেমি ১লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ ১৪২৯ উদ্‌যাপন করেছে। বাংলা নববর্ষ ১৪২৯ উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ১৫ দিনব্যাপি বৈশাখী মেলা আয়োজন করা হয়।

**বৈশ্বিক/আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ/সম্পর্ক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম :** বাংলা একাডেমি বাঙালি জাতিসত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের অন্যতম প্রতিষ্ঠান। বাংলা একাডেমি বন্ধু প্রতীম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শিল্প-সাহিত্যের আদান প্রদানের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত বইমেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। বাংলা একাডেমি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে দেশের বাইরে ভারতের কলকতা ও আগরতলায় অনুষ্ঠিত বইমেলা/ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছে।

**বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার :** বাংলা একাডেমি প্রতিবেদনাধীন বছরে ১৫জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

১. ক. জনাব আসাদ মান্নান : কবিতা
   খ. জনাব বিমল গুহ : কবিতা
২. ক. জনাব ঝর্না রহমান : কথাসাহিত্য
   খ. জনাব বিশ্বজিৎ চৌধুরী : কথাসাহিত্য
৩. জনাব হোসেন উদ্দীন হোসেন : প্রবন্ধ/গবেষণা
৪. ক. জনাব আমিনুর রহমান : অনুবাদ
   খ. রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী : অনুবাদ
৫. জনাব সাধনা আহমেদ : নাটক
৬. জনাব রফিকুর রশীদ : শিশুসাহিত্য
৭. জনাব পান্না কায়সার : মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণা
৮. জনাব হারুন-আর-রশিদ : বঙ্গবন্ধু-বিষয়ক গবেষণা
৯. জনাব শুভাগত চৌধুরী : বিজ্ঞান/কল্পবিজ্ঞান
১০. ক. জনাব সুফিয়া খাতুন : আত্মজীবনী/স্মৃতিকথা/ভ্রমণকাহিনি
   খ. জনাব হায়দার আকবর খান রনো: আত্মজীবনী/স্মৃতিকথা/ভ্রমণকাহিনি
১১. জনাব আমিনুর রহমান সুলতান : ফোকলোর

**সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা :** এবছর ২৪.১২.২০২১ তারিখে সাধারণ পরিষদের ৪৪তম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দিনব্যাপি একাডেমির ফেলো, জীবনসদস্য ও সদস্যসহ দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ২১জন লেখক ও সাহিত্যিককে জীবন ও সাধারণ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নোক্ত পুরস্কারসমূহ প্রদান করা হয়।

**বাংলা একাডেমি সাম্মানিক ফেলোশিপ**

১. জনাব মতিয়া চৌধুরী - (মুক্তিযুদ্ধ)
২. জনাব আজিজুর রহমান আজিজ - (সাহিত্য)
৩. জনাব ভ্যালোরি অ্যান টেইলর - (চিকিৎসা)
৪. ওস্তাদ আজিজুল ইসলাম - (শিল্পকলা)
৫. জনাব শেখ সাদী খান - (শিল্পকলা)
৬. জনাব ম. হামিদ - (সংস্কৃতি)
৭. জনাব মো. গোলাম কুদ্দুছ - (সংস্কৃতি)

**অন্যান্য পুরস্কার**

১. সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার-২০২১ : ড. তসিকুল ইসলাম রাজা
২. মেহের কবীর বিজ্ঞানসাহিত্য পুরস্কার-২০২১ : জনাব ইনাম আল হক
৩. হালীমা-শরফুদ্দীন বিজ্ঞান পুরস্কার-২০২১ : সৌমিত্র চক্রবর্তী
৪. মাযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার-২০২১ : জনাব সুকুমার বড়ুয়া
৫. সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধসাহিত্য পুরস্কার-২০২১ : অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম
৬. অধ্যাপক মমতাজউদদীন আহমদ নাট্যজন পুরস্কার-২০২১: জনাব ফেরদৌসী মজুমদার

**রবীন্দ্র পুরস্কার-২০২২ :** অধ্যাপক সিদ্দিকা মাহমুদা

**নজরুল পুরস্কার- ২০২২ :** অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

**বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী :** বাংলা একাডেমি ০৩.১২.২০২১ তারিখে ৬৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সকাল ৯:০০টায় বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে এবং ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। এ উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বক্তৃতার আয়োজনসহ দিনব্যাপী আলোচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

**প্রশিক্ষণ :** বাংলা একাডেমি প্রশিক্ষণ উপবিভাগ পরিচালিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

**কোভিড-১৯ প্রতিরোধ :** বৈশ্বিক করোনার ছোবল থেকে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরাপদ রাখার প্রয়াসে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক ব্যানার, লিফলেট, ফেস্টুন প্রকাশ এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও মাস্ক ব্যবহারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

## বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ইতিহাস, কৃষ্টি ও সভ্যতাকে পরিশীলিত ধারায় প্রবাহিত করা ও তৃণমূল পর্যায়ে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের প্রচার, প্রসার ও সংস্কারের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে ৩১ নং অ্যাক্টের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৯ সালের সংশোধিত অ্যাক্টের আওতায় সংস্কৃতি বিকাশের এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিতে ৬ (ছয়)টি বিভাগের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিভাগগুলো হলো- চারুকলা বিভাগ, নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগ, সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগ, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ, প্রযোজনা বিভাগ ও প্রশিক্ষণ বিভাগ। এছাড়া প্রতিটি জেলায় জেলা শিল্পকলা একাডেমির কার্যক্রম এবং প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির কার্যক্রমসহ সমগ্র দেশে সংস্কৃতির চর্চা ক্রমবর্ধমান। দেশের সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ছয়টি বিভাগ ও জেলা/উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি সমন্বিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে প্রতিবছর “শিল্পকলা পদক” প্রদানসহ দেশের ৬৪টি জেলা শিল্পকলা একাডেমি সম্মাননা প্রদান এবং জেলা/ উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে সকল জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

### স্লোগান

- ✪ শিল্প সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ
- ✪ ৫৬ হাজার বর্গমাইলে শিল্প সংস্কৃতির আলো
- ✪ ১৬ কোটি মানুষের জন্য শিল্প সংস্কৃতি
- ✪ সৃজনশীল বাংলাদেশ

### অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রকল্পসমূহ

- ✪. ১৮টি জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে নতুন ভবন নির্মাণ কাজের সূচনা;
- ✪ ৪৪টি জেলার মধ্যে ১৫টি জেলা শিল্পকলা একাডেমি সংস্কার ও মেরামত কাজের সূচনা, বাকিগুলো প্রক্রিয়াধীন;
- ✪. ১০৬টি উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ কার্যক্রমের সূচনা;
- ✪ চারুকলা কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং ৭ম তলা পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী নির্মাণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন;
- ✪ অত্যাধুনিক নন্দনমঞ্চ নির্মাণ;
- ✪ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কার্যক্রম জেলা থেকে উপজেলা পর্যন্ত বিস্তার ও সম্প্রসারিত করা;
- ✪ জেলা শিল্পকলা একাডেমি, মাদারীপুর এবং সুনামগঞ্জের নতুন ভবন উদ্বোধন;
- ✪ হালুয়াঘাট, নওগাঁ এবং দিনাজপুর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক একাডেমি নির্মাণ কর্মসূচি গ্রহণ;
- ✪ সংগীত ও নৃত্য সংগঠনসমূহকে সহায়তা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
- ✪ বাংলাদেশের সব সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা;
- ✪ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ভবনসমূহ সংস্কার ও মেরামত কর্মসূচি গ্রহণ;
- ✪ শিল্পচর্চায় তথ্য প্রযুক্তির আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন ও ডিজিটাইজেশন কর্মসূচি সম্পাদন করা;
- ✪ ৪৮৯টি উপজেলা বালিকা বিদ্যালয়ে হারমোনিয়াম ও বায়া-তবলা সরবরাহ কর্মসূচি সম্পন্নকরণ;
- ✪ ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সংস্কৃতির ভৌত সুবিধাদি সন্নিবেশ কর্মসূচি সম্পন্নকরণ; এবং
- ✪ দেশজ সংস্কৃতির বিকাশ ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির সাথে মেলবন্ধন।

## ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সহযোগিতায় দেশব্যাপী অনলাইনে 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' শীর্ষক শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজনের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম সম্পাদন।
- ৬৩টি জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় সিলেবাস ভিত্তিক নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য শূন্য পদে চুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষক ও তালবাদ্যযন্ত্র সহকারী নিয়োগ এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমির প্রশিক্ষক ও তালবাদ্যযন্ত্র সহকারীদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ অনুমোদন ও মাসিক সম্মানি পরিশোধ।
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন এর যৌথ উদ্যোগে ০৯ জুলাই ২০২১ তারিখ 'অন্তর্জাল লেকচার ওয়ার্কশপ' আয়োজন করা হয়। লেকচার ওয়ার্কশপের বিষয়: রবীন্দ্রনাট্যের সংলাপ ও দ্বন্দ্ব, বক্তা: মঞ্চসারথি আতাউর রহমান।
- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ২০০৪ সালের ২১ আগস্টের ভয়াবহতাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী এর ভাবনা ও পরিকল্পনায় ২১-২৩ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত নন্দনমঞ্চ সংলগ্ন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে স্থাপনা শিল্প প্রদর্শনী 'AUGUST REPEATED ATTEMPTS' আয়োজন করা হয়।

চিত্র: ভয়াবহ ২১ আগস্ট এর গ্রেনেড হামলার স্থিরচিত্র

- জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সংগ্রামী জীবনের উপর নির্মিত ৬টি নাটক গত ১৫-২০ আগস্ট ২০২১ তারিখ প্রতিদিন ৮.০০টা অনলাইনে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। নাটক সমূহ হলো: ১. রাজনীতির কবি, জেলা শিল্পকলা একাডেমি চট্টগ্রাম, ২. আমার সাধ না মিটিল, জেলা শিল্পকলা একাডেমি কুষ্টিয়া, ৩. কফিন বন্দি বাংলাদেশ, জেলা শিল্পকলা একাডেমি ঠাকুরগাঁও, ৪. শ্রাবণ বিষাদ, জেলা শিল্পকলা একাডেমি মানিকগঞ্জ, ৫. কালো শ্রাবণের ডায়রি, জেলা শিল্পকলা একাডেমি মৌলভীবাজার, ৬. শ্রাবণ নথি, জেলা শিল্পকলা একাডেমি, বরগুনা।
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের আয়োজনে ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ০৬ আগস্ট ২০২১ তারিখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনলাইনে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে অনলাইনে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব কে এম খালিদ, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ২৯ আগস্ট ২০২১ তারিখ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনলাইনে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এঁর ৭৫তম জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ জাতীয় চিত্রশালা প্লাজায় দেশের

৭৫জন নারী শিল্পীর অংশগ্রহণে 'শেখ হাসিনা: বিশ্বজয়ী নন্দিতনেতা' শিরোনামে দুইদিনব্যাপী আর্টক্যাম্প ও জাতীয় শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

- ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে আর্টক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী ৭৫জন নারী শিল্পীর সৃজনকৃত শিল্পকর্ম এবং জাতীয় চিত্রশালার সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপর অঙ্কিত শিল্পকর্মসমূহ নিয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত মাসব্যাপী জাতীয় চিত্রশালার ১নং গ্যালারিতে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষ্যে শিল্পকর্ম প্রদর্শনী

- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাস এর যৌথ উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সহযোগিতায় ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১১ অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত জাতীয় চিত্রশালার ৩নং গ্যালারিতে বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল চিত্র প্রদর্শনী, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

- জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান এর কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেল এর ৫৮তম জন্মবার্ষিকী ও রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে ১৮ অক্টোবর ২০২১ দেশব্যাপী শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ১৮ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সকাল ১১টায় জাতীয় চিত্রশালায় ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

চিত্র: শেখ রাসেল এর ৫৮তম জন্মবার্ষিকী ও রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ২২ অক্টোবর ২০২১ তারিখ মেহেরপুর সরকারি কলেজে বধ্যভূমি পরিবেশ থিয়েটার 'বোধন' শিরোনামের নাটক মঞ্চায়িত হয়।

- ৩০ অক্টোবর ২০২১ তারিখ লালমনিরহাট এম.টি হোসেন ইনস্টিটিউটে বধ্যভূমি পরিবেশ থিয়েটার ‘লালমনি ৭১’ শিরোনামের নাটক মঞ্চায়িত হয়।
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে চারুকলা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ২৯ নভেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত জাতীয় চিত্রশালার গ্যালারি-২, ৩ ও ভাস্কর্য গ্যালারিতে ৫ম জাতীয় ভাস্কর্য প্রদর্শনী ২০২১ আয়োজন করা হয়।

চিত্র: জাতীয় ভাস্কয প্রদর্শনী ২০২১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

- ৩০ নভেম্বর ২০২১ তারিখ সন্ধ্যা ৬টায় জাতীয় চিত্রশালার সেমিনার কক্ষে ২য় আর্ট অ্যাপ্রিসিয়িশেন র্কোস-২০২১ এর সমাপনি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে জাতীয় চিত্রশালা সেমিনার কক্ষে ২৬ নভেম্বর ২০২১ শুক্রবার বিকাল ৩টায় ফটোগ্রাফিক কর্মশালা আয়োজন করা।
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে সংগীত, নৃত্য, ও আবৃত্তি বিভাগ ২৮, ২৯, ৩০ নভেম্বর ও ০১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পী বাছাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬তম শাহাদাৎবার্ষিকী ও ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সহযোগিতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ’ শীর্ষক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ২০২১-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।
- ২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ প্রয়াত বরেন্য চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান এর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ চত্বরে শিল্পী কামরুল হাসান এর সমাধিতে পুষ্পস্তবক অপর্ণ এবং একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা ভবনের মূল ফটকে অস্থায়ীভাবে নির্মিত বেদিতে (শিল্পীর প্রতিকৃতি সম্বলিত) একাডেমির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়।
- ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে চারুকলা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ সকাল ১০টা হতে জাতীয় স্মৃতি সৌধ প্রাঙ্গণে (সাভার, ঢাকা) দেশের ১৫জন বিশিষ্ট চারুশিল্পীর সমন্বয়ে দিনব্যাপী আর্টক্যাম্প ও শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।

চিত্র: মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে স্মৃতিসৌধে আর্টক্যাম্প ও শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রযোজনায় নাট্যকার মাসুম রেজা নির্দেশিত 'জনকের অনন্তযাত্রা' নাটকটি গত ৪ ও ৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে মঞ্চায়িত হয়।
- ০৭ থেকে ১৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ০৭ (সাত) দিনব্যাপী জাতীয় নাট্যশালার স্টুডিও থিয়েটার হলে 'যাত্রাশিল্পী নীতিমালা-২০১২' অনুযায়ী যাত্রাদল নিবন্ধনের লক্ষ্যে ১৩তম যাত্রা উৎসব ২০২১ আয়োজন করা হয়।
- মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় ৬৪ জেলায় ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যা নিয়ে 'গণহত্যার পরিবেশ থিয়েটার' শিরোনামে বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন স্থানে গণহত্যার পরিবেশ থিয়েটার মঞ্চায়ন করা হয়।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সারাদেশ থেকে স্কুলের শিক্ষার্থী কর্তৃক পূরণকৃত তথ্যছক "আমার প্রস্তাব, আমার প্রত্যয়" ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা এর ৯৮ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ২০২১-এর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ২০-২২ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ৭৫টি মৌলিক নতুন নৃত্য নিয়ে জাতীয় নৃত্য উৎসবের আয়োজন করা হয়।
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র প্রতিকৃতি সমন্বলিত চিত্রকর্ম (যা দেশের সর্ববৃহৎ চিত্রকর্ম) একাডেমির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রদর্শন করা হয়।

চিত্র: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিকৃতি সমন্বলিত চিত্রকর্ম

- ৫টি গবেষণাধর্মী বাংলা প্রবন্ধ সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়া একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা বিক্রয় ও অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ করা হয়।
- চারুকলা বিষয়ক ফাউন্ডেশন কোর্স ও ৩ বছরব্যাপী বেসিক কোর্স চলমান রয়েছে।
- ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের সহযোগিতায় নির্মিতব্য স্বল্প ব্যয়ে স্বল্প পরিসরে ঢাকা শহরের বাইরে ১০টি স্থানে ১০টি নতুন নাটক মঞ্চায়ন করা হয়।
- একাডেমির সহযোগিতায় বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরাম এর উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় ১৬তম আন্তর্জাতিক স্বল্পদৈর্ঘ্য ও মুক্ত চলচ্চিত্র উৎসব, ঢাকা-২০২২ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ জাতীয় নাট্যশালার মূল থিয়েটার হলে আয়োজন করা হয়। চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর উৎসবটি জাতীয় চিত্রশালা ও সংগীত, নৃত্যকলা কেন্দ্রের মিলনায়তনে ০৭(সাত)দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়।

✪ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর লায়ালপুর জেলখানার বন্দিজীবনভিত্তিক কাহিনী নিয়ে 'নি:সঙ্গ লড়াই' যাত্রাপালাটি গত ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ জাতীয় নাট্যশালার এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে মঞ্চায়ন করা হয়।

চিত্র: 'নিঃসঙ্গ লড়াই' যাত্রাপালা প্রদর্শনীর স্থিরচিত্র

✪ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় চিত্রশালার গ্যালারিসমূহে ২৯ জুন থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ২৪তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এবং ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২২ তারিখ ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।

✪ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র প্রতিকৃতি সমন্বলিত চিত্রকর্ম (যা দেশের সর্ববৃহৎ চিত্রকর্ম) প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া টুঙ্গিপাড়ায় ২০-২৬ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত 'মুজিববর্ষ লোকজ মেলা-২০২২'-এ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

✪ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের ব্যবস্থাপনায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৭ই মার্চ ২০২২ তারিখ সকাল ১০ ঘটিকায় আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ প্রচার হয় ২০মিনিট। উক্ত অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ভাষণের উপর ভিত্তি করে বক্তব্য রাখেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি। এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

✪ মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১১ মার্চ ২০২২ বিকেল ৫টায় জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের ব্যবস্থাপনায় 'নৃত্য উৎসব' আয়োজন করা হয়।

✪ ১৩ মার্চ ২০২২ তারিখ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অ্যাক্রোবেটিক দলের পরিবেশনায় ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় একটি অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির শিশু অ্যাক্রোবেটিক দল ক্যাপ, ডান্স, রোপ রাউন্ড, বডি ব্যালেন্স, জার এন্ড স্টীক ব্যালেন্স, রোলার ব্যালেন্স, রিং জাম্প, গ্রুপ সাইকেলসহ প্রায় ১০টি ইভেন্ট প্রদর্শন করে।

✪ পিপলস থিয়েটার এসোসিয়েশন এর আয়োজন এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সহযোগিতায় ২০ মার্চ ২০২২ তারিখ বিশ্ব শিশু কিশোর ও যুব নাট্য দিবস ২০২২ উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের ১০০ জন শিশুর উপস্থিতে শিশুদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়।

✪ ২১ মার্চ বিশ্ব পুতুলনাট্য দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে শিশুদের অংশগ্রহণে পাপেট নির্মাণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালাটি গোপালগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়।

- মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় ৬৪ জেলায় ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যা নিয়ে 'গণহত্যার পরিবেশ থিয়েটার' শিরোনামে বিশেষ কার্যক্রমের আওতায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি, যশোরের ব্যাবস্থাপনায় এবং দীপংকর দাস রতন-এর রচনা এবং কামরুল হাসান রিপন-এর নির্দেশনায় 'কংকাল ভূমি, নাটকটি ১০ মার্চ ২০২২ তারিখ সন্ধ্যা ৬.০০টায় ডা. আবদুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ প্রাঙ্গণ, যশোরে মঞ্চস্থ হয়।
- মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় বিভাগীয় ও জেলা শহরে ৩১টি অভিনয়, নির্দেশনা ও থিয়েটার ডিজাইন বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।
- সার্বিয়ার মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব নিকোলা সেলাকোভিচ এঁর নেতৃত্বে ০৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ২৪-২৬ মে ২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশ সফর করেন। উক্ত সফরকালীন সার্বিয়ার মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও তাঁর প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা ভবনের ১নং গ্যালারিতে মহান ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু শীর্ষক চিত্রকর্ম ও ২নং গ্যালারিতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর অঙ্কিত চিত্রকর্ম নিয়ে 'রং তুলিতে বিশ্বকবি' শীর্ষক প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।
- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৮-১০ মে ২০২২ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, শিলাইদহ (কুষ্টিয়া), শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ), পতিসর (নওগাঁ) এবং দক্ষিণডিহি ও পিঠাভোগে (খুলনা) নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। ৯ মে ২০২২ তারিখ একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা ভবনে ঢাকাসহ দেশের ৫টি জেলার আর্টক্যাম্পের উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং ৯ মে ২০২২ তারিখে ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ ও খুলনায় আর্টক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে ৩১ মে থেকে ৬ জুন ২০২২ জাতীয় চিত্রশালার ৩নং গ্যালারিতে ২০০টি আলোকচিত্র নিয়ে 'বঙ্গবন্ধু ও রূপসীবাংলা' শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান ২০২২ আয়োজন করা হয়।
- 'বঙ্গবন্ধু ও রূপসীবাংলা' শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান ২০২২ -এ ১০০টি আলোকচিত্র নিয়ে 'বঙ্গবন্ধু ও রূপসীবাংলা' শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে ১ম, ২য়, ৩য় ও বিশেষ পুরস্কারসহ মোট ৪জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট, সনদপত্র ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। ফটো সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য দেশের প্রয়াত বরেণ্য ৩জন ফটোসাংবাদিক এবং বরেণ্য ৩জন বরেণ্য ফটোসাংবাদিকসহ মোট ৬ জনকে সম্মাননা প্রদান করা হয় এবং সম্মাননা হিসেবে ক্রেস্ট, সনদপত্র ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।
- জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ২৫ মে ২০২২ তারিখ সকাল ১১.০০টায় বীরচন্দ্র গণ-পাঠাগার ও নগর মিলনায়তন প্রাঙ্গণ (টাউন হল), কুমিল্লায় আয়োজন করা হয়।
- মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় ৬৪ জেলায় ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যা নিয়ে 'গণহত্যার পরিবেশ থিয়েটার' শিরোনামে বিশেষ কার্যক্রমের আওতায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি, বগুড়া এর ব্যবস্থাপনায় পরিবেশিত 'ফসিল ১৯৭১' নাটকটি ২১ মে ২০২২ তারিখ রেলওয়ে স্টেশন বধ্যভূমি চত্বর, বগুড়ায় সন্ধ্যা ৭.০০টায় মঞ্চায়ন করা হয়।
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের প্রয়াত গুণী নাট্যকার, চলচ্চিত্রকার ও যাত্রা ব্যক্তিত্বদের স্মরণে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' শীর্ষক স্মরণ অনুষ্ঠান হয়।

স্মরণানুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো প্রয়াত নাট্যকার, চলচ্চিত্রকার ও যাত্রা ব্যক্তিত্বদের জীবন ও কর্মের উপর একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সুচিত্রা সেন, সত্যজিৎ রায়, করবী সারোয়ার, হীরালাল সেন, তারেক মাসুদ, আলমগীর কবির, অমলেন্দু বিশ্বাস এবং মুনীর চৌধুরী-কে নিয়ে সেমিনার আলোচনা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, যাত্রাপালা এবং নাটক মঞ্চায়ন হয়।

✪ ৩ জুন ২০২২ শুক্রবার বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে '৩ মিনিটের চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা ও উৎসব ২০২২' আয়োজন করা হয়।

**ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**

শিল্প সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে সকলের  জন্য শিল্প সংস্কৃতি প্রসারের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ, বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির জন্য প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি, ইউনেস্কোর সাথে ICH কার্যক্রম পরিচালনা, জাতীয় চিত্রশালার শিল্পকর্মের সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশু-কিশোর ও যুবদের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও সৃজনশীল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ আয়োজন। বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক ও বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের নামে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ (২১টি) এবং ১৮টি জেলা শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ। ০৩ বছর মেয়াদি প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে রয়েছে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ শিল্পকলা একাডেমি ও আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, টাঙ্গাইলকে সাংস্কৃতিক নগরী হিসেবে প্রতিষ্ঠাকরণ, মুক্তাগাছা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৩০টি উপজেলা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।

**২০২১-২২ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ**

- ✪ ৬৪ জেলায় চিরায়ত বাংলা নাটক নির্মাণ;
- ✪ প্রয়াত গুণী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের স্মরণে স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যত অনুষ্ঠান আয়োজন;
- ✪ জাতীয় দিবসমূহ উদযাপন;
- ✪ ১০টি সৃজনশীল ও গবেষণা পুস্তক এবং ৫টি পত্রিকা প্রকাশ;
- ✪ দেশের লুপ্তপ্রায় ৫০টি গান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- ✪ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গ্রহণ ।
- ✪ যাত্রা, নৃত্য ও পুতুল নাট্য নিয়ে ৩টি উৎসব আয়োজন।

## বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমকালীন শিল্পকলা এবং প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শনাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার মাধ্যমে জাদুঘরে আগত দর্শনার্থী, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে হাজার বছরের গৌরব গাঁথা ও জাতীয় বীরদের সাথে পরিচিত করে তোলার উদ্দেশ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। ১৯১৩ সালের ৭ আগস্ট বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল তৎকালীন সচিবালয়ের (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল) একটি কক্ষে ঢাকা জাদুঘর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। ১৯১৪ সালের ২৫ আগস্ট ৩৭৯ টি নিদর্শন নিয়ে জাদুঘর দর্শকদের জন্যে খুলে দেয়া হয়। ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে ঢাকা জাদুঘর স্থানান্তর করা হয় নিমতলিস্থ বারো দুয়ারিতে। ১৯৭২ সালে ঢাকা মিউজিয়াম বোর্ড অব ট্রাস্টিজ জাতীয় জাদুঘর গড়ে তোলার জন্য সরকারের কাছে পরিকল্পনা পেশ করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অপরিসীম।

দীর্ঘ পথপরিক্রমায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশাজীবীদের মূল্যবান পরামর্শ, সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিবর্গের অগ্রণী ভূমিকা, বিদ্যোৎসাহী ও গবেষকগণের প্রজ্ঞা, সুহৃদদের সহযোগিতা ও জাদুঘরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৭ নভেম্বর ১৯৮৩ সালে ঢাকা জাদুঘর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে রূপান্তরিত হয়। এ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে দেশ ও জনগণের প্রতি জাদুঘরের দায়বদ্ধতা যেমন বেড়েছে, পাশাপাশি এর ব্যাপ্তি, জাতীয় জীবনে সম্পৃক্ততা ও কর্মের পরিধি দিনে দিনে দৃশ্যমানভাবেই সম্প্রসারিত হয়েছে এবং এটি একটি বহুমাত্রিক জাদুঘর রূপে বিকশিত হচ্ছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও অধীনস্থ শাখা জাদুঘরসমূহে জুন ২০২২ পর্যন্ত হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের উপাদানসমৃদ্ধ ৯৮,৫০৯টি নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। সরকার গঠিত ১৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি পর্ষদ দ্বারা এ জাদুঘরটি পরিচালিত হয়। জাদুঘরের প্রধান নির্বাহী একজন মহাপরিচালক যাকে সরকার নিয়োগ করেন এবং তিনি সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব। তিনি পর্ষদের সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণে আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, ঢাকা; এসমানী জাদুঘর, সিলেট; জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রাম; শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা, ময়মনসিংহ; স্বাধীনতা জাদুঘর, ঢাকা; পল্লীকবি জসীম উদ্দীন জাদুঘর ও লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ফরিদপুর এবং সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘর, কুষ্টিয়া পরিচালিত হচ্ছে।

**২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লখযোগ্য কার্যাবলী:**

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২১৭টি এবং নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরে ২টি নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়েছে। ৪১৫টি নিদর্শনের সংরক্ষণ ট্রিটমেন্ট কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সংগ্রহকৃত নিদর্শনের মধ্যে ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগের ২টি নিদর্শনের আলোকচিত্র নিম্নে দেওয়া হলো:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ব্যবহৃত স্পেশাল বেড

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ব্যবহৃত হাফ রাউন্ড টেবিল

**খুলনায় '১৯৭১:** গণহত্যা নির্যাতন আরকাইভ ও জাদুঘর নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালার ভবনসমূহ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে অনুমোদিত নক্‌শার আলোকে গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক অবকাঠামোগত প্রাক্কলন সম্পন্ন হয়েছে। রোজ গার্ডেনের আবাসিক তিনতলা ভবনকে "ঢাকা মহানগর জাদুঘরে" রূপান্তরের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এ সময়ে জাতীয় জাদুঘরের ৪৫টি গ্যালারিতে ৫,৭৫০ (পাঁচ হাজার সাতশত পঞ্চাশ)টি নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে। জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারিতে ১০১টি নিদর্শন প্রতিস্থাপিত হয়েছে। গ্রন্থগারে ১২৫টি নতুন বই সংযোজন এবং ২১২জন পাঠক/গবেষককে পাঠসেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৩টি বিশেষ প্রদর্শনী, ১৫টি সেমিনার/সিম্পোজিয়াম, ১২জন স্মরণীয় বরণীয় ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে আলোচনা সভা, শিশু-কিশোরদের নিয়ে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সুবিধা বঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু-কিশোরদের নিয়ে অনুষ্ঠান, বই/ উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ, জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপন, জাতীয় জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন এবং ৩টি গ্যালারি আধুনিকীকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। কথ্য ইতিহাস (Oral History) প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ৫ (পাঁচ) জন গুণী ব্যক্তির ভিডিও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। ১২০টি অবজেক্ট আইডি ডাটাবেসে সন্নিবেশিত ডাটা সংশোধন/পরিমার্জন করা হয়েছে। ৪টি ভার্চুয়াল কিউরেটেরিয়াল কর্ণার তৈরি করা হয়েছে। ৬৪টি সংস্থাপিত সিসি ক্যামেরা আইপি ক্যামেরাতে রূপান্তর করা হয়েছে। ৩০টি ই-বুক তৈরি করা হয়েছে। ৪টি নিদর্শন বিষয়ক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ১০৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান, 'বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্র ও আইন চিন্তা' শীর্ষক অনলাইন সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অনলাইন বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ২০২১ (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়) আয়োজন করা হয়েছে। মহান বিজয় দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান এবং সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে মোট ২,২৯,০৯৮ জন দর্শনার্থী জাদুঘর পরিদর্শন করেন। ৪৮৬ জন বিশেষ দর্শক জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। বিনা টিকিটে ৭৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ সংগঠনের মোট ৩,৭৬১ জন শিক্ষার্থী জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস পালন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি নিদর্শন, শিল্পকর্ম এবং দুর্লভ আলোকচিত্রের বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে সেমিনার এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বিশ্বসভ্যতা গ্যালারির সুইজারল্যান্ড কর্নার পুনঃসজ্জিতকরণপূর্বক উদ্বোধন শেষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক মহোদয় কর্নার পরিদর্শন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারিতে "বঙ্গবন্ধু লোকশিল্প প্রদর্শনী" শীর্ষক বিশেষ প্রদর্শনী।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল-এর ৫৮তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর 'শেখ রাসেলের গল্প' শীর্ষক সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু-কিশোরদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভার আয়োজন।

### ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

- ১৫৫টি নিদর্শন সংগ্রহ;
- ৪১৫টি নিদর্শন সংরক্ষণ;
- ৩টি গ্যালারি সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করা;
- ৮জন স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা;
- সংগৃহীত নিদর্শনের তথ্য অবজেক্ট আইডি ডাটাবেজে সংরক্ষণ;
- ৫ জন স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তির কথ্য ইতিহাস সংগ্রহ;
- ৪টি সেমিনার/সিম্পোজিয়াম আয়োজন; এবং
- স্বাধীনতা জাদুঘরে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন।

### ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আধুনিকায়ন;
- শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ভবন নির্মাণ;

- জাতীয় চার নেতার নিজ জেলায় ৪টি স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ;
- স্বয়ংক্রিয় অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা প্রবর্তন;
- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত নিদর্শন সমূহের বর্ণনামূলক ক্যাটালগ প্রণয়ন ও মুদ্রণ;
- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিদর্শন স্টোর আধুনিকায়ন, সংস্কার ও উন্নয়ন;
- সংস্থাপিত কাস্টমাইজড সফ্টওয়্যার উন্নয়ন এবং সার্ভার Disaster Recovery ব্যবস্থা প্রবর্তন;
- ডিজিটাল গ্রন্থাগার তৈরি;
- নিদর্শন স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফ্টওয়্যার প্রবর্তন;
- গ্যালারিতে ডিজিটাল কম্পোনেন্ট সংস্থাপন ও উন্নয়ন;
- অডিও গাইড ব্যবস্থা প্রবর্তন;
- লাইট এন্ড সাউন্ড শো পুন:প্রবর্তন;
- নিদর্শনভিত্তিক ডকুমেন্ট ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষণ;
- বিভাগীয় জাদুঘর স্থাপন;
- সেন্টার ফর আর্ট হিস্ট্রি এন্ড মিউজিওলজি চালুকরণ;
- স্কুল বাস ও ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী বাস পুন:প্রবর্তন;
- গ্যালারিতে VR (Virtual Reality) সিস্টেম সংস্থাপন;
- প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর নির্মাণ;
- সংরক্ষণবিদ্যা ইন্সটিটিউট স্থাপন;
- আবাসন ব্যবস্থা পুন:বহাল;
- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ভার্চুয়াল মিউজিয়াম তৈরিকরণ; এবং
- ন্যাশনাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম স্থাপন।

## কবি নজরুল ইন্সটিটিউট

### পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় যুগস্রষ্টা কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার যাদু স্পর্শে শুধু কবিতা নয় সংগীতেও রেখে গেছেন অতুলনীয় অবদান। আমাদের সাহস সৌন্দর্য ও শৈল্পিক অহংকারের মহত্তম নামটিও তাঁরই। বাংলাদেশের সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতির প্রধান রূপকার এই মহান কবি আমাদের মানবিক চেতনারও প্রতীক। এজন্য তিনি আমাদের জাতীয় কবি। তাঁর অমর স্মৃতি রক্ষা, তাঁর জীবন, সাহিত্য, সংগীত ও সামগ্রিক অবদান সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা, রচনাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রকাশনা ও প্রচার এবং তাঁর ভাবমূর্তি দেশ-বিদেশে উজ্জ্বলরূপে তুলে ধরার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪ সালের ১২ জুন এর ৩৯ নম্বর অধ্যাদেশের মাধ্যমে ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কবির অমর স্মৃতিবাহী 'কবিভবন' (রাজধানীর ধানমণ্ডিস্থ পুরাতন ২৮ নম্বর রোডের ৩৩০-বি বাড়ি) -এ কবি নজরুল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে । জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও উৎসাহে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ২৪ মে ১৯৭২ এ সম্বিতহারা অবস্থায় রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে বাংলাদেশে আনা হয় এবং ধানমণ্ডিস্থ কবিভবনে তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করা হয় ।

### ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপনসহ বাংলাদেশের জাতীয় দিবসসমূহ, বাংলা নববর্ষ, ঈদ ই মিলাদুন্নবী, প্রভৃতি দিবসে বিষয়ভিত্তিক, আলোচনা বয়স ভিত্তিক বিভিন্ন গ্রুপে সুন্দর হাতের লেখা, চিত্রাঙ্কন, কবিতা আবৃত্তি ও নজরুল সংগীতের প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিষয়ভিত্তিক সেমিনার এবং বিভাগীয় পর্যায়ে নজরুল সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, নজরুল স্মৃতিকেন্দ্র ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ও কবি নজরুল ইনস্টিটিউট কেন্দ্র কুমিল্লায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহ:

- স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬তম শাহাদৎ বার্ষিকী ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ২৭ আগস্ট ২০২১ ইং তারিখ আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: আবুল মনসুর, সম্মানিত সচিব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জনাব খিলখিল কাজী, কবিপৌত্রী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোহাম্মদ জাকীর হোসেন।

- কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম : স্মরণ সভা ৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ পালন করা হয়।
- শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ ঢাকাস্থ মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে ও রায়ের বাজার বদ্ধভূমিতে জাতির সূর্য সন্তানদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয় এবং ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে আলোচনা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
- মহান বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ ইনস্টিটিউট আলোকসজ্জা ও সাভারস্থ স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয় এবং আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ জাতীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয় এবং কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ইনস্টিটিউটের আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাবু হরিদাস ঠাকুর, প্রাক্তন অধ্যক্ষ,বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ি কুমিল্লা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোহাম্মদ জাকীর হোসেন।

জাতীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

- স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ১৬ মার্চ ২০২২ ইং তারিখ বিকাল ৩.০০টায় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. হাকিম আরিফ, অধ্যাপক, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোহাম্মদ জাকীর হোসেন।
- স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে ১৭ মার্চ ২০২২ পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।
- মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং ইনস্টিটিউটের মিলনায়তনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ ১৪২৯ উপলক্ষ্যে ১৪ এপ্রিল ২০২২ ইং তারিখ আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা হয়।
- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর ১৬১তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ২৫ বৈশাখ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ৮ মে ২০২২ ইং তারিখ রবীন্দ্র সরোবরে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সাবিহা পারভীন, অতিরিক্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোহাম্মদ জাকীর হোসেন। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন ইনস্টিটিউটের শিল্পীবৃন্দ ।
- বিদ্রোহী কবিতার শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ১৬ মে ২০২২ তারিখ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এর সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব কে এম খালিদ এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. আবুল মনসুর, সম্মানিত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোহাম্মদ জাকীর হোসেন।

- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্মবার্ষিকী সকাল ৭ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়স্থ কবির সমাধিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

- জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের আয়োজনে সন্ধ্য ৬.০০ টায় ধানমণ্ডিস্থ রবীন্দ্র সরোবর এ আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি কামাল চৌধুরী। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মো: ফাহিমুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোহাম্মদ জাকীর হোসেন। দেশের খ্যাতিমান শিল্পীগণ সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন।

- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ৩১ মে ২০২২ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আলোচনা, নজরুল পুরস্কার প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব কে এম খালিদ এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: আবুল মনসুর, সম্মানিত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোহাম্মদ জাকীর হোসেন।

- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কবি নজরুল হল, রায়েরবাজার হাই স্কুল, কল্যাণপুর গার্লস স্কুল এণ্ড কলেজ, শেরে বাংলা নগর আদর্শ মহিলা কলেজ, সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া মাদরাসা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, রমনা কালী মন্দির, শিল্পী শচীন দেব বর্মণ এর জন্মবার্ষিকী, শিল্পী সোহরাব হোসেন এর জন্মবার্ষিকী, শিল্পী সুধীন দাস এর জন্মবার্ষিকী ও শিল্পী ফিরোজা বেগম এর জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। এবং ২৭.৫.২২ ইং তারিখে দৌলতপুর কুমিল্লায়, ৩.৬.২২ ইং তারিখে টাঙ্গাইল জেলায়, ৪.৬.২২ তারিখে জামালপুর জেলায়, ৫.৬.২২ তারিখে ময়মনসিংহ জেলায়, ১০.৬.২২ তারিখে বাজিতপুর কিশোরগঞ্জ জেলায়, ১১.৬.২২ তারিখে হবিগঞ্জ জেলায়, ১৯.৬.২২ তারিখে শ্রীনগর উপজেলায় এবং ২৭.৬.২২ তারিখে বরিশাল জেলায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিষয়ক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

**প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ**

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের গান যথাযথভাবে পরিবেশন, প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে কবি কাজী নজরুল ইনস্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে নজরুল সংগীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণী ও সুর অনুসরণে এবং কবি কাজী নজরুল ইনস্টিটিউট প্রকাশিত প্রামাণ্য স্বরলিপি সহযোগে ১৯৮৯ সাল থেকে নজরুল সংগীত শিল্পী ও শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। বেতার ও টেলিভিশনের তালিকাভূক্ত নজরুল সংগীত শিল্পী ও বিভিন্ন সংগীত একাডেমির শিক্ষকগণ নিয়মিত নজরুল ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়া বৎসরব্যাপী শিশু কিশোর এবং তরুণদের পৃথক পৃথক নজরুল সংগীত প্রশিক্ষণ কোর্স চালু রয়েছে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা শুদ্ধভাবে প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে কবি নজরুল ইনস্টিটিউটে শিশু কিশোর এবং তরুণদের পৃথক পৃথক নিয়মিত আবৃত্তি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বেতার, টেলিভিশন ও মঞ্চের আবৃত্তি শিল্পীদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নিচ্ছে। উল্লেখ্য, এ বছর ১৪টি কোর্সের মাধ্যমে ৩৫০জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

**বই মেলায় অংশগ্রহণ**

নজরুল রচনাসহ নজরুল বিষয়ক রচনা নজরুল-গবেষক, নজরুল অনুরাগী পাঠকসহ সকল পাঠকের কাছে সহজলভ্য করার জন্য কবি নজরুল ইনস্টিটিউট ঢাকাসহ দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন বই মেলায় ইনস্টিটিউটের প্রকাশনা নিয়ে অংশগ্রহণ করে থাকে। এ সকল মেলায় সাশ্রয়ী মূল্যে প্রকাশনা বিক্রয় করা হয়ে থাকে।

## জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র' গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির জন্ম ১৯৬০ সালে। গ্রন্থের উন্নয়ন ও প্রসারকে সামনে রেখে ১৯৬০ সালে ইউনেস্কোর সার্বিক সহযোগিতায় তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনবলে 'ন্যাশনাল বুক সেন্টার অব পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হয়। তারই শাখা হিসেবে ঢাকায় 'ন্যাশনাল বুক সেন্টার' নামে এই প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয় । জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মহান স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ করা হয় 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ'। ১৯৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ২৭নং আইনবলে 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আইন, ১৯৯৫' গৃহীত হয়। তখন প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ হয় 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র'। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানীয় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৭ (সতের) সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা বিষয়ক নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন পরিচালক।

### ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি

**বিভাগ/জেলা পর্যায়ে বইমেলার আয়োজন:** জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতি বছর দেশের বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে বইমেলার আয়োজন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ও স্থানীয় সরকার বিভাগের সহযোগিতায় এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের যৌথ অর্থায়নে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে ০২ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ পর্যন্ত দেশব্যাপী ৬৩ জেলায় 'বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা বইমেলা'র আয়োজন করা হয়।

**বেসরকারি গ্রন্থাগার তালিকাভুক্তি:** জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র দেশে বই পড়ার সংস্কৃতিকে বেগবান করার লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারসমূহকে তালিকাভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৯০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারকে যাচাই-বাছাইক্রমে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

**বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অনুদান প্রদান:** দেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোর মান উন্নয়নের মাধ্যমে পাঠকদের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, সেবার মান উন্নয়ন, নতুন পাঠক সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্বখাতের অনুদানের বই জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে সরবরাহ করে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ৮৯০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের

আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ২০২২ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি ও পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব মমতা ব্যানার্জী

মধ্যে ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে রয়েছে ৫০% মূল্যমানের বই এবং ৫০% নগদ অর্থ।

**সেমিনার/আলোচনা সভা আয়োজন:** জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছর আন্তর্জাতিক গ্রন্থদিবস, বইমেলা, বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ, কবি-সাহিত্যকদের জন্ম-মৃত্যু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। আয়োজিত আলোচনা সভা ও সেমিনারের উদ্দেশ্য হলো লেখক, পাঠক, বেসরকারি গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি ও গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করা, সমন্বিতভাবে পাঠক সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ, দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সহায়ক ভূমিকা পালন করা। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে দেশে এবং বিদেশে মোট আট (০৮)টি আলোচনা সভা/সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। তন্মধ্যে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ২০২২-এ ৩-৪ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ক। 'রাজনীতির কবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং তাঁর তিনটি বই; খ। 'বাংলাদেশ-ভারত বই বিনিময় ও বিপণন: সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক সেমিনার ও গ। ৪ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত 'সোনার বাংলার স্বপ্নযাত্রা: শেখ মুজিব থেকে শেখ হাসিনা' প্রভৃতি সেমিনারগুলো উল্লেখযোগ্য।

**বেসরকারি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান:** জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছর দেশের তৃণমূল পর্যায়ের বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, পাঠকসেবার মানোন্নয়ন, নতুন পাঠক সৃষ্টি ও গ্রন্থাগারে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'বেসরকারি গ্রন্থাগারিকদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র হতে দুইটি ধাপে ১১৩টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের ১১৩ জন গ্রন্থাগারিক/গ্রন্থাগার প্রতিনিধিকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বেসরকারি গ্রন্থাগারিকদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. আবুল মনসুর (ডান দিকে) এবং সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দিচ্ছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি।

**মুজিবশতবর্ষে শত গ্রন্থাগারে সহস্র শিক্ষার্থীকে নিয়ে 'পড়ি বঙ্গবন্ধুর বই, সোনার মানুষ হই' শীর্ষক পাঠ-কার্যক্রম আয়োজন:** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিশেষ কার্যক্রম হিসেবে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে মুজিবশতবর্ষে শত গ্রন্থাগারে 'পড়ি বঙ্গবন্ধুর বই, সোনার মানুষ হই' শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই কার্যক্রমে সারাদেশের ১০০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের ১০০০ শিক্ষার্থী বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটি পাঠ এবং পাঠ-উত্তর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। আরও প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষার্থী/পাঠক স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ কার্যক্রমে অংশ নেন । জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালনা বোর্ডের সদস্য ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জনাব মফিদুল হকের নেতৃত্বে এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (লাইব্রেরি) জনাব অসীম কুমার দে'র তত্ত্বাবধানে ৫ সদস্য-বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা কমিটির নির্দেশনায় কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করা হয়। প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগ হতে ৩টি গ্রুপে ৯ জন করে মোট ৮০ জন সেরা পাঠককে পুরস্কার হিসেবে ৫০০০/- টাকা সমমূল্যের বই এবং ৫০০০/- টাকা নগদ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি সেরাদের মধ্য থেকে ৩ গ্রুপে ৯ জনকে জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী পাঠককে একটি সনদপত্র ও দুটি করে সুনির্বাচিত বই প্রদান করা হয়েছে। গত ২১ জুন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে এ পাঠ কার্যক্রমের সনদপত্র ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ ও সভাপতিত্ব করেন সম্মানীয় সচিব মোঃ আবুল মনসুর। উল্লেখ্য,

জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানটি ছাড়াও অংশগ্রহণকারী ১০০টি বেসরকারি গ্রন্থাগার তাদের অংশগ্রহণকারী পাঠক ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে সারা দেশে আরও ১০০টি অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সনদপত্র বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে একটি বাণী প্রদান করেছেন এবং তা প্রতিটি অনুষ্ঠানে পড়ে শোনানো হয়েছে।

'পড়ি বঙ্গবন্ধুর বই, সোনার মানুষ হই' শীর্ষক পাঠ কার্যক্রমের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের হাতে সনদপত্র ও ক্রেস্ট তুলে দেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবুল মনসুর।

**বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ:** বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পকে তুলে ধরা এবং বইয়ের বাজার সৃষ্টি করার লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ২০২১-২০২২ অর্থবছরে লন্ডন, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট, ভারতের কলকাতা ও আগরতলাসহ ৫টি আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলা ২০২১ এ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন উদ্বোধন করছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি

আগরতলা বইমেলা ২০২২ এ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন উদ্বোধন করছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি

**জাতির পিতার জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন:** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক আয়োজিত লোকজ মেলায় বইমেলা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়ের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

**অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণ:** দেশব্যাপী করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতির অবনতির কারণে এ বছর বাংলা একাডেমির অমর একুশে বইমেলার সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়। পরিবর্তিত সময়সূচি অনুযায়ী জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বাংলা একাডেমির অমর একুশে বইমেলায় দৃষ্টিনন্দন স্টল নিয়ে মাসব্যাপী অংশগ্রহণ করেছে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের স্টলে 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ' বিষয়ক নির্বাচিত গ্রন্থ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রাখা হয়।

**ত্রৈমাসিক 'বই' পত্রিকা প্রকাশ:** দেশের প্রকাশনা জগতের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনা 'বই' । গ্রন্থজগতের তথা বই ও বইয়ের জগৎ সম্পর্কিত এ মাসিক পত্রিকাটি বর্তমানে ত্রৈমাসিক সাময়িকী হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রন্থবিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধ, নতুন বই, লেখক, পাঠক ও গ্রন্থউন্নয়ন সম্পর্কিত লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রতিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পত্রিকাটির চার (০৪)টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

**বিশ্ব গ্রন্থ ও কপিরাইট দিবস উদ্‌যাপন :** বিশ্ব গ্রন্থ ও কপিরাইট দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৩-২৬ এপ্রিল ২০২২ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ভবনের নীচতলায় বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ বিষয়ক চারদিনব্যাপী এক গ্রন্থ- প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। যৌথভাবে উক্ত গ্রন্থ-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালনা বোর্ডের সদস্য ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সভাপতি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। গ্রন্থ-প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর।

চারদিনব্যাপী এ গ্রন্থপ্রদর্শনীর সমাপনী দিন ২৬ এপ্রিল ২০২২ ঢাকার বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহ ও বিশিষ্ট প্রকাশকদের অংশগ্রহণে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র মিলনায়তনে 'তরুণ প্রজন্মকে বইপাঠে উদ্বুদ্ধকরণে কার কী করণীয়' শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ম. হামিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব অসীম কুমার দে। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে ৫০ জন বর্ষসেরা শিশুকিশোর পাঠককে পুরস্কৃত করা হয়।

বিশ্ব গ্রন্থ ও কপিরাইট দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৩-২৬ এপ্রিল ২০২২ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ভবনের নীচতলায় বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ বিষয়ক চারদিনব্যাপী গ্রন্থ- প্রদর্শনীর উদ্বোধন।

২৬ এপ্রিল ২০২২ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র মিলনায়তনে 'তরুণ প্রজন্মকে বইপাঠে উদ্বুদ্ধকরণে কার কী করণীয়' শীর্ষক সেমিনারে বর্ষসেরা শিশুকিশোর পাঠককে পুরস্কার প্রদান

**২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কর্মপরিকল্পনা**

- বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের উন্নয়ন ও যুব সমাজকে গ্রন্থাগারমুখী করার লক্ষ্যে ৮২০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারকে বই ও আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং তাদের উদ্বুদ্ধকরণ;
- গ্রন্থাগার বিষয়ক ০১টি তথ্যমূলক নির্দেশিকা প্রকাশ;
- বেসরকারি গ্রন্থাগারের ৬০ জন গ্রন্থাগারিক/ প্রতিনিধিকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- দেশে-বিদেশে মোট ০৮টি আলোচনা সভা/ সেমিনার/ কর্মশালা-এর আয়োজন;
- গ্রন্থাগারে ৬৫০০ জন পাঠককে সেবা প্রদান;
- ৪টি সাময়িকী প্রকাশ;
- অনুদান হিসেবে বেসরকারি গ্রন্থাগারে ৭০ হাজার কপি বই সরবরাহ;
- দেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারকে তালিকাভুক্তির জন্য প্রাপ্ত আবেদনের ৮০% নিস্পত্তি;
- পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০০টি আবেদনকারী গ্রন্থাগার/ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বই প্রদান; এবং
- বিভাগীয়/ জেলা পর্যায়ে ৯টি বইমেলার আয়োজন।

## বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁও

সোনারগাঁ বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন জনপদ। প্রায় তিনশত বছর সোনারগাঁও প্রাচীন বাংলার রাজধানী ছিল। সুলতানি আমলের শাসকগণ, বারো ভূঁইয়া প্রধান ঈসা খাঁ ও জগদ্বিখ্যাত মসলিন থেকে সোনারগাঁকে আলাদা করা যায় না। এরূপ এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক পটভূমিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম আর্থিক সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সরকার ১৯৭৫ সালের ১২ই মার্চ এক প্রজ্ঞাপনবলে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে। ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী সংস্কৃতিমনস্ক জাতি গঠনের ভিশন বাস্তবায়নের অভিলক্ষ্যে এর উৎকর্ষ সাধন, প্রসার, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনের কাজ ফাউন্ডেশন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন বাঙালি জাতিসত্তার প্রকাশে গবেষণাধর্মী সেবামূলক একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

### লোক কারুশিল্প মেলা

আবহমান বাংলার একটি অন্যতম আকর্ষণ হলো লোকমেলা। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন এদেশের লোকসংস্কৃতি ও লোকজ ঐতিহ্যের নিদর্শনাদি প্রদর্শন এবং এসকল কারুপণ্যের সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য প্রতিবছর লোক কারুশিল্প মেলার আয়োজন করে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন এদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য লোকসংস্কৃতি ও লোকজ ঐতিহ্যের নিদর্শনাদি সংগ্রহ সংরক্ষণ প্রদর্শন এবং এ বিষয়ে গবেষণার পাশাপাশি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাথে পরিচয় তুলে ধরার জন্য প্রতি বছরের ন্যায় ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ হতে মাসব্যাপী লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশের ১৬টি অঞ্চলের ১৪টি মাধ্যমের ৪৪ জন কারুশিল্পীর ২৪টি স্টলে তাদের শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া লোক ও কারুশিল্পের উদ্যোক্তাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান তথা শহুরে নাগরিকদের কাছে এ শিল্পপণ্য তুলে ধরার জন্য গত ৪ থেকে ৮ নভেম্বর ২০২১পর্যন্ত ঢাকাস্থ মহিলা সমিতিতে ‘কারুশিল্প মেলা ২০২১’এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে ‘জয়নুল মেলা ২০২১’ আয়োজন করা হয় ।

### 'কারুশিল্পী প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

ফাউন্ডেশন কর্তৃক ০৭ থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে ছয় দিনব্যাপী ‘ঐতিহ্যবাহী রিকশা পেইন্টিং’ শীর্ষক কমর্শালা আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় মোট ৫জন মাস্টার পেইন্টার আংশগ্রহণ করে। তাছাড়া ফাউন্ডেশন এবং ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের কারুশিল্প বিভাগ এর যৌথ উদ্যোগে ২৮ মার্চ ২০২২ থেকে ছয় দিনব্যাপী ‘বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী তালপাতার তন্তু সংগ্রহ, বুনন এবং পণ্য প্রস্তুত’ শীর্ষক কমর্শালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় মোট ২৬জন কারুশিল্পী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। অন্যদিকে, ফাউন্ডেশনের ১১ মে ২০২২ তারিখ ‘জামদানি শাড়ীর ঐতিহ্য ও বর্তমান প্রেক্ষাপট’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে ফাউন্ডেশনের কারুপণ্য বিপণন চত্বরের ১৩ জন কারুশিল্পী অংশগ্রহণ করে।

**পুরস্কার ও সম্মননা প্রদান**

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন উদ্যোক্তাদের লোকশিল্পের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি এবং পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের জন্য পাট, বেত, খেজুরপাতা, কাইসা ও তাল পাতার তৈরি পণ্য মাধ্যমে জনাব তরুন কুমার পাল এবং ম্যাট, ব্যাগ ও রানার মাধ্যমে জনাব আফসানা আসিফকে 'কারুশিল্পী উদ্যোক্তা পুরুস্কার ২০২২' করে। অন্যদিকে লোকশিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমের উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার এবং এ শিল্পে হারানো ঐতিহ্যকে গুরুত্বের সাথে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার মাধ্যমে আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন প্রিন্ট মিডিয়ায় দৈনিক দেশরূপান্তরের সাংবাদিক জনাব মো: রবিউল হোসাইন মোল্লাকে এবং ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ায় ডিবিসি নিউজ-এর সাংবাদিক জনাব তাহসিনা সাদেককে 'লোক কারুশিল্প মিডিয়াকর্মী ফেলোশিপ ২০২২' প্রদান করে। অন্যদিকে কারুশিল্পীদের উৎসাহিত করতে ২০১০ সালে চালুকৃত 'কারুশিল্পী পদক' প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আল্পনা অংকন মাধ্যমে জনাব দেখন বালা, সূজনী কাঁথা মাধ্যমে জনাব পারভিন আক্তার এবং রূপার অলঙ্কার মাধ্যমে জনাব মিলন 'লোক কারুশিল্প পদক ২০২২' প্রদান করা হয়। পদকপ্রাপ্ত কারুশিল্পীদের প্রত্যেককে এক ভরি ওজনের একটি স্বর্ণ পদক, নগদ ত্রিশ হাজার টাকা ও সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়। ফাউন্ডেশন এ পর্যন্ত বিভিন্ন মাধ্যমে মোট ১৬জন কারুশিল্পীকে পদকসহ পুরস্কার প্রদান করেছে। ফাউন্ডেশন দেশের ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প সখের হাড়ি' মাধ্যমের শিল্পী জনাব সুশান্ত কুমার পালকে 'জয়নুল আবেদিন আজীবন সম্মাননা ২০২২' প্রদান করে। সমগ্র জীবনের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে সম্মাননা হিসাবে একটি ক্রেস্ট এবং নগদ তিনলক্ষ টাকা প্রদান করা হয়।

**'কারু শিল্প জরিপ'**

কারুশিল্প ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের উন্নয়নে একটি তথ্যবহুল ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ভান্ডার তৈরি করার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন থেকে দেশব্যাপী কারুশিল্পীদের উপর জরিপ কাজ পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ২০২১-২০২২ পাইলট জরিপে ১০ জেলার ১১ টি উপজেলায় (সিরাজদিখান, শিবালয়, তানোর, মোহনপুর, জীবননগর, মুক্তাগাছা, মুন্সিগঞ্জ সদর, মোল্লারহাট, শিবগঞ্জ, সোনারগাঁ ও রাউজান) মোট ৫২৩ জন কারুশিল্পীর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

**গবেষণা ও প্রকাশনা**

গবেষণা-প্রকাশনা কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। ধারাবাহিক এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ফাউন্ডেশনে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১। 'সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘরে সংরক্ষিত অলংকার শিল্পের শ্রেণিকরণ ও নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ', ২। 'বাংলাদেশের গারো সম্প্রদায়ের বয়নশিল্পে ব্যবহৃত মোটিফের উৎপত্তি অনুসন্ধান ও নান্দনিক বিশ্লেষণ',৩।

‘বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় নৌকা নির্মাণ কৌশল, ব্যবহারিক দিক ও নকশা’, ৪।‘লোকশিল্প মাধ্যম হিসেবে শোলা শিল্পের অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষাপট’, ৫। ‘বিপন্নপ্রায় কারুশিল্পে বিভিন্ন রকমের উদ্ভিজ উপকরণের বুননের ব্যবহার’, ৬। ‘Folk tradition of ‘Wall Painting’ in Santal Vernacular Architecture: Aspiration, Documentation and Meaning of Symbols and the Search of an Ethnic Identity Through Architecture and Art’শীর্ষক গবেষণা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ২০২১-২২ অর্থবছরে ‘দারুশিল্পের নকশা বৈচিত্র্য: সোনারগাঁ ফাউন্ডেশন’ ও ‘Clay Dolls and Toy of Bangladesh’ শীর্ষক ২টি গবেষণা গ্রন্থ এবং লোক ও কারুশিল্প নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছে।

**কারুপণ্যসংগ্রহ ও ডকুমেন্টেশন**

ফাউন্ডেশন প্রতিবছর লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করে থাকে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ২৪৭ টি লোক কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ছাড়া ফাউন্ডেশনের সংগ্রহে থাকা নিদর্শনের মধ্যে পাথরের ১২৩টি এবং মৃৎশিল্পের ৬০২টি নিদর্শনের ক্যাটালগ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

**বড় সরদারবাড়ি গ্যালারী সজ্জিতকরণ**

প্রায় ছয়শ’ বছরের পুরনো প্রাচীন এ ভবনটি ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে অবস্থিত বড় সরদারবাড়ি ভবনটির আয়তন ২৭ হাজার ৪০০ বর্গফুট যার নিচতলায় ৪৭টি এবং দ্বিতীয়তলায় ৩৮টি কক্ষ রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ ভবনটির নিচতলায় কাঠের কারুপন্য দিয়ে কাঠ শিল্পের গ্যালারি এবং মৃৎশিল্পের নিদর্শন দিয়ে মৃৎশিল্পের গ্যালারি সজ্জিত করা হয়েছে।

## ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার জন্য ২০১০ সালে একটি সমন্বিত আইন প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে নতুন ৩টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসহ ১০টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ০৩টি পার্বত্য জেলায় এবং ০৭ টি সমতল জেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

**উদ্দেশ্য**

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় বসবাসরত প্রত্যেক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ইতিহাস, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তথা ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, কারুশিল্প, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, প্রথা, সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করা।

**কার্যক্রম**

(ক) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বসবাসরত প্রত্যেক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ইতিহাস, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তথা ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, কারুশিল্প, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, প্রথা, সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করা;

(খ) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের জীবনধারা, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সমাজ ও সংস্কৃতির উপর সেমিনার, সম্মেলন ও প্রদর্শনীর আয়োজন এবং সেই সব বিষয়ে পুস্তক ও সাময়িকী প্রকাশনা এবং প্রমাণ্য চিত্র ধারণ ও প্রচার করা;

(গ) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের জনগণকে জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতধারার সহিত সম্পৃক্ত করিবার লক্ষ্যে বিভিন্ন দিবস ও উৎসব উদ্‌যাপন, স্থানীয় শিল্পীদের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী উৎসবসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা;

(ঙ) ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, নাট্য ও চারুকলার বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(চ) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সাংস্কৃতিক এবং নাট্য সংগঠনসমূহকে আর্থিক অনুদান এবং আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ও অসহায় শিল্পীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা;

(ছ) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক উপকরণাদি সংগ্রহপূর্বক জাদুঘর স্থাপন করা;

(জ) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধনে সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন;

(ঝ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পর্যটন শিল্প বিকাশে ব্যবস্থা গ্রহণ করা; নিম্নে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো:

### ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি, বিরিশিরি, নেত্রকোণা

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহ যেমন গারো, হাজং, কোচ, বানাই, হদি, ডালু এসব নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সংরক্ষণ, পরিচর্যা, উন্নয়ন ও চর্চা এবং লালনের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর উপজেলাধীন বিরিশিরি নামক স্থানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বৃহত্তর ময়মনসিংহে বসবাসরত উল্লেখিত নৃ-গোষ্ঠীসমূহের রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সামাজিক প্রথা-পদ্ধতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। কিন্তু কালের বিবর্তনে সে সব আকর্ষণীয়, বর্ণিল ও মূল্যবান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সমূহ হারিয়ে যেতে বসেছে। কোনো কোনো নৃগোষ্ঠির ভাষা ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো একেবারেই হারিয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ একাডেমিটি অত্র অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমূহের বিলীয়মান সংস্কৃতি সংরক্ষণ, লালন, চর্চা ও প্রয়োজনীয় উন্নয়ন সাধনসহ বৃহত্তর জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের বিকাশকে সাবলীল, সহজীকরণ ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এ সব নৃ-গোষ্ঠীসমূহের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, নৃত্য-গীত প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, নিয়মিত চর্চা, সংশ্লিষ্ট নৃ-গোষ্ঠীদের নিজ সংস্কৃতি ভালোবাসা ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধকরণ; তাদের প্রধান উৎসবসমূহ; প্রকাশনা, অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রভৃতি মাধ্যমে সংরক্ষণের কার্যাদি সম্পাদন করে যাচ্ছে।

## ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

### জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপন

✪ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশত বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ও আনন্দ শোভাযাত্রা; স্কুল পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের জাতির পিতার প্রতিকৃতি অঙ্কণ প্রতিযোগিতা; বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা; জাতির পিতাকে নিয়ে লিখিত কবিতা পাঠের আসর; জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কেক কর্তন ও মোমবাতি প্রজ্বলন; আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

✪ মহান বিজয় দিবস ২০২১ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষ্যে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ও আনন্দ শোভাযাত্রা; স্কুল পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা; দেশাত্মবোধক গান ও নৃত্য প্রতিযোগিতা; আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

✪ মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রভাত ফেরি ও শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন; স্কুল পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের বাংলা সুন্দর হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা; একুশের কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা; দেশাত্মবোধক গান প্রতিযোগিতা; আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

✪ মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষ্যে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ও আনন্দ শোভাযাত্রা; স্কুল পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বিষয়ক চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা; দেশাত্মবোধক গান ও নৃত্য প্রতিযোগিতা; আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

✪ 'পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ' উপলক্ষ্যে মঙ্গল শোভাযাত্রা; আলোচনা সভা এবং একাডেমির নিজস্ব সাংস্কৃতিক দল ও স্থানীয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলের সমন্বয়ে ৩ দিনব্যাপী মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

### স্মরণীয়-বরণীয় মহান ব্যক্তিত্বদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন

✪ বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মজয়ন্তী এবং ৮০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

✪ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্মবার্ষিকী এবং ৪৫তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

### ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উৎসব

✪ ১১ ও ১২ ডিসেম্বর ২০২১ দু'দিনব্যাপী গারো সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী বার্ষিক ওয়ানগালা উৎসব উপলক্ষ্যে রুগালা, আলোচনা সভা এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত সাংস্কৃতিক দলের অংশগ্রহণে গারো সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উৎসবের প্রথম দিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব কে এম খালিদ এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং দ্বিতীয় দিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আবুল মনসুর, সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

✪ ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর ২০২১ দু'দিনব্যাপী হাজং সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী বার্ষিক দেউলী উৎসব উপলক্ষ্যে দেউলী পূজা, আলোচনা সভা এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত সাংস্কৃতিক দলের অংশগ্রহণে হাজং সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উৎসবের প্রথম দিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব দেলোয়ার হোসেন, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এবং দ্বিতীয় দিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মানু মজুমদার, মাননীয় সংসদ সদস্য, (নেত্রকোণা-১)।

✪ ০২ এপ্রিল ২০২২ তারিখ শেরপুর জেলাধীন নালিতাবাড়ি উপজেলার হদি অধ্যুষিত গ্রামের ভোগাইপুর মাঠে হদিসম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী বসন্তবর্ত (গাঁওবর্ত) উৎসব ২০২২ উপলক্ষ্যে গাঁওবর্ত পূজা, আলোচনা সভা ও হদি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব লিটন দেবসেন, সভাপতি, হদি-ক্ষত্রিয় কল্যাণ পরিষদ।

✪ ২৭ এপ্রিল ২০২২ তারিখ কোচ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী বিহু উৎসব ২০২২ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও কোচ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয় অধ্যাপক রফিক উল্লাহ খান, উপাচার্য, শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোণা।

**সেমিনার/কর্মশালা**

✪ ২৬ জুন ২০২২ তারিখ দিনব্যাপী স্থানীয় গারো হাজং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীয় যুবক-যুব মহিলাদের নিয়ে "বেকারত্ব হ্রাস ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ফ্রি-ল্যান্সিং-এর ভূমিকা: প্রেক্ষিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীয় যুব সমাজ" শীর্ষক একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার মূল সহায়ক ছিলেন জনাব সুবীর নকরেক, গ্রাফিক-ওয়েব-ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সপার্ট, প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, নকরেক আইটি ইন্সটিটিউট। তার সহযোগী সহায়ক হিসেবে ছিলেন জনাব হৃদয় বর্মণ, গ্রাফিক ডিজাইনার, নকরেক আইটি ইন্সটিটিউট এবং জনাব চিকজিম নকরেক, ডিজিটাল মার্কেটার ও ডিজাইনার, নকরেক আইটি ইন্সটিটিউট।

**প্রকাশনা**

✪ গবেষণা পত্রিকা 'জানিরা' ২৮তম সংখ্যা ছাপানো হয়েছে।

✪ সাহিত্য পত্রিকা 'মাটির সুবাস' ১১তম সংখ্যা ছাপানো হয়েছে।

**ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা**

প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি, নেত্রকোণা-এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পে একাডেমির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্যে জাদুঘর-কাম-প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণ, পরিচালকের বাসভবন নির্মাণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ, সীমানা দেয়াল নির্মাণ এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীয় জীবন-সংস্কৃতির উপর টেরাকোটা ও ম্যুরাল নির্মাণ - এসব প্রয়োজনীয় অঙ্গসমূহ অন্তর্ভুক্তি করা আছে।

## ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে ৫০৯৩ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত গিরি নির্ঝরিণী হ্রদ, নদী, পাহাড় পর্বত এবং অরণ্যের মায়াবীলীলা নিকেতন বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এ তিনটি জেলা নিয়ে পার্বত্য অঞ্চল। স্মরণাতীতকাল থেকে এই পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য, রীতিনীতি, সমাজ ব্যবস্থা এবং ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি নিয়ে বসবাস করে আসছে। এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা হলো- চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, লাসাই, পাংখোয়া, বম, খিয়াং, চাক, খুমি ও গুর্খা। এ সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন এবং এ সংস্কৃতিকে দেশের জাতীয় সংস্কৃতির মূলস্রোত ধারার সাথে সম্পৃক্তকরণের উদ্দেশ্যে তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের স্মারক নং-এফ.২/৪৯/৭৬-(সি)/৫০০/৭, তারিখ-ঢাকা-২২.০৬.১৯৭৬ খ্রিঃ মূলে ১৯৭৮ সালে রাঙ্গামাটিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ ইনস্টিটিউট তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করে আসছে। বিগত ১২ এপ্রিল ২০১০ মহান জাতীয় সংসদে "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০" আইন প্রণীত হয়। এই আইনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে রূপ লাভ করে। বর্তমানে এই ইনস্টিটিউট সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে আইন দ্বারা নির্ধারিত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে আসছে।

**২০২১-২০২২ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম**

**১৫ই আগস্ট ২০২১ জাতীয় শোকদিবস পালন :** স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ পালন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় ও মিলাদ মাহফিল আয়োজন করা হয়।

**ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প বুনন প্রশিক্ষণ:** এ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ২৪/১০/২০২১ থেকে ০৭/১১/২০২১ তারিখ পর্যন্ত ১৫ দিন ব্যাপী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প বুনন প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়। মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

**নাটক প্রশিক্ষণ:** এ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ১৫/১১/২০২১ থেকে ২৯/১১/২০২১ তারিখ পর্যন্ত ১৫ দিনব্যাপী নাটক প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়। মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

**নাটক মঞ্চায়ন:** এ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ০৯ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ কাপ্তাই উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে "কুয়াশা" শীর্ষক নাটক মঞ্চস্থ করা হয়।

**শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন:** শহীদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে এ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে শিশু কিশোরদের সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

**সেমিনার আয়োজন:** এ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে "পাংখোয়া ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবন জীবিকা" শীর্ষক দিনব্যাপী সেমিনার আয়োজন করা হয়।

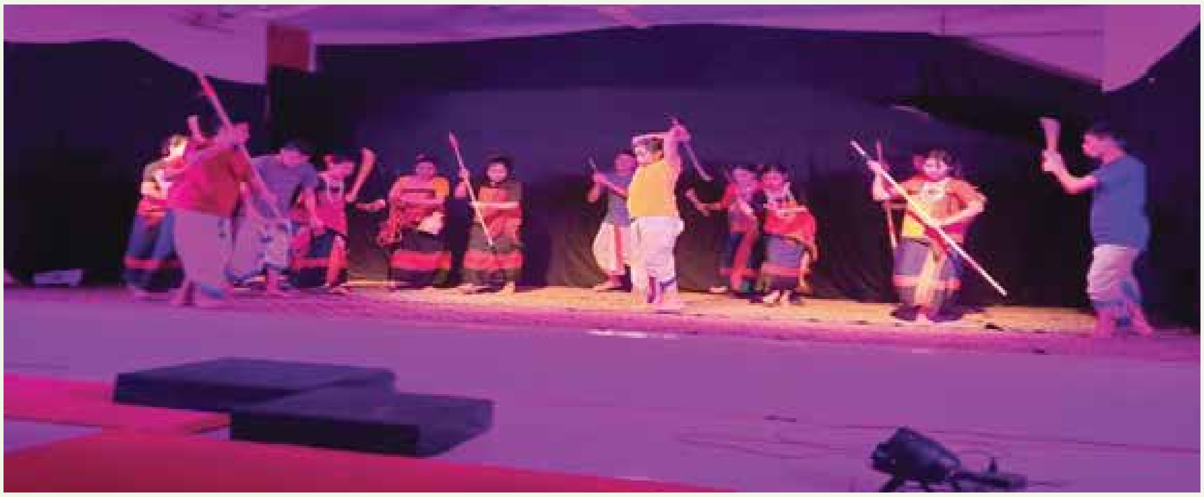

পাংখোয়া ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মোট ৪৫ জনপ্রতিনিধি সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। রাঙ্গামাটি পার্বত্যজেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব অং সুই প্রু চৌধুরী দিনব্যাপী সেমিনার উদ্বোধন করেন।

**জাতীয় শিশুদিবস ২০২২ উদযাপন :** ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে অত্র ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে কবিতা আবৃত্তি, দেশাত্ববোধক সঙ্গীত ও ছড়া গানের প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

**বিজু সাংগ্রাই বৈসুক বিষুমেলা ২০২২:** পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ঐতিহ্যবাহী প্রধান সামাজিক উৎসব বিজু সাংগ্রাই বৈসুকবিষু ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ৪ এপ্রিল ২০২২ থেকে ০৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখ পর্যন্ত পাঁচ দিনব্যাপী বিজু মেলা আয়োজন করা হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব দীপংকর তালুকদার এমপি পাঁচ দিনব্যাপী মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। পাঁচ দিনব্যাপী মেলায় ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন খেলাধুলা প্রতিযোগিতা, নাটক মঞ্চায়ন ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

**বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২২:** এ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ৩১/০৫/২০২২ থেকে ০২/০৬/২০২২ তারিখ পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী জেলা পর্যায়ে বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ২৩৩ জনকে পুরস্কার ও সনদপত্র প্রদান করা হয়। রাঙ্গামাটি পার্বত্যজেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব অং সুই প্রু চৌধুরী বিজয়ীদের পুরস্কার ও সনদপত্র প্রদান করেন।

**ঐতিহ্যবাহী হালপালনী উৎসব পালন:** ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ঐতিহ্যবাহী হালপালনী উৎসব উদযাপন উপলক্ষ্যে অত্র ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ৩০/০৬/২০২২ তারিখ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

**মারমা নৃগোষ্ঠীর লোককাহিনী মূলক নাটক মঞ্চায়ন:** অত্র ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ১৭/০৬/২০২২ তারিখ কাউখালী উপজেলায় মারমা নৃগোষ্ঠীর লোককাহিনী মূলক নাটক "রাজ কুমারী নাইন্দীয়া" নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

**চাকমা ভাষা ও বর্ণমালা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স:** এ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ১৯/০৬/২০২২ থেকে ২৫/০৬/২০২২ তারিখ পর্যন্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে চাকমা ভাষা ও বর্ণমালা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স ২০২২ আয়োজন করা হয়। মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

### ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান

'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০' আইনের আওতায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বতন্ত্র আইনগত সত্ত্বাবিশিষ্ট সংবিধিবদ্ধ একটি সংস্থা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও প্রতিষ্ঠানের পূর্বনাম 'উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান'এর স্থলে বর্তমান নাম হয়েছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান।

**২০২১-২০২২ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলি**

এক মাস মেয়াদি (৩০ কর্মদিবস হিসেবে) মারমা, বম, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা ও খেয়াং সংগীত ও নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন ২২টি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫৮২ জন।

সাত কর্মদিবস মেয়াদি কর্মশালাভিত্তিক ৪টি অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় নাটক, থিয়েটার ও লোকনাট্য মঞ্চায়ন কর্মসূচির আওতায় মারমা, খেয়াং, বম ও তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় ৪টি নাটক মঞ্চায়ন করা হয়। ৭০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংগীত ও নৃত্য বিষয়ে অনলাইনভিত্তিক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১ এবং বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ৯টি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ১৬টি পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। মোট পুরস্কারের সংখ্যা ৮২০টি।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গত ২৬ আগস্ট ২০২১ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৭ (সতেরো) দিনব্যাপী কর্মসূচির আওতায় বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে বান্দরবান পার্বত্য জেলার ৭টি উপজেলার সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অর্থাৎ চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, বম, লুসাই, খেয়াং, চাক, খুমী এবং পাংখোয়া সংগীত ও নৃত্য বিষয়ে 'মুজিববর্ষ উপজেলাভিত্তিক অনলাইন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১' আয়োজন করা হয়।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত মোট ০৮ (আট) দিনব্যাপী কর্মসূচির আওতায় বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে বান্দরবান পার্বত্য জেলার সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অর্থাৎ চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, বম, লুসাই, খেয়াং, চাক, খুমী এবং পাংখোয়া সংগীত ও নৃত্য বিষয়ে 'স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী জেলা পর্যায়ে অনলাইন ভিত্তিক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১" আয়োজন করা হয়।

২০ নভেম্বর ২০২১ ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক ইউনিয়নের নোয়া পাড়ার প্রেনপং ম্রো'র জুমে 'ম্রোদের নবান্ন উৎসব চমুংপক পই ও লোকসাংস্কৃতিক উৎসব ২০২১' উপলক্ষ্যে আয়োজিত শুভ চমুংপক পই মঙ্গল শোভাযাত্রা, জুমের নতুন ফসল উৎসর্গ ও প্রার্থনা, জুমচাষের সরঞ্জামাদি ও জুমের নতুন ফসল প্রদর্শন, নতুন ধানের পিঠামেলা, ম্রোদের লোকসংগীত ও লোকনৃত্যানুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিদেরকে নবান্ন পরিবেশন করা হয়।

২৭ নভেম্বর ২০২১ ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক ইউনিয়নের বেথানী পাড়ার জনাব লাল জুয়াল বম'র জুমে 'বমদের নবান্ন উৎসব ফাথার বুহ্ তেম ও লোকসাংস্কৃতিক উৎসব ২০২১' উপলক্ষ্যে আয়োজিত ফাথার বুহ্ তেম মঙ্গল শোভাযাত্রা, জুমের নতুন ফসল উৎসর্গ ও প্রার্থনা, জুমচাষের সরঞ্জামাদি ও জুমের নতুন ফসল প্রদর্শন, নতুন ধানের পিঠামেলা, বমদের লোকসংগীত ও লোকনৃত্যানুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিদেরকে নবান্ন পরিবেশন করা হয়।

১৬ ডিসেম্বর ২০২১ বৃহস্পতিবার বান্দরবান জেলা স্টেডিয়ামে সর্বসাধারণের উপস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক (সম্প্রচারিত) বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে শপথ অনুষ্ঠানে এ ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং শিল্পী ও শিক্ষার্থীসহ মোট ১০০ (এক শত) জন অংশগ্রহণ করেন।

২৯ মার্চ ২০২২ মঙ্গলবার খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সাথে বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইনস্টিটিউট অডিটরিয়ামে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে চাকমা ভাষায় রচিত প্রথম গীতিনৃত্যনাট্য 'রাধামন ধনপুদি' এবং

দু ইনস্টিটিউটের শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মং সুই প্রু চৌধুরী।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে ইনস্টিটিউট অডিটরিয়ামে গত ২৬ বৈশাখ ১৪২৯ (০৯ মে ২০২২) সোমবার আলোচনা সভা ও একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'আগুনের পরশমণি' আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে গত ২৫ এপ্রিল ২০২২ সোমবার দিনব্যাপী আয়োজিত 'রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ১৪২৯/২০২২'এর বিজয়ীদের পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ করা হয়। মোট পুরস্কার ৪৯টি।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে গত ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ (২৮ মে ২০২২) শনিবার আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'আমি যার নূপুরের ছন্দ' আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে গত ১৯ মে ২০২২ বৃহস্পতিবার ও ২০ মে ২০২২ শুক্রবার দুই দিনব্যাপী আয়োজিত 'নজরুল জন্মবার্ষিকী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ১৪২৯/২০২২'এর বিজয়ীদের পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ করা হয়। মোট পুরস্কার ৬১টি।

দুই মাস মেয়াদি (৬০ কর্মদিবস হিসেবে) মারমা, বম, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক, ত্রিপুরা, খুমী ও চাকমা অর্থাৎ ৮টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষার বর্ণমালার মাধ্যমে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা শিক্ষা কোর্স (অক্ষর জ্ঞান)' আয়োজন ১৯টি। মাতৃভাষা শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৪৫ জন।

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষায় লিখতে, পড়তে ও বলতে পারার দক্ষতা পরীক্ষা এবং সার্বিক ক্ষেত্রে মান উন্নয়ন করার উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউটের গবেষণা ও প্রকাশনা শাখা উদ্যোগে গত ১৯ মে ২০২২ বৃহস্পতিবার হতে ০৩ জুন ২০২২ শুক্রবার পর্যন্ত (ক) মারমা ভাষা, (খ) বম ভাষা, (গ) ম্রো ভাষা, (ঘ) তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা, (ঙ) চাক ভাষা, (চ) ত্রিপুরা ভাষা, (ছ) খুমী ভাষা ও (জ) চাকমা ভাষা অর্থাৎ ৮টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষার বর্ণমালার মাধ্যমে 'মাতৃভাষায় সাহিত্য প্রতিযোগিতা ২০২১' আয়োজন করা হয়। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বিষয়ক 'রচনা প্রতিযোগিতা ২০২১' এবং 'সুবর্ণজয়ন্তী রচনা প্রতিযোগিতা' আয়োজন করা হয়। মোট পুরস্কার ২০২টি।

শুভ নবান্ন উৎসব ১৪২৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গত ২৪ জুন ২০২২ 'তঞ্চঙ্গ্যা নৃগোষ্ঠীর নবান্ন উৎসব - নোয়াভাত খানা' শীর্ষক দিনব্যাপী একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী মোট রিসোর্স পার্সন ৫৩ জন।

দুই মাস মেয়াদি (৬০ কার্যদিবস হিসেবে) মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, চাকমা ও খেয়াংদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন (কেবল নারীদের জন্য) ০৮টি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তাঁতীর সংখ্যা ১৫৬ জন।

## কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কক্সবাজার

সরকার ৫ জানুয়ারি ১৯৯৪ তারিখে রাঙ্গামাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট-এর কক্সবাজার আঞ্চলিক কার্যালয়টিকে 'কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র' নামে সরাসরি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি স্বতন্ত্র কার্যালয় হিসেবে স্থাপন করে। কক্সবাজারে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে এ জেলায় সাংস্কৃতিক কার্যাক্রম জোরদার করার লক্ষ্যেই এই কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। কক্সবাজারে আগত দেশি-বিদেশি পর্যটকদের নিকট কক্সবাজারের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে যথাযথভাবে তুলে ধরা, আঞ্চলিক নৃত্য-গীতসহ পারফর্মিং আর্টের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কক্সবাজারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ পূর্বক জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতধারার সাথে এ অঞ্চলের সংস্কৃতিকে সম্পৃক্ত করাই এ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

### ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি

✪ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬তম মৃত্যু বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র-এর উদ্যোগে চিত্রাঙ্কন, কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার এবং জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর কবিতা, কথা ও অন্যান্য উপস্থাপনা আগস্ট গাথা এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

✪ গত ২৩-০৯-২০২১ থেকে ২৪-০৯-২০২১ দু'দিন ব্যাপী জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ- স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও দেশরত্ন এর উন্নয়ন উৎসব পালন।

✪ ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে সূর্যদয়ের সাথে সাথে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ, কেন্দ্রের ক্যাম্পাসে ১৫-১৭ ডিসেম্বর'২১ ০৩ (তিন) দিনব্যাপী আলোকসজ্জা এবং কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের শিল্পীদের অংশগ্রহণ।

✪ কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে "বিজয়ের উৎসব ২০২১" গত ১৭-৩১ ডিসেম্বর'২০২১ পর্যন্ত ১৫দিন ব্যাপী সমুদ্রের পাড়ে উন্মুক্ত মঞ্চে পর্যটন বিকাশে এবং পর্যটকদের বিনোদনের জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

✪ মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং জেলা প্রশাসন এর সাথে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। এ উপলক্ষ্যে কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও জেলা প্রশাসন এর উদ্যোগে গত ২২-২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত সপ্তাহ ব্যাপী কক্সবাজার পাবলিক লাইব্রেরি সংলগ্ন শহীদ দৌলত ময়দানে ভাষা ও সাংস্কৃতিক উৎসব-২০২২ আয়োজন করা হয়। উক্ত উৎসবে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য বিক্রয় ও প্রদর্শন করা হয়।

✪ ঐতিহাসিক ৭মার্চ' ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রে ক্যাম্পাসে আলোকসজ্জা ও বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত জয় বাংলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের শিল্পীদের নৃত্য পরিবেশন, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নিবেদিত গান ও স্বরচিত কবিতা পাঠ।

✪ ৩১ মার্চ'২০২২ তারিখ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে "উন্নয়নের নতুন জোয়ার বদলে যাওয়া কক্সবাজার"এই শ্লোগানে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের শিল্পীদের নৃত্য ও গান পরিবেশন।

✪ কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্দ্যেগে গত ১৭ - ১৯ এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ০৩ (তিন) দিন ব্যাপী কক্সবাজার শহরে রাখাইনদের সাংগ্রেং/জলকেলি উৎসব ।

✪ কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্দ্যেগে গত ২২-২৪ এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত টেকনাফের হোয়াইক্যং এ তঞ্চঙ্গ্যাদের বিহু উৎসব ২০২২ আয়োজন।

## ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি

গ্রণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ২য় ভাগের ২৩ 'ক' অনুযায়ী-রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

সংবিধানের এই ধারাবাহিকতায় খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটটি ২০০৩খ্রিঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির একটি প্রকল্পের মাধ্যমে " খাগড়াছড়ি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট" নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তী সময়ে ২০১০খ্রিঃ ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন-২০১০ মহান জাতীয় সংসদে পাস হলে এটি একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি নামে পুনঃ আত্নপ্রকাশ করে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। সরকারের অনুদান এবং নিজস্ব আয়ের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন-২০১০ অনুসারে বর্তমানে সমগ্র দেশে এ ধরণের ৭টি প্রতিষ্ঠান অর্ন্তভূক্ত আছে যা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র এবং নিজস্ব সত্ত্বাবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইনে উল্লেখ রয়েছে। যদিও ২০০৩খ্রিঃ সাল হতে কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে তথাপি ২০১০-১১খ্রিঃ অর্থবছর থেকে পৃথকভাবে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ বরাদ্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সেজন্য আমাদের বাস্তবিক কার্যক্রম এখনো ১২ বছর। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতির চর্চা,ঐতিহ্যসংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

(ক) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বসবাসরত প্রত্যেক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ইতিহাস, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তথা ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, কারুশিল্প, ধর্ম, আচার- অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, প্রথা, সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গবেষণা কর্মসূচী পরিচালনা করা;

(খ) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের জীবনধারা, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সমাজ ও সংস্কৃতির উপর সেমিনার, সম্মেলন ও প্রদর্শনীর আয়োজন এবং সেই সব বিষয়ে পুস্তক ও সাময়িকী প্রকাশনা এবং প্রামাণ্য চিত্র ধারণ ও প্রচার করা;

(গ) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের জনগণকে জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতধারার সহিত সম্পৃক্ত করিবার লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও উৎসব উদ্‌যাপন, স্থানীয় শিল্পীদের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঘ) আন্তঃজেলা সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচী গ্রহণ করা;

(ঙ) নিজ ও সরকারি সহায়তায় দেশে ও বিদেশে আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম তুলে ধরা;

(চ) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী উৎসবসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা;

(ছ) ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, নাট্য ও চারুকলার বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(জ) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সাংস্কৃতিক এবং নাট্য সংগঠনসমূহকে আর্থিক অনুদান এবং আর্থিকভাবে অস্ব”ছল ও অসহায় শিল্পীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা;

(ঝ) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিল্পীদের অংশগ্রহণে মিউজিক ভিডিও, অডিও গানের এ্যালবাম এবং ডকুমেন্টারী প্রকাশ করা;

(ঞ) কৃতি ও বরেণ্য শিল্পীদের সম্মাননা প্রদান করা;

(ট) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক উপকরণাদি সংগ্রহপূর্বক জাদুঘর স্থাপন করা;

(ঠ) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধনে সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন;

(ড) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পর্যটন শিল্প বিকাশে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

**মাতৃভাষায় কম্পিউটার সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র-তবলা প্রশিক্ষণ**

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি কর্তৃক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংগীত, নৃত্য, নাটক ও যন্ত্র সংগীত (তবলা) বিষয়ে প্রতি বছর উচ্চতর প্রশিক্ষণেরআয়োজন করা হয়। প্রতিটি কোর্সের মেয়াদকাল ৬ মাস। এজন্য বছরে ২ বার ভর্তি করানো হয়ে থাকে।এ বছর মাতৃভাষায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণে প্রায় ২০ জন, সাধারণ সংগীতে ৪০ জন, উপজাতীয় সংগীতে ১৫ জন এবং বাদ্যযন্ত্র- তবলায় প্রায় ২০ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ নিয়েছে।

**বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা**

খাগড়াছড়ি জেলায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশু ও কিশোরদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে প্রতি বছর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি কর্তৃক বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। মূলত যারা সংগীত, নৃত্য, বাদ্যযন্ত্র, অভিনয়, আবৃত্তি ইত্যাদি শিল্প মাধ্যম চর্চা করে থাকেন, তদেরকে আরো উৎসাহ প্রদানের জন্য এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। জেলার নয়টি উপজেলা হতে প্রতিযোগীরা অংশগ্রহন করে থাকেন। বিগত ১,৩,৪,৫ ও ৬ নভেম্বর ২০২০খ্রিঃ পাঁচ দিন ব্যাপী বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতাগুলো অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সংগীত (দেশাত্মবোধক), উপজাতীয় সংগীত(চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা), নৃত্য(চাকমা,মারমা ও ত্রিপুরা), কবিতা আবৃত্তি এবং বাদ্যযন্ত্র- তবলা এই ০৫টি বিষয়ে প্রতিযোগিতাগুলো অনুষ্ঠিত হয়।এ প্রতিযোগিতায় অত্র জেলার উদীয়মান শিল্পী এবং ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে।যদিও করোনা পরিস্থিতির কারণে অনেক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করতে পারেনি। সামনের বছর যদি করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়, তাহলে উক্ত প্রতিযোগিতাটি আরো আড়ম্বরপূর্ণভাবে আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। উক্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে সনদপত্র ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ির সম্মানিত সদস্য জনাব শুভমঙ্গল চাকমাসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

**আর্টক্যাম্প**

“বঙ্গবন্ধু ও স্বপ্নের পাহাড় শীর্ষক আর্ট ক্যাম্প-২০২২খ্রিঃ” শিরোনামে গত ১৮ই নভেম্বর-২১শে নভেম্বর ২০২১খ্রিঃ ০৪ দিন ব্যাপী অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক এক আর্ট ক্যাম্পঅনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগসহ অন্যান্যচারুকলা ইনস্টিটিউট হতে গ্রেজুয়েশন সম্পন্ন করা স্বনামধন্য ও প্রতিষ্ঠিত প্রায় ২০ জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর চিত্রশিল্পী অংশগ্রহণ করে। উক্ত আর্ট ক্যাম্প অনুষ্ঠানটি শুভ উদ্বোধন করেন জনাব মংসুইপ্রু চৌধুরী, মাননীয় চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি,বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ বশিরুল হক ভুঞা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি। এছাড়াও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস, মাননীয় জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি, বিশেষ অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আবদুল আজিজ, পুলিশ সুপার, খাগড়াছড়ি ও জনাব মোঃ বোধিসত্ত্ব দেওয়ান, সদস্য, নির্বাহী পরিষদ, ক্ষুনৃসাই, খাগড়াছড়িসহ গণ্যমান্য আরো অনেকে।

**গুণীজন সম্মাননা**

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি কর্তৃক খাগড়াছড়িতে বসবাসরত বিশিষ্ট ও বরেণ্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর গুণী শিল্পী/ব্যক্তিদের সন্মানার্থে সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য প্রতিবছর সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ বছর পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও দার্শনিক ব্যক্তিত্ব জনাব প্রয়াত অশোক কুমার দেওয়ানকে মরনোত্তর সম্মাননা প্রদান করা হয়। তিনি "চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার" নামক ২টি গবেষণাধর্মী পুস্তক রচনা করেন।

**অডিও-ভিডিও প্রকাশনা**

২০২০-২১ অর্থবছরের অন্যতম আর একটি অর্জন হচ্ছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিল্পীদের অডিও/ভিডিও সিডি প্রকাশনা। প্রতি বছর অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক খাগড়াছড়িতে বসবাসরত চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের শিল্পীদের নিয়ে অডিও/ভিডিও সিডি প্রকাশনা করা হয়। এর মাধ্যমে প্রবীন গীতিকার ও সুরকারদের গান যেমন সংরক্ষিত হচ্ছে, তেমনি নতুন ও উদীয়মান গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী এবং অভিনয় শিল্পীরা তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ তৈরী হচ্ছে। এ বছর চাকমা গানের উপর ০১টি অডিও এ্যালবাম এবং "জিত্তোবানী" নামে ৩ পর্বের ধারাবাহিক নাটক এবং মারমা সম্প্রদায়ের মিউজিক ভিডিও প্রকাশনা করা হয়।

**বিজু, বৈসু, সাংগ্রাই উৎসব- ২০২২ খ্রিঃ উদযাপন**

তিন পার্বত্য জেলায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সবচেয়ে বড় সামাজিক উৎসব হলো- বিজু, বৈসু, সাংগ্রাই উৎসব। এ সামাজিক উৎসবকে কেন্দ্র করেক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি প্রতিবছরই জাকঁজমকপূর্ণভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এবছরও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ৭, ৮, ৯ ও ১০ এপ্রিল ২০২২খ্রি: ০৪ দিনব্যাপী বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, কনসার্ট ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যদিও বিশ্বব্যাপী মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে গত ০২ বছর এ উৎসবটি পালিত হয়নি। তাই এবছর দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিভিন্ন সম্প্রদায়েরমিলন মেলা ঘটে এবং স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

**সেমিনার আয়োজন**

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি কর্তৃক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সমাজ, সংস্কৃতি, জীবনধারা, সাহিত্য ও আর্থ-সামাজিক বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনারের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এবছর মুজিব শতবর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক "স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু: পাহাড়ের অকৃত্রিম বন্ধু ও অভিবাবক" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

**সাংস্কৃতিক বিনিময় অনুষ্ঠান**

সংস্কৃতি একটি জাতিগোষ্ঠীর নৃ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের আভরণ এবং ঐতিহ্যের ধারক ও বাবহ। পৃথিবীর সকল জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল ও বৈশিষ্ট্য আলাদা আলাদাভাবে পরিলক্ষিত হয়। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রায় ০৪ বছর ধরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে "সাংস্কৃতিক বিনিময়" নামে একটি অনুষ্ঠান অর্ন্তভূক্ত করে। এবছর সাংস্কৃতিক বিনিময় অনুষ্ঠানটি বান্দরবান জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবানে অনুষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি উপলক্ষ্যে প্রতিবছর অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক র‌্যালী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

**আলপালনী(বর্ষাবরণ) অনুষ্ঠান**

অত্র ইনস্টিটিউটের কর্ম-পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জীবনযাত্রার মান সংরক্ষণ ও সংস্কৃতি লালন-পালন করা। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাসবাসরত ১১টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রায় সবাই "বর্ষাব রণ" কে কেন্দ্র করে উৎসব পালন করে থাকে। কারণ বর্ষাকালে প্রকৃতি, পাহাড়, গাছ-পালা, জুম এবং

প্রাণীকুল সবুজ-সজীবতায় যেমন ভরে ওঠে তেমনি পাহাড়ের ঝিরি, ঝর্ণা , নালা এবং ছোট নদীগুলোও চির যৌবনে পদার্পণ করে। মূলত কৃষি ও জুম ভিত্তিক জীবন-যাপনে বর্ষার গুরুত্বকে কেন্দ্র করে শতাব্দীকাল হতে এতদঞ্চলে প্রকৃতিক এ আশীর্বাদকে বরণ করা চর্চিত হয়ে আসছে। এবর্ষাবরণ উৎসবকে চাকমা নৃগোষ্ঠীর ভাষায় আলপালনি (বর্ষাবরণ) বলা হয়। মূলত বাংলা আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহের ৭ তারিখে এ উৎসবটি পালিত হয়।এদিনে গেরস্থরা লাঙ্গল এবং হালচাষে ব্যবহৃত গবাদি পশুকে হালচাষ করা থেকে বিরত রাখে। এসময় প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে এবং বাড়িতে বৈসাবি উৎসবের মতন বিভিন্ন তরকারি ও মাংস রান্না করা হয় এবং নানা ধরনের পিঠাও তৈরি করা হয়। আর এসব ব্যঞ্জনাদি দিয়ে আগত অতিথিদের আপ্যায়িত করা হয় এবছরও অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক এ ব্যতিমধর্মী উৎসবকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অত্র প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম এবং সেবার পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৬-২০২০ খ্রিঃ মধ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প শেষ হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ০৪ তলা বিশিষ্ট একটি নতুন ভবন নির্মিত হয়েছে। যার মধ্যে দিয়ে এ জেলার সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ এবং জেলার শিল্পী, লেখক, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মী তথা খাগড়াছড়িবাসীর জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। এই ভবনে পর্যাপ্ত অফিস কক্ষ, চারটি প্রশিক্ষণ কক্ষ, সেমিনার/কনফারেন্স রুম, প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ৩০ সিটের ডরমেন্টরি, প্রশস্ত ভিআইপি কক্ষ, ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ক্যান্টিন ব্যবস্থা, রেকর্ডিং রুম, ফটোগ্যালারি এবং লাইব্রেরিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে। এ নতুন ভবন নির্মাণের কাজ প্রায় ৯০% সমাপ্ত হয়েছে।

## রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী

বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা এবং সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে "রাজশাহী বিভাগীয় শহরে উপজাতীয় কালচারাল একাডেমি, খাগড়াছড়ি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট এবং মৌলভীবাজার মণিপুরি ললিতকলা একাডেমি স্থাপন" শীর্ষক শিরোনামে তিনটি উপজাতীয় ইনস্টিটিউট/একাডেমি নির্মাণ প্রকল্প জুলাই, ১৯৯৫ সালে শুরু হয়ে ডিসেম্বর, ২০০৩-এ সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নিয়ন্ত্রণে বাস্তবায়িত হয়।

রাজশাহী বিভাগীয় শহরে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মিত 'রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি'টি রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে মোল্লাপাড়া নামক স্থানে অবস্থিত। একাডেমির চারপাশে বেশ কয়েকটি ক্ষদ্র নৃগোষ্ঠী/আদিবাসী পাড়া রয়েছে। তাছাড়া বিভাগীয় একাডেমি হওয়ার কারণে একাডেমির বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সেমিনার, মেলা ও উৎসবে রাজশাহী বিভাগের মোট ৮ (আট) টি জেলা থেকেই ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ থাকে।

### ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি

**✪ উরাও জাতিসত্তার বৃহত্তম সামাজিক উৎসব কারাম উদ্‌যাপন**

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে দিঘরী রাজা পরিষদ তানোর এর সহযোগিতায় উরাও জাতিসত্তার বৃহত্তম সামাজিক উৎসব কারাম ২০২১ যথাযথ ধর্মীয় ও চিরায়ত রীতি অনুযায়ী উদযাপন করা হয়।

রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলাধীন চিনাশো গ্রামে অনুষ্ঠিত ২৭-২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তিন দিনব্যাপী কারাম উৎসবের প্রথম দিন ছিল চিরায়ত প্রথা অনুযায়ী কামার ডাল কাটা ও ঘটে স্থাপন, দ্বিতীয় দিন কারাম নৃত্য প্রতিযোগিতা এবং তৃতীয় দিন আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সমাপণী দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব পঙ্কজ চন্দ্র দেবনাথ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তানোর, রাজশাহী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, তানোর উপজেলার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ হায়দার রশিদ ময়না, একাডেমির নির্বাহী পরিষদ সদস্য জনাব যোগেন্দ্রনাথ সরেন, জনাব চিত্তরঞ্জন সরদার, জনাব সুসেন কুমার শ্যামদুয়ার, দিঘরী রাজা পরিষদের রাজা জনাব নিরেন খালকো, মন্ডমালা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব কামেল মারান্ডী, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও নেতৃবৃন্দ।

**✪ পাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের পুণে ক্ষেষা ক্ষাড়িয়ে উদ্‌যাপন**

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে গত ২২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার বাহাদুরপুর পাহাড়িয়া গ্রামে পাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের পুণে ক্ষেষা ক্ষাড়িয়ে উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও স্থানীয় গন্যমাণ্য ব্যাক্তিবর্গ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন একাডেমির নির্বাহী পরিষদ সদস্যবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা পাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের চিরায়ত প্রথা ও বিশ্বাস মতে পূণে ক্ষেষা ক্ষাড়িয়ে (নবান্ন) কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠান পালনের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং এ ধারা বহমান রাখতে সকলকে সচেতন হওয়ার আহবান জানান।

**✪ মাহলে সম্প্রদায়ের জিতিয়া পরব উদ্‌যাপনঃ**

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির সার্বিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় মাহলে সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় সামাজিক উৎসব জিতিয়া রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলাধীন শুরশুনিপাড়া গ্রামে গত ২৮-০৯-২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাসাউস সংস্থার সভপতি মাহলে নেত্রী মিসেস মেরিনা হাঁসদা।

**✪ কোল সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি সংরক্ষণে করনীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা**

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে কোল সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি সংরক্ষণে করনীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলাধীন বাবুডাইং গ্রামে গত ১১-১২-২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

**✪ উরাও জাতিসত্তার ক্ষেরিয়ানী উৎসব ২০২২ উদ্‌যাপন**

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি এর আয়োজনে উরাও জাতিসত্তার কৃষি নির্ভর ক্ষেরিয়ানী উৎসব ২০২২ উদযাপন করা হয়।

**✪ উরাও ও মুন্ডা জাতিসত্তার ফাগুয়া উৎসব ২০২২ পালন**

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি এর আয়োজনে উরাও ও মুন্ডা জাতিসত্তার বর্ষবরণ উৎসব ফাগুয়া ২০২২ উদযাপন করা

**✪ সাঁওতাল জাতিসত্তার সোহরায় উৎসব ২০২২ পালন**

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগেগাষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি এর আয়োজনে সাঁওতাল জাতিসত্তার সোহরায় উৎসব ২০২২ উদযাপন করা হয়। দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল আলোচনা সভা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এর বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুররস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

**✪ ২১ ফেব্রুয়ারী মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন**

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে ২১ ফেব্রুয়ারী মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়।

**✪ ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ভাষণ দিবস পালন ২০২২**

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঐতিহাসিক ভাষণ উপলক্ষ্যে ৭মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ দিবস পালন করা হয়। দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

**✪ ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস ২২ উদ্‌যাপন**

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন করা হয়।

১৭ মার্চ ২০২২ তারিখে একাডেমির অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির নির্বাহী পরিষদ সদস্য জনাব যোগেন্দ্রনাথ সরেন, জনাব চিত্তরঞ্জন সরদার, জনাব সুষেন কুমার শ্যামদুয়ার।

**✪ রবীন্দ্র নজরুল জন্মজয়ন্তী ২০২২ উদযাপন**

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরূল ইসলামের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান ও গ্রামীণ খেলা প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

✪ সাহরাম মাঝি এঁর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল সাগরাম মাঝি এঁর সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, এক মিনিট নিরবতা, সার্বজনীন প্রার্থনা, আলোচনা সভা, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ ও সাগরাম মাঝি বিষয়ক সাধারণ জ্ঞানের প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতে একাডেমির গবেষণা কর্মকর্তা সাগরাম মাঝির জীবনীর উপর একটি প্রবন্ধ পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন। সভায়

অতিথিবৃন্দ সাগরাম মাঝির বর্ণিল ও বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের উপর আলোচনা করেন। তারা বলেন, সাগরাম মাঝি শুধু অবহেলিত আদিবাসীদের নেতা ছিলেন না তিনি ছিলেন বরেন্দ্র অঞ্চলের মেহনতি মানুষের নেতা। তিনি শিক্ষার আলো সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। জাতি, ধর্ম নির্বশেষে সকলের মাঝে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি আদিবাসী হয়েও মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করে মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেছিলেন। অতিথিগণ এটিকে এক বিরল ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেন।

**অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র**

মঞ্চে উপবিষ্ঠ অতিথিবৃন্দ

বক্তব্য উপস্থাপন করছেন জনাব মাসিদুল গনি মাসুদ, চেয়ারম্যান, ১নং গোদাগাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ

## মণিপুরি ললিতকলা একাডেমি, মৌলভীবাজার

### দপ্তর/ সংস্থা/ অনুবিভাগের পরিচিতি

সিলেট অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতি চর্চা, বিকাশ ও সংরক্ষণের জন্য ১৯৭৭ সালে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চল খ্যাত মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার মাধবপুরে, 'মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি' প্রতিষ্ঠিত হয়। সিলেট অঞ্চলের অধিক সংখ্যক নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস ও এ উপজেলায়। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি, জীবনধারা, শিল্পকলা ও ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের চর্চা, সংরক্ষণ ও মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল ধরে ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক ২০১০ সালের ২৩ নং আইনের দ্বারা' বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন-২০১০' পাশ হলে প্রতিষ্ঠানটি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বতন্ত্রসত্তা বিশিষ্ট একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১ একর ৫৫ শতক ভূমির উপর স্থাপিত এই একাডেমিতে রয়েছে প্রশাসনিক ভবন, যাদুঘর, সেমিনার কক্ষ ও একটি অডিটরিয়াম। বর্তমানে সরকার একাডেমির কর্মকান্ড আর ও প্রসার ও বিস্তৃত করণের লক্ষ্যে একটি চারতলা বিশিষ্ট নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ গ্রহণ করেছে। এ নতুন ভবন নির্মাণের ফলে একাডেমির কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্র আরো সহজতর হবে। এ একাডেমি প্রতিষ্ঠা পরবর্তী জাতীয়, আন্তর্জাতিকসহ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সকল দিবস, উৎসব-অনুষ্ঠান এবং মেলা আয়োজনসহ সংস্কৃতির অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছে।

### ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলি

- চারণ কবি গীতি স্বামী গোকুলানন্দ সিংহ, মণিপুরী ভাষা শহীদ সুদেষ্ণা সিনহা'র মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়;
- নিয়মিত প্রশিক্ষণ ছাড়া ও সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত বিষয় গুলোতে ১৬টি বিষয়ভিত্তিক বাৎসরিক প্রশিক্ষণ প্রদান, ১টি কর্মশালা, ১টি সেমিনার ও ১টি আলোচনা সভা এবং ১টি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়;
- ২১ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস, ঐতিহাসিক ৭ই র্মাচ দিবস, ১৭ই র্মাচ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম বার্ষিকী ও শিশুদিবস, ২৫ই মার্চ গণহত্যা দিবস, ২৬ই র্মাচ স্বাধীনতা দিবস, বাংলা নবর্বষ, ১৫ ই আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৮ই অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস, ১৬ ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস ও রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী উদযাপনসহ মোট ১১টি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিভিন্ন দিবস, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, বিষু উৎসব, মহারাস লীলা অনুষ্ঠান, মণিপুরী নটপালা ও খুবাখুশি অনুষ্ঠান, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী গারো, ত্রিপুরী ও উরাং সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক উৎসব এবং মেলা আয়োজনসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসব আয়োজন করা হয়;

✪ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী সংগ্রহ ও বই-পত্র ক্রয়সহ লাইব্রেরী সমৃদ্ধকরণ করা হয়েছে।

✪ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১.মণিপুরী নৃত্য, ২.নাটক, ৩ আবৃত্তি, ৪.তবলা, ৫.সাধারণ গান, ৬.মণিপুরী ভাষা ও বর্ণলিপি, ৭.মণিপুরী খুবাখুশেই, ৮.মণিপুরী রথরএলা, ৯.মণিপুরী হোলি, ১০.সাধারণনৃত্য, ১১.মণিপুরী প্রথাতত্ব, ১২.কম্পিউটার ও সেলাই প্রশিক্ষণ ১৩. মণিপুরী মৃদঙ্গ এবং ১৪. উরাং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও বর্ণলিপি; ১৫. ত্রিপুরী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও বর্ণলিপি বিষয়ে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

**ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিলুপ্ত প্রায় স্বকীয় ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশে নানা কর্মসূচি গ্রহণ, গবেষণাসহ সমৃদ্ধশালী যাদুঘর এবং লাইব্রেরী নির্মাণ করা। মণিপুরী ললিতকলা একাডেমির আওতাধীন ৩ (তিন) টি তাঁতশিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পুনরায় চালুকরণ। কম্পিউটার ও সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগনকে প্রশিক্ষণ প্রদান। ভাষা-সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিল্পকলা, প্রথা ও সাংস্কৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার এবং কর্মশালা আয়োজন করা। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবন ধারা ও সংস্কৃতি নির্ভর ডকুমেন্টারি তৈরি করা এবং ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আর্কাইভে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবসসহ সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি এবং মেলা আয়োজনের মধ্য দিয়ে একাডেমির বিভিন্ন কার্যক্রম বিস্তৃত করা। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্বকীয় ঐতিহ্যবাহী সামগ্রী তৈরি করণে উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান। অধিকতর সম্প্রসারণ এবং একাডেমির সুযোগ সুবিধাদি সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছে দেয়া।

## নবম অধ্যায়

# সুশাসন ও জবাবদিহিতা

## বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

সরকারের বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কর্মকান্ডে দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, SDG, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও সপ্তম/অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন-লক্ষমাত্রা, Allocation of Business এবং মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোর আলোকে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব মোঃ আবুল মনসুর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণের সাথে ২৭ জুন ২০২১ তারিখ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যেমে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করনে। অনুরূপভাবে ১৮ জুলাই ২০২১ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের সাথে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

## জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

জাতীয় মুক্তির ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এই দীর্ঘ সংগ্রামের চালিকাশক্তি ছিল একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজের স্বপ্ন। ১৯৭৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বরে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ''সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না-চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এই অভাগা দেশের ভাগ্য ফেরানো যাবে কি না সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার ঊর্ধ্বে থেকে আমাদের সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি করতে হবে।'' আমাদের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সকল কাজে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্রনিষ্ঠার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততাদ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এরদ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্য ও বোঝানো হয়। ব্যক্তি পর্যায়ে এর অর্থহলো কর্তব্য নিষ্ঠা ও সততা,তথা চরিত্রনিষ্ঠা। এই দলিলটিতে ও শুদ্ধাচারের এই অর্থকেই গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সমন্বিতরূপ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার অনুশীলন ও জরুরি।রাষ্ট্রীয় আইনকানুন ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি ও দর্শন এমনভাবে প্রণীত ও অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন যাতে এগুলি শুদ্ধাচারী জীবন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের চেতনা নির্দেশ করে যে, বাংলাদেশ হবে একটি ন্যায় ভিত্তিক, শুদ্ধাচারী সমাজ; এর নাগরিকবৃন্দ, পরিবার, রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং সুশীলসমাজ ও হবে দুর্নীতি মুক্ত ও শুদ্ধাচারী। ব্যক্তি মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা ও অধিকার সংরক্ষণ এবং সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের আইন কানুন ও বিধি বিধান প্রণীত হয়েছে এবং অনুসৃত হচ্ছে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামগ্রিক উদ্যোগের সহায়ক কৌশল হিসেবে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকাণ্ডে শুদ্ধাচার প্রতিফলনের জন্য অন্যান্য বছরের মতো ২০২১-২০২২ অর্থবছরেও সুনির্দিষ্ট কৌশল প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে। সচিব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির সভাপতি।উক্ত কমিটি নিবিড়ভাবে এসংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি করে থাকে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিবীক্ষণ কাঠামোর আওতায় মোট ৪টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৭ অনুসারে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আতাউর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ সগীর হোসেন (১-৯ তম গ্রেডের আওতায়), প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ রাজু আহমেদ (১০ তম গ্রেডের আওতায়) এবং অফিস সহায়ক জনাব মোঃ সাদ্রিব হোসেন -কে শুদ্ধাচার পুরস্কার হিসেবে ১ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ এবং একটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। তাছাড়া দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের মধ্য হতে জনাব রতন চন্দ্র পণ্ডিত, মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর-কে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

## সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার)

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) হলো নাগরিক ও সেবাদাতাদের মধ্যে একটি চুক্তি যেখানে সেবা সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ ও নির্দেশনা বিবৃত থাকে। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সেবা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে।সিটিজেন চার্টার সেবা কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**নাগরিক সেবা**

| সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবার মূল্য | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা |
|---|---|---|---|---|---|
| জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও অস্বচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের সাংস্কৃতিক চর্চার জন্য ভাতা প্রদান | পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত ফরমে আবেদন আহ্বান এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে অনুদানের চেক হস্তান্তর | ১. নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণপূর্বক পত্রিকায় উল্লেখিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে দাখিল<br>২. জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি<br>৩. ২ কপি সত্যায়িত ছবি<br>৪. অস্বচ্ছল সংস্কৃতিসেবী হিসেবে ইউনিয়ন/উপেজলা চেয়ারম্যান/ পৌরসভা মেয়র/সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলরের প্রত্যায়ন ফরম<br>প্রাপ্তিস্থান: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট, সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, এবং সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয় | বিনামূল্যে | বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সর্বশেষ তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) কার্যদিবস | মোঃ সগীর হোসেন সিনিয়র সহকারী সচিব (শাখা-৭)<br>ফোন : ৯৫৭৬৫৩৫<br>মোবাইল : ০১৭২৭০২৮৪৮৮<br>ইমেইল: sas.section7@moca.gov.bd |
| ব্যক্তিগত/সরকারি/ বেসরকারি উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিদেশি শিল্পী/সাংস্কৃতিক দল/সাংস্কৃতিক ব্যক্তির অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের অনুমতি | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনাপত্তি সাপেক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে অনুমতি প্রদান | ১. অনুষ্ঠান আয়োজক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজস্ব প্যাডে/ সাদা কাগজে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আবেদনপত্র দাখিল<br>২. আমন্ত্রিত অতিথিদের পাসপোর্টের ছায়ালিপি<br>৩. ভেন্যু ব্যবহারের অনুমতিপত্র<br>৪. আয়োজক সংস্থার ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স | কর প্রযোজ্য | ক) আবেদন দাখিলের ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে অনাপত্তির জন্য প্রেরণ খ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনাপত্তি প্রাপ্তির পর ৫(পাঁচ) কার্যদিবস | কাজী নুরুল ইসলাম উপসচিব<br>ফোন: ৯৫৪৬১৫৩<br>মোবাইল : ০১৯১৪৭২৮২৫৫<br>ইমেইল: ds_exchange@moca.gov.bd |

**প্রাতিষ্ঠানিক সেবা**

| সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল) |
|---|---|---|---|---|---|
| জেলা, উপজেলা ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দেশব্যাপী বেসরকারিপাঠাগার সমূহকে অনুদান প্রদান | পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে অনুদানের চেক প্রদান ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মাধ্যমে বই বিতরণ | ১. জেলা প্রশাসক/উপজেলা চেয়ারম্যান/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সুপারিশসহ পূরণকৃত নির্ধারিত আবেদন ফরম পত্রিকায় উল্লেখিত সময়ের মধ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে দাখিল<br>২. গ্রন্থাগারের রেজিস্ট্রেশন সনদের সত্যায়িত কপি<br>ফরম প্রাপ্তিস্থান :<br>১.সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের শাখা-৪ এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা<br>২.ওয়েবসাইট : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র | বিনামূল্যে | বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সর্বশেষ তারিখ থেকে ৮০(আশি) কার্যদিবস | শিল্পী রানী রায় (অধিশাখা-৪) ফোন : ৯৫৭৬৫৩৫<br>মোবাইল : ০১৭২০৯৯৫৬১৫<br>ইমেইল: ds4@moca.gov.bd |
| সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান | পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দরখাস্ত আহবান। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে অনুদানের চেক হস্তান্তর | ১. পূরণকৃত নির্ধারিত আবেদন ফরম পত্রিকায় উল্লেখিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে দাখিল<br>ফরম প্রাপ্তিস্থান : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট, সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয় | বিনামূল্যে | বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সর্বশেষ তারিখ থেকে ৬০(ষাট) কার্যদিবস | মোঃ সগীর হোসেন সিনিয়র সহকারী সচিব (শাখা-৭) ফোন : ৯৫৭৬৫৩৫ মোবাইল :০১৭২৭০২৮৪৮৮ইমেইল: sas.section7@moca.gov.bd |

## অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "সকল সময়ে জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য"। সেবার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন জনসেবা প্রদানকারী দপ্তরসমূহের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা। এতদুদ্দেশ্যে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও কার্যকারিতা পরিমাপের অন্যতম সূচক হিসেবে এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। জনগণের নিকট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন সংহতকরণের মাধ্যমে ভোগান্তিবিহীন জনসেবা নিশ্চিতকরণই অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারি সেবার মান বৃদ্ধি, কম সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে ও ভোগান্তি

ছাড়া সেবা প্রদানে এগিয়ে আসার মনোবৃত্তি প্রসার। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা ও আপিল কর্মকর্তা রয়েছে।

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তিনি সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে সমস্যা অবহিত করা যায় বা অভিযোগ দায়ের করা যায়:

| ক্রমিক | কখন যোগাযোগ করবেন | যোগাযোগের ঠিকানা | নিষ্পত্তির সময়সীমা | কোথায় যোগাযোগ করবেন |
|---|---|---|---|---|
| ১. | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে | অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা | ৩০ কার্যদিবস | জনাব মোঃ আতাউর রহমান, যুগ্মসচিব ফোনঃ ০১৭১১১৯৫০১৮ ইমেইল: js.budget@moca.gov.bd |
| ২. | অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে | আপিল কর্মকর্তা | ৩০ কার্যদিবস | জনাব হাসনা জাহান খানম অতিরিক্ত সচিব ফোন:২২৩৩৯০৬৬৫ মোবাইল: ০১৭১২৫৪৭১২৫ ইমেইল: js_admin@moca.gov.bd ওয়েব: www.moca.gov.bd |
| ৩. | আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল | ৯০ কার্যদিবস | অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র৫ নং গেইট, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ওয়েবসাইট: www.grs.gov.bd |

## তথ্য অধিকার

তথ্য পাওয়ার অধিকার নাগরিকের সাংবিধনিক অধিকার যা আমাদের সংবিধানের ৭ ও ৩৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে।তবে সুনির্দিষ্ট আইনের অভাবে জনগণ সহজে তথ্য লাভ করতে সক্ষম নয়। কোনো নাগরিক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যে সংস্থাকে তথ্য দেওয়ার অনুরোধ জানায়, চাহিত তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা সে প্রতিষ্ঠানের ওপরই বর্তায়, অন্য কারো ওপর নয়। সুনির্দিষ্ট আইনের অভাবে প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্য সরবরাহে অনীহা বা গাফিলতি প্রদর্শন করত। সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর এ ধরনের মানসিকতা রোধে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রবর্তন করে। আইনটি জনগণের ক্ষমতায়নে মাইলফলক। আইনটির অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো দেশের প্রচলিত অন্যসব আইনে কর্তৃপক্ষ জনগণের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে কিন্তু এ আইনে জনগণ কর্তৃপক্ষের ওপর ক্ষমতা আরোপ করে। এটি একটি শক্তিশালী নাগরিকবান্ধব আইন। প্রকৃতই জনগণের আইন। সর্বজনীন আইন। শ্রেণিগত ভেদাভেদ নির্বিশেষে সর্বস্তরের নাগরিককে রাষ্ট্রের তথ্য পাওয়ার অধিকার দেয়।

তথ্য অধিকার আইন২০০৯-এর আওতায় এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও  আপিল কর্তৃপক্ষের তথ্যাবলি (নাম, মোবাইল, ইমেইল), তথ্য অধিকার আইন/২০০৯, এ সংক্রান্ত বিভিন্ন ফরমস সন্নিবেশ করা হয়েছে। চাহিদানুযায়ী তথ্য সরবরাহ করার পাশাপাশি এ মন্ত্রণালয়ের “তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৫” রয়েছে যা হালনাগাদ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

| ক্রমিক নং | কর্মকর্তা | নাম ও পদবি | মোবাইল নং |
|---|---|---|---|
| ১. | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | মোঃ আতাউর রহমান যুগ্মসচিব | ০১৭১১১৯৫০১৮ |
| ২. | বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত | আহমেদ শিবলী উপসচিব | ০১৫৫২৫৪৮৫১৩ |

## উদ্ভাবনী কার্যক্রম

সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর অনেক দেশেই সরকারি সেবা প্রক্রিয়াকে সহজতর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে উদ্ভাবন কার্যক্রম বিকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। উদ্ভাবন উদ্যোগ গ্রহণ ও উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় নীতি-পদ্ধতি প্রণয়নে ইনোভেশন টিমসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিকসেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজিকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে চিফ ইনোভেশন অফিসার এবং সংস্থা/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ইনোভেশন অফিসারের নেতৃত্বে একটি করে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে।

ইনোভেশন টিমের কার্যপরিধি:

(১) স্ব-স্বকার্যালয়ের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়ন;

(২) এই সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন;

(৩) প্রতিমাসে টিমের সভা অনুষ্ঠান, কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন;

(৪) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে গঠিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ইনোভেশন টিমের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন; এবং

(৫) প্রতি বৎসর ৩১ শে জানুয়ারির মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের একটি পূর্ণাঙ্গ বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, তা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং স্বীয় ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা।

### ২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী ও সেবা কার্যসমূহ:

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১০টি দপ্তর/সংস্থার ৩০৩টি সেবা ডিজিটালাইজড করা হয়

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বেসরকারি গ্রন্থাগার সমূহের তালিকাভুক্তিকরণ

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়মিত স্কুল শিক্ষা কার্যক্রম

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তন বরাদ্দ

### ২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রধান অর্জনসমূহ :

জাতীয় জীবনে সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২৪জন সুধীকে একুশে পদক ২০২২ প্রদান করা হয়েছে;

- বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে স্মরণীয় করে রাখতে ‘ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ’ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশব্যাপী উদযাপন করা হয়েছে;
- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে;
- জনগণের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৯৮২টি বেসরকারি গ্রন্থাগারকে সহায়তা প্রাদান করা হয়েছে;
- সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে গতিসঞ্চার করার লক্ষ্যে ৬২০৭ জন সংস্কৃতিকর্মী এবং ১৬২৭টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে ৬৪টি জেলায় ৮৯৪টি বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম করা হয়েছে।

## বিভিন্ন ফোকাল পয়েন্ট ও ডেজিগনেটেড অফিসারদের তালিকা

| ক্রমিক নং | বিষয় | ফোকাল পয়েন্ট/ডেজিগনেটেড কর্মকর্তার নাম,পদবি ও ফোন নম্বর |
|---|---|---|
| ১. | এসডিজি (Sustainable Development Goals) | জনাব মোঃ শামীম খান, যুগ্মসচিব<br>ফোনঃ ০১৭১২০১৯২৬৫, ইমেইল: js.budget@moca.gov.bd |
| ২. | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) | জনাব মোঃ আতাউর রহমান, যুগ্মসচিব<br>ফোনঃ ০১৭১১১৯৫০১৮, ইমেইল: js.budget@moca.gov.bd |
| ৩. | তথ্য অধিকার আইন | জনাব মোঃ আতাউর রহমান, যুগ্মসচিব<br>ফোনঃ ০১৭১১১৯৫০১৮, ইমেইল: js.budget@moca.gov.bd |
| ৪. | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা | জনাব হাসনা জাহান খানম, অতিরিক্ত সচিব<br>ফোনঃ ০১৭১২-৫৪৭১২৫, ইমেইল: js_admin@moca.gov.bd |
| ৫. | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল | জনাব সুব্রত ভৌমিক, যুগ্মসচিব<br>ফোনঃ ০১৭১১৩৭৫৮৫৯, ই-মেইল: js_ch@moca.gov.bd |
| ৬. | সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত | জনাব সুব্রত ভৌমিক, যুগ্মসচিব<br>ফোনঃ ০১৭১১৩৭৫৮৫৯, ই-মেইল: js_ch@moca.gov.bd |
| ৭. | ইনোভেশন | জনাব সুব্রত ভৌমিক, যুগ্মসচিব<br>ফোনঃ ০১৭১১৩৭৫৮৫৯, ইমেইল: js.section6@moca.gov.bd |
| ৮. | বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার | জনাব কাজী নুরুল ইসলাম, উপসচিব<br>ফোনঃ ০১৯১৪৭২৮২৫৫, ইমেইল: sas.exchange@moca.gov.bd |

### সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

- উন্নত সমাজ গঠনে দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য জনসচেতনতার অভাব। তরুণ ও যুব সমাজের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও পাঠপ্রবণতা বৃদ্ধি, বিশ্বব্যাপী বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রসার এবং অপসংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে দেশীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা করা এ মন্ত্রণালয়ের বড় চ্যালেঞ্জ।
- সংস্কৃতিতে বৈশ্বিকিকরণের (globalization) প্রভাব মোকাবেলা।
- সংস্কৃতি বিষয়ক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (Sustainable Development Goal-SDG) এবং তার আলোকে নির্ধারিত নির্দেশকসমূহকে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থার কাজের সাথে সমন্বয়-সাধন।
- চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের কারণে নতুন প্রজন্মের নিকট মাতৃভাষা বাংলার ব্যবহার ও সংরক্ষণ।
- বিদেশি সস্তা সামগ্রীর প্রভাব হতে দেশীয় কারুশিল্পের বিকাশ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।
- দুর্বৃত্ত ও পাচারকারীদের হাত থেকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নৃতত্ত্ব, মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন শিল্প সংস্কৃতি ইত্যাদির নিদর্শন রক্ষা।

### ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর ও উপজেলা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর-এর কেন্দ্রীয় ভবন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রদর্শনী ও বাংলাদেশ উৎসব, জেলা পর্যায়ে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসসহ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিষয়ক গবেষণা ও গ্রন্থ প্রকাশ এবং বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিল্পী ও কবির নামে স্মৃতিকেন্দ্র নির্মাণ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।দেশের প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংস্কৃতি চর্চার ধারাবাহিকতা রক্ষায় সংস্কৃতি বিষয়ক শিক্ষকের পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

www.moca.gov.bd